অপূর্ব্ব সহবাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস

কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা ;

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট. "বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৫

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

যে লেখনী কালিদাস ভবভূতি ধারণ করিয়াছিলেন, যে লেখনী বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতিও ধারণ করিয়াছেন; ইহাও সেই লেখনী; আমিও ধরিতেছি, অন্যেও ধরিতেছে; কেহ নিষেধ করিবার নাই; স্বাধীন মনের স্বাধীন ইচ্ছা, যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিতেছি, ছাপাইতেছি, লোকসমাজে বাহিরও করিতেছি, অণুমাত্রও লজ্জার উদ্রেক হয় না; সহজে হইবেও না। আশার আশ্বাসেই আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, আশার আশ্বাসেই সমস্ত অর্থ ভস্মসাৎ হইতেছে।

কাকতালীয়যোগে একখানি লোকের চক্ষে কথঞ্চিৎ আদরের হইয়াছিল বলিয়া অন্যখানিতে আশা সঞ্চার হইল, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব সহিল না; তখনি দুরাশার দুষ্ট প্রলোভনে অগ্রসর হইলাম;—সমস্ত উপকরণ আহৃত হইল, কল্পনাও স্থির হইল, কবি হইয়া কাব্যচিন্তায় মগ্ন হইলাম; কাব্যে কখনো বীর, কখনো ধীর, কখনো সংসারী, কখনো অসদাচারী,—কত বেশই ধরিলাম; স্ত্রী হইয়া নায়কের মনোহরণ করিলাম, পুরুষ হইয়া নায়িকার মোহে মুগ্ধ হইলাম, কখনো বিলাসীর বেশ, কখনো কাপুরুষের একশেষ, কখনো যুদ্ধে গমন, কখনো অরণ্যে ভ্রমণ,—অবস্থাভোগের সীমা রহিল না। ক্রমে কাব্য শেষ হইল, হৃদয়ে ভয়েরও সঞ্চার হইল, আশঙ্কায় সমুদায় এককালে ছাপাইতে সাহসী হইলাম না; অংশমাত্রেই ব্যয়ের পর্য্যবসান, অংশমাত্রেই লেখনীর বিশ্রাম। খণ্ড শেষ হইল, পাঠকও নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সাক্ষাতের পথ রাখিয়া থাকি, পরে সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা এই অবসরেই অবসর।

বশংবদ

কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

অপূর্ব্ব সহবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা?
বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।"

——রঘুবংশম্।

এই সুগভীর তামসী রজনীতে কে ঐ কামিনী পুরীর বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া শূন্যমনে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন? কেশপাশ আলুলায়িত, হস্তপদ অবশ, অঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। দক্ষিণ করে কালদণ্ড ত্রিশূল, বাম করে লৌহকর্কশ বিশাল চর্ম্ম। মনে ভয় নাই, যুবতী-জন-সুলভ কোন আশঙ্কাও নাই। কে এ কামিনী?—রজনীর গাঢ় অন্ধকারে লজ্জা-ভয় আবরণ করিয়া স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন? এ কি পাষাণে গঠিত স্ত্রীমূর্ত্তি, না প্রকৃতই কোন কামিনীর অঙ্গ রণবেশে সুবেশিত হইয়াছে?—দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যে হস্ত—যে করতল অবগুণ্ঠনে আপন বদন

আচ্ছাদন করিবে, তাহা কি ত্রিশূলের উপযুক্ত? যে নয়ন লজ্জায় মুকুলিত হইবে,—প্রেমময় হাস্যে উদ্ভাসিত হইবে, তাহা কি অগ্নিকণার আধার হইতে পারে? কমনীয় কোমল ভাব প্রেমিককেই বশীভূত করিতে পারে, কোমল অঙ্গ প্রেমিকেরই অঙ্গ নিস্পন্দ করিতে সমর্থ হয়। বীরভাবে বীরপুরুষের নিকট উহার ক্ষমতা কি? বর্ম্ম কি বীর-পট্ট বীরেরই অঙ্গভূষণ, বীরেরই শোভাকর, কামিনীর কোমল অঙ্গ তাহার ভার-বহনে বা কাঠিন্য-সহনে কিরূপে সক্ষম হইবে?

সত্য, কিন্তু রাজপুত-মহিলাগণের স্বভাব অতি বিচিত্র। ইহা-দিগের যে হৃদয় লজ্জা ও প্রেমভাবে পূর্ণ, সময় উপস্থিত হইলে তাহাই আবার সাহস ও নির্দ্দয়তার আধার হইয়া উঠে। অঙ্গ রণবেশে সুস-জ্জিত হইলে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হয়। যে দেহ পরপুরুষের স্পর্শ অবধি সহ্য করিতে পারে না, সেই দেহ—সেই পদতল সমরস্থলে বিপক্ষপক্ষের অগণ্য মস্তকও বিদলিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহারা যুদ্ধে অকুতোভয়, অস্ত্রধারণেও হস্ত বজ্রবৎ সারবান্ হইয়া উঠে। মরিতে ভয় নাই, মারিতেও অকুণ্ঠিত। মানিনী মানে মগ্না, তেজস্বিনী তেজে চপলার ন্যায় চঞ্চলা; ভয়ে ভীতা, সাহসে ভৈরবীর প্রিয়শিষ্যা। ইহারা বিচিত্র উপকরণে নির্ম্মিত, বিচিত্র ভাবেই পূর্ণ। এ কামিনীও সেই রাজপুতকুলের কুলমহিলা, নাম সঙ্গা—চিতোরের অধিপতি মহা-রাজ উদয়সিংহের প্রণয়িনী। উদয়সিংহ শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন; শুনিবামাত্র সঙ্গা পাগলিনীর ন্যায় রণবেশে সুসজ্জিতা হইয়া পুরীর বহির্ভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন, পরিচারিকা অশ্ব আনিতে গমন করিয়াছে, এখনও আসিতেছে না। সঙ্গা বারংবার অশ্বশালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। উৎসাহিত-হৃদয়ে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত, দাহ্য পদার্থও দূরে অবস্থিত,

অভাবে হৃদয়কেই দাহন করিতেছে। অশ্বের অপেক্ষায় আর মনোবেগ নিবারিত হয় না ; ক্রোধে, ক্ষোভে ও উৎসাহে হৃদয় প্রতিক্ষণে আহত হইতেছে। সঙ্গা অশ্বশালার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন, "এখনো দেখা নাই"———"ঐ আসিতেছে"—"না অন্ধকার-পূর্ণ লতাকুঞ্জ—প্রহরী-গৃহ ;"—অতিক্রম করিয়া চলিলেন।—পার্শ্বে পরিচারিকা অশ্ব লইয়া দণ্ডায়মান,—লক্ষ্যই নাই। পরিচারিকা সঙ্গাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল, "দেবি, কোথায় চলিয়াছেন ?"

সঙ্গা চমকিতভাবে পরিচারিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সখি ! এতক্ষণ বিলম্বের কারণ কি ?"

পরি। সে কি ! আমি ত এই মাত্রই আপনার নিকট হইতে গিয়াছি।

সঙ্গা। "মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে বলিয়া অল্পেই অধিক বোধ হইতেছে।" বলিয়া উহার হস্ত হইতে অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"সখি! বোধ হয়, আজ হইতে জন্মের মত তোমার সঙ্গা তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। সেই অপরিমিত বলবীর্য্যশালী দুরাত্মা আকবরের হস্ত হইতে যে মহারাজকে উদ্ধার করিব, এ আশা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না, যখন মহারাজ রিপুহস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমাদিগের জীবন-মরণ উভয়ই সমান, কি সুখে আর এই পাপজীবন বহন করিব, এই জন্যই এই অনুচিত বেশে অনুচিত আশার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু ভীরুতা যাহাদিগের চিরপরিচিত ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা যাহাদিগের সৃষ্টির সহিতই সৃষ্ট হইয়াছে, লজ্জা যাহাদিগের অঙ্গভূষণ, রণবেশে তাহাদিগের শত্রুর সম্মুখে গমন করা বা শত্রু-হস্তে রুদ্ধ হওয়া উভয়ই সমান ; জানিতেছি,

কিন্তু কি করিব, মন যে কিছুতেই স্থির মানিতেছে না। সখি! জীবনের শমতায় কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করি না, এই জীবন বা এইরূপ শত সহস্র জীবন এখনি লয় প্রাপ্ত হউক; যাঁহার জীবন, যাঁহার দেহ, তিনিই যদি শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইলেন, তবে কি সুখে, কাহার জন্য আর ইহা ধারণ করিব? তিনি যেখানে, তাঁহার পরিচারিকা অভাগিনীও সেইখানে থাকিবে। চলিলাম—তুমি গৃহে যাও, দেখিও, যেন দেবী মহারাজের এই দারুণ বার্ত্তা শ্রবণে কোনরূপ অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত না হন।

পরি। দেবি! এখনও বলিতেছি, আপনার পায়ে ধরিতেছি, ক্ষান্ত হউন, একাকিনী অসংখ্য বিপক্ষের মধ্যে গমন করিবেন না। সন্ধি করিলেই যদি মহারাজ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, তবে কেন আপনাকে অকারণ সংশয়ে নিপাতিত করেন?

সঙ্গা। সরলে! সে আশা দুরাশা মাত্র, মহারাজ এতদূর নীচপ্রকৃতি নহেন যে, বিপন্ন হইয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন, সহজ অবস্থাতেই যখন উহাতে স্বীকার করেন নাই, তখন বিপন্ন হইয়া কিরূপে এক্ষণে কাপুরুষের ন্যায় তাহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন? বিশেষ, প্রবঞ্চক আকবরের ঐ কথা কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারে না। দুরাচার বিজয়সিংহ যখন উহার ভিতর রহিয়াছে, তখন ঐ সন্ধির কথা কথামাত্র। -

—সেই পাপাত্মার কৌশলেই ত মহারাজ রুদ্ধ হইয়াছেন। বিনা যুদ্ধে যে আকবর এক্ষণে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিবে, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস্য নহে। বোধ হয়, পামর এক সন্ধির কৌশল করিয়া নগরে প্রবেশ করিবে, নগর লুণ্ঠন ও অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণেরও সতীত্ব নাশ করিবে। কুলাঙ্গার বিজয়সিংহও বোধ হয় রাজ্যের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত

হইয়া ঐ পরামর্শে কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই,—আপন রক্ত কুক্কুর দ্বারা পান করাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। কি আশ্চর্য্য, জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যবংশের কি পরিণামে এই ঘটিল! বিজয় নিশ্চয়ই ঐ পরামর্শে সম্মতি দান করিয়াছে, না হইলে, যে রাজ্যের আশায় সে জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই রাজ্যের বিরুদ্ধে ঐ সন্ধিবিষয়ক পত্রের সাক্ষিস্থলে স্বাক্ষর করিবে কেন? সন্ধি হইলে ত মহারাজই পুনরায় চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন, তাহা হইলে বিজয়ের কি হইল?

পরি। মন্ত্রিগণও ঐরূপ আন্দোলন করিতেছেন; আরও শুনিলাম, ভিতরে মতিবিবিরও না কি কোন ষড়্‌যন্ত্র আছে।

সঙ্গা। ঈশ্বর বলিতে পারেন।

পরি। মহারাজ তাহাকে প্রাণ তুল্য ভালবাসেন। এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। মতিবিবিও রাজার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, এরূপ ভাণ করিয়া বেড়ান; আর গোপনে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র! কি আশ্চর্য্য! কুলটা হইলেই কি মুখে অমৃত আর অন্তরে গরলে লিপ্ত হইতে হয়?

সঙ্গা। ক্ষত্রিয়কুমারী হইয়া যে পাপীয়সী যবনায় স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইল না, তাহার অসাধ্য কি আছে? আমার বোধ হয়, মহারাজ উহা হইতেই বিষম বিপদে পড়িবেন।

পরি। বাকিই বা কি? যখন সেই উন্নত মস্তকও যবন-কারাবাসে স্থান পাইল, তখন ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিপদের আশঙ্কা কি?

সঙ্গার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল।

পরি। দেবি! রোদন করিবেন না। মহারাজ কোন দোষে দোষী নহেন, অবশ্যই ঈশ্বর মহারাজের মঙ্গল করিবেন।

সঙ্গা। সখি! আর প্রবোধের অবসর নাই। রাজা যে শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইয়াছেন, এখন দৈবের উপর নির্ভর!

পরি। রে দারুণ দুর্দ্দৈব! এত দিনের পর তোর মনস্কামনা পূর্ণ হইল! ভারতলক্ষ্মি! আর কোন বাধা-বিপত্তি রহিল না, এক্ষণে মনের সাধে যবনের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া চিরসুখে কালযাপন কর।

সঙ্গা। অমঙ্গল কথা মুখে আনিস্ না। বিন্দুমাত্র রাজপুত-রক্ত পৃথিবীতে বহমান থাকিতে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যবনের অঙ্কশায়িনী হইবেন?

পরি। দেবি! মনের ক্ষোভে কি বলিতে কি বলিয়াছি, ক্রোধ করিবেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি,—মহারাজ এমন পরাক্রান্ত হইয়াও শত্রুর হস্তে কিরূপে রুদ্ধ হইলেন?

সঙ্গা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ভূতভাবন ভগবান্ রামচন্দ্র যখন রাক্ষসের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় প্রণয়িনী সীতাদেবীকে হারাইয়াছিলেন, তখন সামান্য মনুষ্যের কথা কি? এক বিজয়ের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই ত তিনি আপনাকে হারাইয়াছেন। 'বিজয় যুদ্ধে বিষম আহত হইয়াছে,—মৃতপ্রায়, অন্তিমকালে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছে।' উহার দূতমুখে মহারাজ এই কথা শুনিবামাত্র সহোদর-স্নেহে একান্ত আর্দ্র হইয়া বিজয়কে দেখিতে বিজয়ের শিবিরে গমন করিবেন,আক্‌বরের নিকট বলিয়া পাঠান, আক্‌বর কি পৃথ্বীরাজ কেহই তখন সে স্থলে উপস্থিত ছিল না, কাজেই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মহারাজ বিজয়ের শিবিরে যেমন গমন করেন, অমনি ছদ্মবেশী বিজয় তাঁহাকে ধারণ করিয়া রুদ্ধ করিয়াছে।

পরি। কি সর্ব্বনাশ! এক রক্তে এক মায়ের গর্ভে জন্ম, এক স্তন-দুগ্ধে প্রতিপালন,—পরিশেষে কি এই ঘটনা! কনিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠের

প্রতি এইরূপ কপটাচার! ধন্য দুরাশা! এক রাজ্যের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিজয় যার পর নাই জ্যেষ্ঠ সহোদরকেও যবন-কারাগারে রুদ্ধ করিল। বুঝিলাম, জগতে আশার অসাধ্য কিছুই নাই।—কেনই বা মহারাজ একাকী সে পামরের নিকট গিয়াছিলেন? না যাইলে ত এই সর্ব্বনাশ ঘটিত না।

সঙ্গা। বিজয় পীড়িত, অধিক লোকের সমাগমে তাহার কষ্ট হইতে পারে বিবেচনায় একাই শিবিরমধ্যে প্রবেশ করেন। সখি! নিঃসন্দিগ্ধ মনে সন্দেহের সম্ভাবনা কি?

পরি। বোধ হয়, আক্‌বরের পরামর্শেই ঐরূপ হইয়া থাকিবে, নতুবা সহস্র শক্রতা থাকিলেও কি সহোদর হইয়া সহোদরের প্রতি এইরূপ গর্হিতাচরণ করিতে পারে?

সঙ্গা। ঈশ্বর জানেন। যাহাই হউক, আমি এই অসংখ্য তারকামণ্ডলী ও ভগবতী তমস্বিনী যামিনীকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়াছি, হস্তে অস্ত্রধারণ করিয়াছি, স্ত্রী হইয়া পুরুষোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রাণ থাকিতে কখনই একার্য্য প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এই ত্রিশূল আজ বীরদর্পে উদ্দৃপ্ত হইয়া মনের সাধে যবন-রুধির পান করিবে, এই খড়্গ অগণ্য যবনমুণ্ডে ধরিত্রীকে উপহার প্রদান করিবে! ক্ষান্ত হইব না; যাও সখি, গৃহে যাও, যদি মহারাজকে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে পুনরায় এ মুখ দেখিতে পাইবে, নতুবা এই অবধি সঙ্গা তোমাদিগের নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় হইল।

পরিচারিকা সজল-নয়নে বলিল, "দেবি! আপনি এরূপ সাহস করিবেন না, একাকিনী, বিশেষ স্ত্রীজাতি,এ বেশে শক্রশিবিরে গমন করিলে নিশ্চয়ই রুদ্ধ হইবেন।"

সঙ্গা। কি, হস্তে অস্ত্র থাকিতে রুদ্ধ হইব? ক্ষত্রিয়কুমারী দুরাচার যবনের দাসী হইবে? এই ত্রিশূল কি শোণিত পান করিতে শিখে নাই? আক্‌বর কি অমর হইয়া এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সখি! সে জন্য চিন্তা করিও না, সঙ্গা রাজপুত-রক্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, রাজপুত কুলমহিলা বলিয়াও অদ্যাপি পরিচয় দিয়া থাকে।

পরি। সমুদয় সত্য, কিন্তু আপনি একাকিনী বলিয়াই আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতেছে। কি জানি, লোকে যদি কোন কথা বলিয়া বসে, তখন বিশেষ কষ্টের হইবে।

সঙ্গা। ছি, তোমার মনও যে এতদূর নীচতার আধার, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। লোকের কথা গ্রাহ্যযোগ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহারা কি মনুষ্য-নামের উপযুক্ত? তুমি নিতান্ত সরলপ্রকৃতি বলিয়াই ইহাতে উত্তর প্রদান করিলাম, নতুবা নিরুত্তর থাকাই ইহার প্রকৃত উত্তর।

পরি। দেবি! শুদ্ধ এক লোকের কথাতেই পতিপ্রাণা সীতাকেও কি না কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল?

সঙ্গা। আর অধিক রাত্রি নাই, তুমি গৃহে যাও।

দুর্গে দামামা-ধ্বনি হইল।

সঙ্গা। "এ সময় দুর্গে দামামা-ধ্বনি হইবার কারণ কি?"—বলিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সবলে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"——ত্রিশূলবরধারিণী
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥"

——চণ্ডী।

পথে অগণ্য লোক,—সকলেই সশস্ত্র, অথচ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। সঙ্গা আকুলচিত্তে অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কে, তোমরা দলবদ্ধ হইয়া এত রাত্রিতে গমন করিতেছ?"—

"উত্তর নাই?"—

—"কে যায়?"—

"এত রাত্রিতে তোমরা কে কোথায় যাও?"—

"মঙ্গল চাও ত শীঘ্র পরিচয় দাও।"

গম্ভীরস্বরে উত্তর হইল, "কে জিজ্ঞাসা করে?"

সঙ্গা। যে হই,—যদি প্রাণ চাও ত প্রকৃত পরিচয় দেও।

"বিনা পরিচয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসার অধিকার নাই।"

সঙ্গা। সঙ্গা,—চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয়সিংহের প্রণয়িনী—সঙ্গা।

"দেবি! চিনিতে পারি নাই,—ভৃত্যগণের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

সঙ্গা। শীঘ্র পরিচয় দেও।

"আপনারই দাস, প্রধান দুর্গের সেনা।—যুবরাজের শঠতায় মহা-

রাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর সেনাপতিও পলায়ন করিয়াছেন।"

সঙ্গা। তোমরাও পলায়ন করিতেছ?

সেনাগণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

সঙ্গা। যে যেখানে আছ, দণ্ডায়মান হও, একপদ অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে।—দেহে রক্ত—হস্তে অস্ত্র থাকিতেও প্রাণভয়ে পলায়ন!—

"দেবি! আমাদিগকে কি প্রাণ হারাইতে আদেশ করেন?"

সঙ্গা। তোমরা আমার সহিত যুদ্ধে যাইবে কি না বল?

সেনাগণ নিরুত্তর হইয়া স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান রহিল।

সঙ্গা। পামরগণ! প্রাণ থাকিতে যবনহস্তে আত্মরাজ্য প্রদান করিয়া যবনভয়ে পলায়ন!—বিন্দুমাত্র রাজপুতরক্ত পৃথিবীতে থাকিতে ধর্ম্মদ্বেষী দুরাচার যবনগণ চিতোরের রাজলক্ষ্মীর উপর—তোমাদিগের মাতার উপর যথেচ্ছাচরণ করিবে? তোরা জীবিত থাকিয়া তাহাই দেখিবি? রাজপুত-রমণীগণ যবনের দাসী হইবে—যবনের যথেচ্ছা-চারের পাত্রী হইবে? তোদের পত্নীগণ তোদেরই চক্ষের উপর যবনের অঙ্কশায়িনী হইবে? আর ঐ নিস্তেজ ঘৃণিতচক্ষু ঐ পাপদেহে বিরাজমান থাকিবে?—রাজপুতকুল সমূলে নির্ম্মূল হউক,—পুন্যতেজ-পূরিত ক্ষত্রিয়াগর্ভ বজ্রে নিষ্পিষ্ট হউক, আর যেন ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ এ পাপাত্মাদিগের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে না হয়। যে পুত্রের পিতার মরণে,—মাতার প্রতি বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ নাই, দাসত্ব-আব-রণে আত্মদেহ লুক্কায়িত করিয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকেও পরপুরুষের,—যবনের ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে লজ্জা হইল না, মাতঃ বসুন্ধরে! এখনি সেই সকল ভীরু নরাধমদিগকে আত্মসাৎ কর; উহাদের পরমাণুও যেন

আর তোমার উপরে বিচরণ করিতে না পায়। ক্ষত্রিয়ের মরণে ভয়. যবনে ভয়? কর্ণ, বধির হও. আর যেন এ পাপকথা শুনিতে না হয়; বায়ু. প্রতিহত হও, এই পাপবার্ত্তা যেন আর দুই হস্ত অগ্রেও গমন না করে। এই ভূভাগ সর্ব্বসমেত এখনি রসাতলে গমন করুক, রাজপুত-কুলের হীনতার কথা যেন আর জগতের আন্দোলনের বিষয় হইতে না পায়।

কই. এখনো ত সেই অন্ধকারময় প্রলয়কালীন ঘোরতর ঘনঘটা গগনে উদিত হয় নাই; ভীষণ পরিধিজালে বেষ্টিত দীপ্ত দিনকরমালাও দিগ্দাহে প্রবৃত্ত হয় নাই; প্রলয়-মারুতও ত ঘোররাবে জগতের স্থিতি-ক্রম বিপর্য্যস্ত করিয়া ভুবনচক্র বিলোড়িত করে নাই; তবে কেন রাজপুতগণ জীবন সত্ত্বে রণে ভঙ্গ দিয়া শত্রুভয়ে পলায়ন করিল?—স্বাধীনতা দেহের সঞ্জীবনী শক্তি, সেই শক্তির অপলাপে কি ঐ সকল দেহে জীবন রহিয়াছে?—কখনই না। যাহা কখনো হয় নাই,—সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কখনো ঘটে নাই, আজ কি তাহাই ঘটিবে?—রাজপুতদিগের পৃষ্ঠদেশ শত্রুচক্ষে পড়িবে?—না, কখনই না। স্বপ্নের কল্পনা,—প্রেতের প্রতিকৃতি, যাহা দেখিতেছি, উহা নিশ্চয়ই রণনিহত রাজপুত-সেনার প্রেতমূর্ত্তি!—

এ কি প্রকৃতই মনুষ্য, হস্তে অস্ত্র, অঙ্গে রণবেশ,—যোদ্ধৃবর্গ, চিতোরেরই সৈন্য, রাজপুত?—পামরগণ! নরাধমগণ! এখনো তোদের দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইল না? এখনো ঐ মস্তক ঐ পাপদেহ হইতে ছিঁড়িয়া পড়িল না? সমভাবে দণ্ডায়মান?—জীবিত! যুদ্ধে পরাজিত রাজপুত-সেনা জীবিত? জগৎ কি বিঘূর্ণিত হইতেছে? না আমিই—রাজপুত-সেনা জীবিত?

ভগবতি কাত্যায়নি! মাতঃ ত্রিপুরেশ্বরি!—প্রকৃতই জীবিত!—

শত্রুহস্তে পরাভূত—আবার জীবিত! প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে!—রাজপুতগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে?—আর যে সহ্য হয় না, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর সহ্য হয় না!—মা! তোমার উপাসকগণ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যবন-করে নিক্ষেপ করিয়া ঐ পলায়ন করিতেছে,—কে আর তোমার সেবা করিবে?—নিত্য নবোৎসবে এই মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিবে? আজ তোমার মস্তকে চন্দনাক্ত জবার পরিবর্ত্তে রক্তাক্ত গো-মাংস প্রক্ষিপ্ত হইবে? সম্মুখে সজল-নয়না সবৎসা গাভী-সকল নিহত হইতে থাকিবে, অশরণা প্রতিপ্রাণা রাজপুত-রমণীগণের সতীত্ব-ধন যবনেরা বলে অপহরণ করিবে? করুণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল বিদারিত হইতে থাকিবে? বলে সতীর সতীত্ব-হরণ! কে রক্ষা করে? দেশ মনুষ্যহীন, পবিত্র রাজপুত-মস্তক যবন-পদে বিদলিত হইয়াছে। দেশেও যচ্ছোচার আরম্ভ হইয়াছে,—সহ্য হয় না, প্রাণ থাকিতে আর ইহা সহ্য করিতে পারিব না।—ঘোর অত্যাচার!—অসহ্য, সহ্য করিতে পারিব না।—

অশ্ব তীরবেগে ধাবিত হইল।

সেনাগণের মুখে কথা মাত্র উদ্গত হইল না, যেন অনিলাহত অনল-রাশির ন্যায়—প্রলয়-বাতাহত প্রলয়-পাবকের ন্যায় সংহারিণী শক্তির অনুগত হইল।

তৃতীয় স্তবক।

"নির্য্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ।"

—রঘুবংশম্।

প্রাতঃকাল,—ভগবান্ তপনদেব তরুণ অরুণ-কিরণে জগতীতল আলোকিত করিয়া তুলিলেন, মলয়ানিল মৃদুমন্দ-হিল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল; মৃদুল অথচ উষ্ণোষ্ণ রবিকর-সংস্পর্শে পদ্মিনীর সর্ব্বশরীর উষ্ণ ও নয়নের হিমজল নয়নেই শুষ্ক হইয়া গেল, বিষম মানও ভঙ্গ হইল; সতীর মান পতির অদর্শনেই বাড়িতে থাকে,—দর্শনে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পদ্মিনী হাসিতে হাসিতে প্রিয়তমের করে আত্মসমর্পণ করিলেন; দিবাকরও আশ্বস্ত হইয়া রাগরক্ত-হৃদয়ে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলা চারিদণ্ড অতীত; আক্‌বর শিবিরে অন্যান্য সভাসদ্‌গণের প্রবেশ নিষেধ করিয়া একাকী আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, হৃদয় নিতান্ত উদ্বিগ্ন, কিছুতেই চিত্ত সুস্থির হইতেছে না, একবার শিবির-দ্বারে আসিয়া একদৃষ্টে পথপানে চাহিতেছেন, আরবার গিয়া আপন সিংহাসনে বসিতেছেন। "বেলা প্রায় চারিদণ্ড হইল, কিন্তু কই, এখনো কাহারও দেখা নাই, কারণ কি?" উঠিলেন, পুনরায় শিবির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কেহই নাই। ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রবেশ করেন, সম্মুখে অনুচর করপুটে দণ্ডায়মান।——যথাযথ অভিবাদন করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল।

"বিজয় আসিতেছেন?"

অনু। না ধর্ম্মাবতার! এক্ষণে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

আবক্‌র শূন্যমনে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনুচর উত্তরের প্রতীক্ষায় সেই ভাবেই দণ্ডায়মান রহিল; কিন্তু তিনি কোন কথার উল্লেখ না করিয়া বিজয়ের শিবিরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিজয় নিদ্রায় অভিভূত,অচেতনে আপন শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। "নিদ্রিতের নিদ্রার ব্যাঘাত অযুক্ত" ভাবিয়া শয্যার সমীপস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, মস্তকে কি সংলগ্ন হইল। চাহিয়া দেখেন, বিজয়ের রণ-পরিচ্ছদ। কিঞ্চিৎ অন্তরে রাখিবার মানসে যেমন সরাইবেন, দেখেন, উহার মধ্যে একখানি পত্র রহিয়াছে। বিজয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিজয় নিদ্রায় অচেতন, অস্পন্দ। পত্রখানি বাহির করিলেন। "অন্যের পত্র, উন্মোচন করা নীচতার কার্য্য।" কিন্তু অত্যন্ত ইচ্ছা, কিছুতেই ইচ্ছার গতি প্রতিরুদ্ধ হইল না। পুনরায় বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বিজয় সেইভাবেই অবস্থিত. ভয়ে ভয়ে পত্রখানি উন্মুক্ত হইল।

"বিজয়! আমি তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহি, কিন্তু মহারাজ জীবিত থাকিতে অন্তত চক্ষুলজ্জাতেও প্রকাশ্যে তোমার করে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিব না। মহারাজ আমাকে প্রাণ তুল্য ভালবাসেন, বিশেষ তাঁহার বর্ত্তমানে আমরা একদণ্ডের জন্য কোথাও সুখী হইতে পারিব না।"

"এ কাহার পত্র?" আক্‌বর অনেকক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্থির হইল না। পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিলেন, বদন ম্লান হইল। "যে আশায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি, বুঝি সেই আশারই মূলে কুঠারাঘাত হইল।" যেখানকার পত্র সেইখানেই রাখিয়া দিলেন ও বিজয়ের শিবির হইতে আপন শিবিরে প্রবেশ করিয়া অনুচরকে বলি-

লেন, "যদি এখনো বিজয়ের নিদ্রাভঙ্গ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার নাম করিয়া উহাঁকে ডাকিয়া আন।" অনুচর গমন করিল, আক্‌বর আপন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়সিংহ অনুচরের সহিত আক্‌বরের সিংহাসন-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে আক্‌বর বলিলেন,—"বিজয়! সমুদয় শুনিয়াছি।"

বিজয়। হাঁ। অনুচরের মুখে সমুদয় শুনিলাম।

আক্। তুমি না বলিয়াছিলে, যখন রাজা রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর কাহারও যুদ্ধ করিতে সাহস হইবে না, সহজেই চিতোর হস্তগত হইবে। তবে আবার কে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল?

বিজয়। বুঝিতে পারিতেছি না। প্রধান সেনাপতি যখন আমাদের বাধ্য হইয়াছে, তখন আর কে আছে যে, রাজপুতসেনার অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধে আসিতে সাহস করিবে?

আক্। পৃথ্বীরাজ সৈন্যসমেত সেইখানেই রহিয়াছেন, অথচ ভালমন্দ কিছুই সমাচার দিলেন না। সমরস্থলে একজন দূতও পাঠাইয়াছি, তাহারও দেখা নাই।

বিজয়। আমাকে যাইতে আজ্ঞা করেন?

আক্। না, তাহা বলি না, কিন্তু সেনাপতি তোমার সহিত কিছু কি বলিয়া গিয়াছিল?

বিজয়। ঐ-ই কথা; নিশীথ-সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে বিপক্ষগণ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সেনাপতি দামামা-ধ্বনি ও নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত করিবে, অন্যান্যকে বিশেষ ভীত করিবার মানসে ভয়চিত্তে আপনিও দুর্গ পরিত্যাগ করিবে। এদিকে পরামর্শী সৈন্যগণ গোপনে থাকিয়া দুর্গের প্রতি অস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে।

একে দুর্গের সৈন্য অল্প, তাহাতে রাজা বন্দী হইয়াছেন, সেনাপতিও পলায়ন করিল, কাজেই অপরাপর সেনাগণ ভীত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। প্রাতে দলবল সমেত আমরা দক্ষিণদ্বার আক্রমণ করিলে দ্বাররক্ষক সেনাগণ অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাজিত হইবে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া যায় নাই। পৃথ্বী-রাজ ও নায়ক খার প্রাতে যে পুর্ব্বদ্বার আক্রমণ করিবার কথা ছিল, তাহা বুঝি হয় নাই?

আক্। না।

বিজয়। কিরূপেই বা হইবে?—ভাল, আপনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন কেন?

আক্। রাজপুতগণ এমন বিপদ্‌সময় সন্ধির প্রস্তাবে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া অদ্যকার রণসজ্জার জন্য তত ব্যস্ত থাকিবে না, বিশেষ বিশ্বাসের জন্য ঐ পত্রে তোমারও নাম স্বাক্ষর করাইয়া লই। পাছে প্রকাশ হয়, এই জন্য কল্য কিছুই বলি নাই।—কিন্তু কোথায় আমরা নগর আক্রমণ করিব, না হইয়া রাত্রিমধ্যে উহারা আসিয়া আমাদের শিবির আক্রমণ করিল? শুনিলাম, আমাদের সেনাগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত ছিল। যখন বিপক্ষ-গণ আসিয়া আক্রমণ করে, তখন প্রায় কাহারই তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, বিশেষ বলবিক্রম সহকারে বিপক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হইতে পারে।

বিজয়। দিল্লীর অধিপতি আকবরের নাম শ্রবণেই শত্রুসেনা অচি-রাৎ ভস্মসাৎ হইবে, সে জন্য চিন্তা করিবেন না।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় রাজদূত শশব্যস্তে সেই স্থলে আসিয়া প্রবেশ করিল। উভয়েই আস্তেব্যস্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি বল?"

দূত। ধর্ম্মাবতার! শুনিলাম, রাত্রিতে কে একটী কামিনী রণবেশে সৈন্যসমেত শিবির আক্রমণ করিয়া উদয়সিংহকে লইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছে। পৃথ্বীরাজ ও নাসু খাঁ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রাতে পুরদ্বার আক্রমণ করিবার কথা ছিল, সন্দেহ প্রযুক্ত তাহাও করেন নাই। সৈন্যসমেত দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন।

আক্। বলিতে পার, উদয়সিংহের সেনাপতি যুদ্ধে আসিয়াছিল কি না?

দূত। তাহা স্থির হয় নাই।

আক্। বিজয়! কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

বিজয়। তাই ত।

আকবর দূতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"দেখ, বেলা দুই প্রহরের পর যে সেনা এখানে আসিবে, তাহাদিগকে ঐ দক্ষিণ-দ্বারে যাইতে বলিও। এখানকার সেনাগণও যেন সর্ব্বদা সাবধানে শিবির রক্ষা করে।"—বলিয়া বিজয়কে বলিলেন,—

"বিজয়! চল, আমরাও ঐ স্থলে গমন করি।"

উভয়ে রণবেশে সজ্জিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"——ত্বং জগতি পুনরেকা বিজয়সে।"

—জগন্নাথঃ।

সহসা গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল, সম্মুখেই পূর্ণকান্তি পূর্ণিমার শশধর,—অমল চন্দ্রখণ্ডে বিনির্ম্মিত কমনীয় কামিনীর মূর্ত্তি।—মহারাজ উদয়সিংহের সহধর্ম্মিণী, প্রতাপজননী দেবী বসুমতী,—পবিত্রবেশে, পবিত্র মৃগচর্ম্মে আসীন রহিয়াছেন। সমস্ত দিবস অনাহার, ব্রতোপবাসে অঙ্গ সাতিশয় দুর্ব্বল; তথাপি লাবণ্যচ্ছটায় মণিময় দীপশিখার দীপ্তিও যেন মলিন বোধ হইতেছে। দেবীর গলে পটাঞ্চল, করকমল অঞ্জলিবদ্ধ, নয়ন মুদিত,—স্থিরমনে স্থিরভাবে দেবাদিদেবের আরাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, দক্ষিণে পুষ্পপাত্র, ধূপ ও দীপাধারে ধূপ-দীপ প্রজ্বলিত হইতেছে,—বামে স্বর্ণথালে নানাবিধ পূজোপকরণ। সম্মুখে স্বর্ণকুণ্ডে রত্নময় শিবলিঙ্গ; পত্রপুষ্পে দেবদেবের অর্দ্ধাঙ্গ আচ্ছন্ন, অবশিষ্ট ভাগ দীপালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে। সঙ্গা গললগ্নীকৃতবাসে অগ্রে দেবদেবের নমস্কার করিয়া পরে দেবীকে নমস্কার করিলেন। মুদিত নয়ন উন্মীলিত হইল, নিদ্রিত হৃদয় জাগরিত হইল। বসুমতী সঙ্গার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বোন্! যথার্থ রাজপুতকুলে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলে, যথার্থ পতিব্রতাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলে, এই নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া যাহা করিবার করিয়াছ, যতদিন পৃথিবী থাকিবে, গগনে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজমান থাকিবে, ততদিন কিছুতেই তোমার এই কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে না। এক্ষণে শৈলেশ্বর-সমীপে এই প্রার্থনা করি, যেন ভগবান্ ভবানীপতি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে একটী পুত্ররত্ন প্রদান করেন।"

সঙ্গায় নয়ন জলে আবরিত হইল, কষ্টে মনোবিকার সংবরণ করিয়া বলিলেন, "দেবি! ঈশ্বর প্রতাপকে দীর্ঘজীবী করুন, তাহা হইলেই আমার পুত্র জন্য সকল কষ্ট দূর হইবে। আমার পুত্রে কাজ নাই, প্রতাপ আমার নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকিয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করুক, তাহা হইলে আপনার ন্যায় আমিও রাজার মাতা বলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে শ্লাঘা করিতে পারিব।"

দেবী। প্রতাপ জীবিত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে যে পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিবে, আমরা যে আবার রাজার মাতা হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিব, এ কথা স্বপ্নের অগোচর।

সঙ্গা। দেবি! আমরা মনে জ্ঞানেও এমন কোন অধর্ম্ম করি নাই, যাহাতে আমাদিগকে ঐ আশায় বঞ্চিত হইতে হইবে। প্রতাপ অবশ্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে, আমরাও রাজমাতা হইয়া মনের সুখে কালযাপন করিব।

দেবী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "প্রতাপ এক্ষণে কোথায়?"

সঙ্গা। আমার গৃহে।

দেবী। আজ তবে এখানে পাঠাইয়া দিও। বোধ হয়, আজ মহারাজ তোমার গৃহে যাইতে পারেন।

সঙ্গা। এরূপ কল্পনা ছিল বটে, কিন্তু শুনিলাম, মতিবিবি না কি মহারাজকে সেলাম দিয়াছেন।

দেবী। মহারাজ কি এককালে অন্ধ হইয়া উঠিলেন?

সঙ্গা। হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শেষে আর কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলেই মঙ্গল।

দেবী। পদে পদে সম্ভব। কি আশ্চর্য্য, একটা কুলটার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রাজার এককালে হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, কি মিত্র, কি শত্রু কাহারো মুখে ঘৃণাক্ষরে মতিবিবির নিন্দাবাদ শুনিলে আর উপায় থাকে না, এককালে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। শুনিলাম, প্রধান প্রধান আমীরগণও না কি রাজার উপর বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছেন।

সঙ্গা। না হইবার বিষয় কি? একে কুলটা, তায় যবনী, তার প্রাধান্য কে সহ্য করিবে? বিশেষ রাজকোষে যাহা কিছু মহার্ঘ্য বস্তু ছিল, সমুদয় মতিবিবির আগ্রহে উহার গৃহে গিয়া উঠিয়াছে। আমার বোধ হয়, উহার ভিতরেও উহার নিশ্চয় কোন দুরভিসন্ধি আছে।

দেবী। তার আর সন্দেহ নাই। নতুবা উহাতে উহার অত আগ্রহ হইবে কেন? উহার বলেতেই বিজয়ের বল, না হইলে বিজয় কি সাহসে মহারাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? আক্‌বরও যে বিনা স্বার্থে বিজয়ের জন্য অর্থ ও বল ক্ষয় করিতেছে, এরূপ বোধ হয় না। অবশ্যই ভিতরে কোনরূপ বন্দোবস্ত আছে। মতিবিবির নিকট হইতে অনেক বস্তুই বিজয় আত্মসাৎ করিয়াছে। সখি! এক কুলের অধঃপতন ও অন্য কুলের শ্রীসম্পাদন বেগবতী নদীর ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। তাহাতে নদীর ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই, বরং আপন জলকেই কলুষিত করিয়া থাকে।—ভাল, যুদ্ধস্থলে বিজয়ের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?

সঙ্গা। না, শুনিলাম, বিজয় আক্‌বরের নিকটে মহারাজের অব-

রোধবার্ত্তা বলিবার জন্য আক্‌বরের শিবিরে গিয়াছে, কই, রাত্রিমধ্যে ত আর তাহার দেখা পাই নাই। কেবল নান্নু খাঁ ও পৃথ্বীরাজকেই যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু পৃথ্বীরাজ আমার বিরুদ্ধে তাদৃশ যুদ্ধ করেন নাই, বরং কৌশলে মহারাজকে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

দেবী। আক্‌বর কি সে কথা শুনিয়াছে?

সঙ্গা। জানি না, কিন্তু পৃথ্বীরাজের কৌশল আমি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। নান্নু খাঁ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু উহার সৈন্যগণ একান্ত অপটু ছিল, আকার-প্রকার দর্শনে উহাদিগকে যেন মত্তের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

দেবী। তাহা হইলে এই জয়লাভ পরাজয়েরই কারণ হইয়াছে।

সঙ্গা। আমারও সেইরূপ বোধ হয়।

দেবী। মহারাজকে সে কথা কিছু বলিয়াছিলে?

সঙ্গা। বলিয়াছিলাম, কিন্তু বোধ হইল, মহারাজ তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই, কারণ, আমার যাহা বক্তব্য, সমুদায় শেষ হইলে তিনি ঐ বিষয়ের কোন কথা উত্থাপন না করিয়া কেবলমাত্র মতিবিবির কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ক্ষান্ত হইলাম। তাহার পর রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া অবধি সমস্ত দিনের মধ্যে কই ত আর তাঁহার দেখা পাই নাই।

দেবী। ইন্দ্রিয়সেবীর কুত্রাপি শ্রেয় নাই, বিশেষ রাজা ঐ দোষে দোষী হইলে তাঁহার রাজ্য অচিরাৎ শত্রু-হস্তে পতিত হয়। বিশেষ শত্রুও সামান্য নয়, প্রবল পরাক্রান্ত-আক্‌বর বৈরী।

সঙ্গা। উহাতেই ভয়। মহারাজের উদ্ধারবার্ত্তা শুনিলে কখনই সে নিশ্চিন্ত থাকিবে না।

দেবী। উদাসীনের অরণ্যই বাসস্থান।

সঙ্গা। মতিবিবি যাঁর উপাস্য দেবতা, তাঁর পক্ষে অরণ্যও যে সুখের হয়, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষ কোন অত্যাহিত না ঘটিলেই রক্ষা।

দেবী সজল-নয়নে বলিলেন, "বোন্, এ হতভাগিনীদের অদৃষ্টে যে বিধাতা কত দুঃখ লিখিয়াছেন, বলিতে পারি না। যাও, এক্ষণে গৃহে যাও, রাত্রিতে সাবধানে থাকিও, বোধ হয়, এই রাত্রিমধ্যেই শত্রুরা নগর আক্রমণ করিতে পারে।"

সঙ্গা। সম্ভব, প্রতাপ আমার নিকটেই থাকুক, যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ উহার কোন ভয় নাই।

দেবী। আমি সে জন্য ভাবিতেছি না, একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে যে বালক আত্মরক্ষায় সক্ষম না হইবে, তাহার জীবন-মরণ উভয়ই সমান।

সঙ্গা। শুনিলাম, মহারাজের উদ্ধারবার্ত্তা শ্রবণে আজ রাজ্যের নানা স্থানে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ হইতেছে সেই উপলক্ষে ঝালোররাওর বাটীতেও না কি একটী ভোজের আয়োজন হইয়াছে, রাজপুরীর যাবতীয় ব্যক্তি সেই স্থলে নিমন্ত্রিত, রাজ নিজে যাইতে পারিবেন না, নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য না কি প্রতাপকে যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

দেবী। যাহা হয় করিও, ও নরাধমের নাম আর আমার সম্মুখে করিও না। যাও, এক্ষণে গৃহে যাও।

সঙ্গা আপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় স্তবক।

"হা ধিক্ সা কিল তামসী ? শশিমুখী দৃষ্টা পুরা যা ময়া।"
—উদ্ভট।

আলোকময় স্তম্ভের উপরিভাগে কাহার এই সুধাধবলিত মনোহর পুরী বিকাশ পাইতেছে ? পুরী কি স্বপ্নে কল্পিতা ?—অমরাবতীর প্রতিকৃতি, না প্রকৃতই মর্ত্ত্যলোকে নব-সৃষ্টির নূতন আবির্ভাব ? যাহা নয়নে দেখি নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করি নাই, তাহা কি সহসা স্বপ্নে উদ্ভূত হইতে পারে ?—না সূক্ষ্ম দর্শনের বিষয়ীভূত হয় ? পুরীর একভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্য ভাগ যখন জ্ঞানের বিষয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তখন উহার নির্ম্মাণপরিপাটী কিরূপে স্বপ্নময়ী কল্পনাতে বিরচিত হইবে ? নয়ন মুদিত করি, শূন্যবৎ জড়পিণ্ড মাত্র ! নয়ন উন্মীলন করি, সেই পুরী একবার—বারংবার যাহা দেখিয়াও তৃপ্তি বোধ হয় না ; সেই পুরী অগ্রে পরিদৃশ্যমান,—এই বিজন কাননে স্বচ্ছ সরসীর বিমল বক্ষে কাহার এই বিচিত্র অট্টালিকা বিকাশ পাইতেছে ?———

প্রশ্নের উত্তর নয় ?—

———মৃদঙ্গ-ধ্বনি !—বেণু,—বীণা-লয়-মিলিত মুরজ-ধ্বনি ! সঙ্গে বামা-স্বর !—তান-লয়-পরিশুদ্ধ বামার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতস্বর ! এই বিজন কাননে এই পুরীমধ্যে কাহারা এই সুস্বর স্বর-লহরী বিকীরণ করিয়া হৃদয়-মন বিমোহিত করিতেছে ?—

ষোড়শী কান্তি !—পূর্ণ-যৌবনে বিকসিতা ষোড়শী-কান্তি !—লোকে জন্ম জন্ম তরুণ-বয়সে যে সকল পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা-

রই পরিণাম! বিধাতার সঞ্চিত ধন!—যতনে নির্জ্জনে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন! ষোড়শী পূর্ণকান্তি!—করে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, বাজিতেছে, কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া বাজিতেছে। আঃ—আজি যাহা শুনিবার শুনিলাম, যাহা দেখিবার দেখিলাম! জগতে আর কি আছে যে, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তাহা দেখিব?

সম্মুখে?—রত্নাসন! দেখিবার বটে, সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত বিচিত্র রত্নাসন! উপরে?—

কান্তিপুঞ্জ!—

মানবাকার!—

নারীমূর্ত্তি!—

মণিময় সিংহাসনে রতনে জড়িত নারীমূর্ত্তি! কাহার এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ললনা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভাসিত হইতেছেন? লক্ষীর মূর্ত্তি কল্পনাময়, রতির মূর্ত্তিও কল্পনায় গঠিত। কিন্তু আমি যাহা দেখিতেছি, ইহা কল্পনার নয়, প্রকৃতই সৃষ্ট পদার্থ—রমণীমূর্ত্তি! কল্পনার নয়, রমণীর মূর্ত্তি! নয়নে ভাসিতেছে, জ্ঞান উপলব্ধি হইতেছে না। কি সুন্দর! বিধাতারই সৃষ্টি! লাবণ্য-জলে সিঞ্চিত কল্পনালতার একমাত্র বিকশিত কুসুম! বিধাতার নির্ম্মাণচতুরতার উপমাস্থল, উপ-মেয় স্থল!—হায়, আজি কি দেখিলাম!—

সুন্দরি! তুমি কে? সত্যই কি মর্ত্ত্যকাননের প্রফুল্ল কল্পলতিকা, না ইন্দ্রাণীর ঈর্ষাজনিত শাপে স্বর্গভ্রষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা? সুন্দরি! বল, সত্য পরিচয় দেও, তুমি কে? কি জন্য এই তুচ্ছ মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হইয়াছ? কেনই বা কতিপয় সঙ্গিনীমাত্র সঙ্গে এই বিজন কাননে আসিয়া বাস করিতেছ? জগতে কি এমন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ বিদ্যমান আছেন, যাঁহার অঙ্কে এই চপলাকান্তি বিকাশ পাইতে

পারে?—যদি থাকেন, তাঁহারও পরিচয় দেও. শুনি, মর্ত্ত্যলোকে কে এমন সার্থক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, যাঁহার করে এই অঙ্গও সমর্পিত হইয়াছে?—

লজ্জামুকুলিত উর্ব্বশীর করকলিত বীণাযন্ত্রে উত্তর হইল,

"মতিবিবি, উদয়সিংহের উপভোগ্যা দাসী।"

কি, এই সৌন্দর্য্যের সেই আচরণ!—জানিলাম, জগতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বস্তুর অভাব কখনই ঘুচিবে না!

গৃহপার্শ্বে পদধ্বনি হইল, মতিবিবি উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কবাটও রুদ্ধ হইল।

গৃহমধ্যে বিজয়সিংহ, মতিবিবি সাদরে বিজয়ের কর-ধারণ পূর্ব্বক আপন পর্য্যাঙ্কে বসাইয়া বলিলেন,

"বিজয়! কি করিয়া এমন সময়ও এই নগরে প্রবেশ করিলে?"

"দূতের বেশে।"

"কেহ চিনিতে পারে নাই?

"সে বেশ পরিধান করিলে তুমিও চিনিতে পারিতে না, তা অন্যে কিরূপে চিনিবে?"

মতিবিবি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,"কপটীর কাপট্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর।"

বিজয়। বলিয়া দিতে হয় না, শিষ্য উপযুক্ত হইলে আপনা হইতে গুরুর পথের অনুগামী হইয়া থাকে।

মতিবিবি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ভাল, আমি যে পত্রখানি দিয়াছিলাম, তাহা ত সেই শিষ্যের হস্তেই পড়িয়াছিল?"

বিজয়। হাঁ, এককালে আমার হস্তেই পড়িয়াছিল, কার্য্যেও সেইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু অনবধানতা-দোষে সমুদায় বিফল হইয়াছে।

মতি। কেন?

বিজয়। পূর্ব্বে জানিতাম না, অবশেষে গোপনে আক্‌বরের যেরূপ গুপ্ত চরিত্রের কথা শুনিলাম, তাহাতে তোমার এ স্থানে থাকা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। বিশেষ নান্নু খাঁ যখন আক্‌বরের সহিত একত্র রহিয়াছে, তখন এ স্থানে থাকিলে কখনই আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। তোমায় রাখিতে গেলে যে কারণে রাজার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, পরেও ত সেই কারণই থাকিবে।

মতি। তবে এক্ষণে উপায়?

বিজয়। সেই জন্যই আসিয়াছি। এই রাত্রিতেই মহারাজের সহিত তোমাকে পলায়ন করিতে হইবে।

মতিবিবির বদন বিষণ্ণ হইল, বলিলেন, "কেন?"

বিজয়। মতি! আর কি দেখিতেছ!—এতদিনের পর আশা পূর্ণ হইল! আজ রাত্রিশেষে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী ভগবতী কাত্যায়নী শ্মশানকালীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেন। এই রাত্রিমধ্যেই নগরী প্রেত-ভূমি হইবে, এই আনন্দও প্রাতে হাহারবে পরিণত হইবে। আমি তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। রাত্রিতে নিদ্রা যাইও না, গোলযোগ শুনিবামাত্র মহারাজের সহিত পলায়ন করিও। পরে যেরূপ হয় করিব, আমার কথায় তাচ্ছিল্য করিও না। আক্‌বর দলবল-সমেত দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া বসিয়া আছেন। ভগবান্ ভবানী-পতি ত্রিশূল-করে স্বয়ং সাক্ষাৎ হইলেও আজ নিস্তার নাই। যেরূপ ষড়্-যন্ত্র হইয়াছে, তাহাতে বিনা ক্লেশে যবনগণ নগরে প্রবেশ করিবে।

মতিবিবির ম্লান বদন আরও ম্লান হইল, করুণবচনে বলিলেন, "কোথায় পলায়ন করিব?"

বিজয়। মহারাজ যখন তোমার সঙ্গে থাকিবেন, তখন তোমার সে

বিষয়ে চিন্তা কি ? প্রাণসত্ত্বে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবেন না। মহারাজ আজ এখানে আসিবেন ?

"হাঁ।"

বিজয়। তবে আমি চলিলাম, কুলপালিকার গৃহেও একবার যাওয়া আবশ্যক, কুলপালিকা পরিণীতা পত্নী বটে, আমি সত্ত্বে সে যবনের হস্তগত হইলে আমারই বিশেষ অপমান। আর অধিক বিলম্ব করিব না, এক্ষণে চলিলাম, কিন্তু সাবধান !

মতি। ওমরাও যে ঝালোররাওর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছে।

বিজয়। "তাহার রক্ষায় আমি ও ঝালোররাও উভয়েই রহিলাম, সেজন্য চিন্তা নাই। কিন্তু তুমি যেন আত্ম-সাবধানে তাচ্ছিল্য করিও না। আমি চলিলাম, বাদ্য-গীত বন্ধ করিয়া দেও, পলায়নের চেষ্টা দেখ। সাবধান, এ কথা যেন চন্দ্র-সূর্য্যও জানিতে না পারেন।" বিজয় সত্বরপদে বাটী হইতে বহির্গত হইলেণ।

তৃতীয় স্তবক।

—*—

"জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ।
প্রহরতি বিধির্ম্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

————উত্তরচরিতম্।

যতই সময় অতীত হইতেছে, ততই নিশার বদন মলিন হইয়া আসিতেছে। এক এক করিয়া চারি দণ্ড—এক প্রহর পর্য্যন্ত অতীত

হইতে চলিল, তথাপি পতির দেখা নাই। নিশা কৃষ্ণ-বসনে অঙ্গ আবরণ করিয়া প্রতিক্ষণেই পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দণ্ডে প্রহর ভাণ, শিশিরে অনল জ্ঞান হইতেছে;—মানে মৌনা, নয়ন জলে আবরিত। দেখা হইলেও আর দেখা করিবেন না,—সাধিলেও আর কথা কহিবেন না।—মুখের প্রতিজ্ঞা, মুখেই করিলেন; কিন্তু হৃদয় আসার আশায় এখনো আশ্বস্ত। ধীরে ধীরে পতির পথপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। "কই না"—তবে এই প্রতিজ্ঞাই স্থির। পুনরায় দেখিলেন, হৃদয় সহসা আহত হইল, "এমন অসময়ে পূর্ব্বাবধূর বদন প্রফুল্ল হইবার কারণ কি? বিনা মিলনে বিরহিণী কামিনীর বদন কখনই প্রফুল্ল হইতে পারে না।" অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন,—বদনও আরক্ত হইয়া উঠিল। "আমি যাহার আসার আশায় আশ্বস্ত, তাহারই এই আচরণ!—পরকামিনীর পাদলগ্ন!—হৃদয়গত!" ক্ষোভে নিশার সর্ব্ব-শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল ও নয়ন হইতে অল্প অল্প জলবিন্দু গলিত হইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রমার লজ্জা নাই, কলঙ্কী দিবা হাসিতে হাসিতে নিশার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কুলপালিকার দুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে, অবনত-বদনে কতই ভাবনা ভাবিতেছেন, মানিনী,—মানে মৌনা, কিছুতেই আর এ মানের ভঙ্গ নাই, যাহার উপর মান, তাহার ভঙ্গেই মানের ভঙ্গ, অথচ ছার জীবন এ পাষাণ-কায়া ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। কি সাধে যে এ দুঃখিনীর দেহে বাসে অভিলাষ, তাহা পাপ বিধাতাই বলিতে পারেন। কুলপালিকা এতদিনে এ দেহের অবসানে দুঃখের অবসান করিতেন, কিন্তু সন্তানটী দুগ্ধপোষ্য, উঠিবার শক্তি নাই, আহার আহরণ করিয়া খাইবারও ক্ষমতা জন্মে নাই। মায়ের প্রাণ জানিয়া শুনিয়া কিরূপে উহাকে কালের কোলে সমর্পণ করিবে? তায় বয়সের সন্তান,—মায়ার

করণ্ড। কুলপালিকা সব দুঃখ সহিতে পারেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও পুত্রটীর অমঙ্গল ভাবনা ভাবিতে পারেন না।

অভাগিনী সেই শিশু সন্তানটীকে কোলে লইয়া তাহাকে স্তনদান করিতেছেন ও একদৃষ্টে বৎসের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। অবোধ বালক, কিছুই জানে না, মায়ের কোলে শয়ন করিয়া কখনও হাসিতেছে,—কখনও কাঁদিতেছে, কখনও বা অস্ফুট-স্বরে বাকা উচ্চারণ করিতেছে। হস্তপদ চঞ্চল,—নয়ন দীপশিখার প্রতিই নিহিত। কুলপালিকা যতই সতৃষ্ণে পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততই দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছে,—পতির আচরণের কথা মনে উঠিতেছে,—কুলমহিলাগণের লাঞ্চনা-বাক্য স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে ও বিষাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কোথায় আজ নবজাত কুমারকে লইয়া স্বামীর সহিত এক শয্যায় একত্রে বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবেন, প্রফুল্লমনে পুত্রের মুখকমল দর্শনে নয়ন-মন চরিতার্থ করিবেন, না হইয়া একাকিনী বিজনগৃহে বসিয়া রজনীর চারি প্রহর চক্ষুর উপর দিয়া কাটাইতেছেন, শয্যা ভূমিতল, সঙ্গিনী পরিচারিকা মাত্র; অভাগিনীকে আপন বলিয়া ভাবে, জগতে আর এমন কেহই নাই। পতি সত্বে পতিসুখে বঞ্চিতা, আছেন কি মরিয়াছেন, পিতা-মাতা একবার তত্বও লন না,—দেখিবামাত্র অন্যান্য সকলেই ইঙ্গিতে নানা কথা বলিতে থাকে, স্নেহের সহিত কথাটীও কহে না, 'কেমন আছ,' বলিয়া একবার জিজ্ঞাসাও করে না। আহারে সুখ নাই, শয়নে স্বস্তি নাই, সর্ব্বদাই অন্যমন, ভাবনায় লাবণ্য তিরোহিত হইতেছে, অনাহারে শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। সংস্কার বশতঃ প্রতিক্ষণেই মুখে মৃত্যু-কামনা,—আবার পুত্রের বদন দর্শনে অন্তরে বাঁচিতেও বাসনা; অথচ এ দারুণ যাতনাও আর সহ্য হয় না। যদি এই শত্রু আসিয়া উদরে না জন্মিত,

তাহা হইলে এতদিনে তাঁহার দুঃখের লেশমাত্রও থাকিত না। পতি প্রাণার পতিই সর্ব্বস্ব, পতিই জীবন, সেই পতিই যখন পর ভাবিলেন দিনান্তে—মাসান্তেও একবার দেখা করেন না, তখন আর জীবনে প্রয়োজন কি? কুলপালিকা বিজয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছেন, সমস্ত দিন অনাহারে রোদন করিয়াছেন, তথাপি বিজয় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই তিনি এক মতিবিবির মোহেই মুগ্ধ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন যার পর নাই সহোদর ভ্রাতাকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আবার যে কি সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু লোকে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, শুনিলেও বিশ্বাস করিত না, বিজয়ের প্রণয়িনী জ্ঞানে কুলপালিকাকেই যার পর নাই ঘৃণা করিত। যাহারা জানিত, তাহারাও প্রকাশভয়ে সাধারণের মতের প্রতিবাদ করিতে পারিত না। কুলপালিকার যাতনার আর পরি-শেষ নাই,—তিনি সতত আপন গৃহে বসিয়াই দিবা-রাত্রির উদয়-অস্ত প্রত্যক্ষ করেন। নয়নে নিদ্রা নাই,—হইলেও উহা কেবল স্বপ্নকল্পিত ভয়ানক চিন্তারই আধার। কখনও স্বামী বধ্যবেশে অসিহস্ত ঘাতুকের করে সমর্পিত হইতেছেন, কখনও সন্তান মুমূর্ষু-প্রায়, কখনও বা আপনি উন্মত্ত, জনশূন্য বনপূর্ণ রথ্যায় একাকিনী ভ্রমণ করিতেছেন। বিষাদে নিদ্রাভঙ্গ হয়, স্ত্রীস্বভাবসুলভ বিশ্বাসে স্বপ্নের সত্যতা অনুমিত হয় ও ভাবী অবস্থার বিষয় অনুমান করিয়া অন্তর যার পর নাই বিষাদে দগ্ধ হইতে থাকে। কুলপালিকার যে কি কষ্ট, কুলপালিকাই জানেন, অন্যে তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে?

অন্ধকারও রাত্রি প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কুলপালিকা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সেই অবস্থায়—সেই স্থলেই আসীন রহিয়াছেন, পুত্রটী খেলিতে খেলিতে মাতার ক্রোড়েই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

দীপশিখা স্থির, সম্মুখে আহার প্রস্তুত, পরিচারিকা পার্শ্বগৃহে নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে।—

সহসা পদধ্বনি হইল।

সঙ্গে সঙ্গেই গৃহমধ্যে একজন মনুষ্য আসিয়া উপস্থিত। কুলপালিকা চমকিত হইয়া উঠিলেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, এক প্রকার বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শব্দে পরিচারিকার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সত্বরপদে গৃহে আসিয়া দেখে,—গৃহে বিজয় দণ্ডায়মান।

পরি। কে ও যুবরাজ ?———

আর বাঙ্ নিষ্পত্তি হইল না, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল।

বিজয়। তুমি নীরবে রোদন করিতে লাগিলে, তোমার দেবীও কথা কহিতেছেন না, কারণ কি ?

পরিচারিকা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু বাষ্পজলে কণ্ঠরোধ হওয়াতে কিছুমাত্র বলিতে পারিল না।

বিজয়। কুলপালিকে ! — কুলপালিকে !——এ কি ? পরিচারিকে ! দেখ দেখি, তোমার দেবী বুঝি নিদ্রা গিয়াছেন ?

পরি। দেবি !—দেবি !—না যুবরাজ, নিদ্রা নয়। অবশ অঙ্গ গৃহকোণে অবলম্বিত রহিয়াছে। কই ?—নিশ্বাসও পড়িতেছে না ! এ কি হইল ! যুবরাজ ! কেন আমার দেবী এমন হইলেন ?

বিজয়। "কেন, এই যে নিশ্বাস পড়িতেছে। নিদ্রাই যাইতেছেন। তুমি উহাঁকে জাগাইয়া আহারাদি করাও, আমি চলিলাম।" বিজয় পরিচারিকার রোদনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সত্বরপদে পুরী হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক ঝালোররাওর বাটীর অভিমুখে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"ছগ্ গুণসংজোঅদিঢ়া উবাঅপরিপাড়ীঘড়িদপাসমুখী।
চাণক্কণীতিরজ্জু রিউসংজমণঋজুআ জঅদি॥"

——মুদ্রারাক্ষসম্।

ঝালোররাও মহারাজ উদয়সিংহের প্রধানা মহিষী দেবী বসুমতীর ভ্রাতা, মাড়োয়ার দেশের একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর। আক্‌বরের জায়গীরদার নাম্ খাঁ বলপূর্ব্বক উহাঁর রাজত্ব অপহরণ করাতে উদয়-সিংহ নাম্ খাঁকে তাঁহার নিজ অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন ও প্রিয়তমা মতিবিবির সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া মতিবিবিকে নামত আপনার দাসী করিয়া আপন রাজ্যে আনয়ন করেন। মতিবিবি ক্ষত্রিয়-কন্যা; মাড়োয়ারের অন্তঃপাতী জনমানবহীন কোন ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে এক ক্ষত্রিয়যুবা নিজ প্রেয়সীর সহিত নিরন্তর আমোদে কালযাপন করিতেন। কেন যে ঐ ক্ষত্রিয়দম্পতি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া ঐরূপ বিজন স্থলে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার কোন বিশেষ কারণ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, মতিই ঐ যুবক-দম্পতির প্রণয়-কুসুমের একমাত্র ফল। যখন মতির অনুমান দশবৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় নাম্ খাঁ এক দিবস মৃগয়া-প্রসঙ্গে সেই স্থলে গমন করেন ও ঐ

ক্ষত্রিয়-পত্নীর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া উহাঁর প্রতি গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হন। ক্ষত্রিয়যুবা ঐ দুর্বৃত্ত যবনের হস্ত হইতে নিজপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন. অবশেষে ঐ পাষণ্ডের হস্তে নিজ প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দেন; ক্ষত্রিয়পত্নী স্বচক্ষে দেখিয়া অধীরচিত্তে আত্মহত্যায় জীবন পরিত্যাগ করেন। দুর্ব্বৃত্ত নাসু খাঁ ঐ পাপ আশায় নিরাশ হইয়া অবশেষে কেবলমাত্র মতিকে লইয়াই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং মতি বয়স্থা হইলে উহাকে আপন পত্নীরূপে অঙ্গীকার করেন।

যুবতীর বৃদ্ধপতি, রূপবতীর কুরূপ স্বামী ও নবীনার উন্মাদ পতি চক্ষের শূলস্বরূপ হইয়া থাকে, বিশেষ মতিবিবি আপন পিতামাতার প্রতি নাসু খাঁর আচরণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই, উনি এক দণ্ডের জন্যও নাসু খাঁর সহবাস বাসনা করিতেন না; সর্ব্বদাই বিজনে সময়-যাপন করিতেন, মনে মনে মনোমত পুরুষ কল্পনা করিতেন ও মনে মনে তাহার করেই আত্মসমর্পণ করিয়া চিত্তকে প্রফুল্লিত রাখিতেন; সখীগণের মুখে উপন্যাস-শ্রবণ, চিত্র-দর্শন ও মনোমত পুস্তক-পাঠেই যার পর নাই আমোদ পাইতেন; স্বামীর নাম-শ্রবণেও তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইত ও প্রফুল্ল নয়ন জলে ভাসিতে থাকিত। নাসু খাঁ বৃদ্ধ—যুবতীপতি, এই জন্য পত্নীর প্রতি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত থাকিতেন এবং যবনদিগের অবরোধগৃহ কারাগার হইতেও ভয়ঙ্কর, মতিবিবির বয়সও তাদৃশ অধিক হয় নাই; এই সকল কারণেই মতিবিবি তদবধি পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইতে পান নাই; কিন্তু যখন উদয়সিংহ নাসু খাঁকে পরাস্ত করিয়া মতিবিবিকে আপনার প্রণয়িনী করিতে চাহেন, তখন উদয়সিংহের পূর্ণযৌবন ও উহাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া সহজেই মতি উহাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন ও পঞ্চ-

দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজার সহিত চিতোরে আগমন কারন। আসিবার অব্যবহিত পরেই মতিবিবির গর্ভসঞ্চার হয় ও প্রতাপের এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে মতিবিবির গর্ভে ওমরাওয়ের জন্ম হয়। ওমরাও ও প্রতাপ দুই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আকৃতিতে উভয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল বলিয়াই, নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রাজারই ঔরসজাত বোধ করিয়া ওমারাওয়ের প্রতি তাদৃশ ঘৃণা করিতেন না। প্রতাপ ও ওমরাও সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন এবং বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা ও অশ্বশিক্ষা উভয়ে একত্রই করিতেন। ওমরাও যবনীর গর্ভজাত বলিয়া প্রতাপ এক দিনের জন্যও ভ্রাতার প্রতি তাচ্ছিল্য বা অশ্রদ্ধা করিতেন না, বরং ওমরাও রাজার প্রিয়পাত্র ও রাজা উঁহার মাতাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন বলিয়া যার পর নাই গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতাপকে একদিনের জন্যও মান্য করিতেন না; আভিজাত্যবিষয়ে প্রতাপ উঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া প্রতাপের প্রতি উঁহার সাতিশয় বিদ্বেষ ছিল এবং প্রতাপ বয়োনুরূপ বলবিক্রম ও বুদ্ধিকৌশলে রাজ্যস্থ অপরাপর সমবয়স্ক হইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াও ওমরাওয়ের ঈর্ষার আর সীমা ছিল না। ওমরাও ভয়ঙ্কর গর্ব্বিত ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। অত অল্পবয়সেও সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান ও কটুকাটব্য বলিতেন। কেহ কোন কথা বলিলে তাহার আর নিস্তার থাকিত না।

রাজা সমুদায় শুনিতেন, কিন্তু মতিবিবির ভয়ে একদিনের জন্যও উহাতে কিছুমাত্র বলিতে পারিতেন না; অধিক কি, উনি মতিবিবির অনুরোধে প্রতাপ সত্ত্বেও ঐ পুত্রকেই রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ঝালোররাওর পত্নীর সহিত দেবী বসুমতীর তাদৃশ আন্তরিক প্রণয় ছিল না, সেই জন্য মতিবিবির সহিতই ঝালোররাওর

পত্নীর সাতিশয় সৌহার্দ্দ সঞ্জাত হয়। ঐ সুযোগ বশতঃ মতিবিবির অন্তরের কথা সকল ঝালোররাওর নিকট কিছুই অপ্রকাশ থাকিত না। বিশেষ মতিবিবি ঝালোররাওর ভাবভঙ্গী দেখিয়া উঁহাকে আপনার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষীর ন্যায় মনে করিতেন; এই জন্য যখন যে বিপদাপদ্ উপস্থিত হইত, মতিবিবি অকপটচিত্তে তখনি তাহা ঝালোরের পত্নী দ্বারা ঝালোরের কর্ণগোচর করিতেন। ঝালোরও বিপদে দুঃখ প্রকাশ, সম্পদে হর্ষ প্রকাশ দ্বারা মতির চিত্ত সাতিশয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বসুমতী আপন ভ্রাতার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না, শুদ্ধ ভ্রাতৃজায়ার আচরণেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক পরিচারিকা দিয়া ঝালোররাওর নিকট এই কথা বলিয়া পাঠান যে, "ভাই, ক্ষুব্ধ হইও না, অতি ক্ষোভেই আমার মুখ দিয়া এই সকল কথা বাহির হইতেছে। তুমি ভাই, আমি ভগ্নী, উভয়েই এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছি, একত্র আহার, একত্র খেলা করিয়াছি। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার চক্ষে জল আসিয়াছে, আমার কান্না দেখিলে তুমিও কাঁদিয়াছ। কিন্তু ভাই, আজ আমাদের সেই চিরদিনের প্রণয় কোথায় রহিল? বয়স হইলে কোথায় বাড়িবে, না হইয়া কপাল-গুণে কি তাহার বিপরীত ফল ফলিল? ভাই, বল দেখি, কি জন্য এই হতভাগিনীর অহরহ নয়নজলে বক্ষ ভাসিতেছে? কেনই বা আজ রাজরাণী হইয়া পথের কাঙালিনী হইলাম?—যাক, সে দোষ আমি তোমাকে দিতে চাহি না, যখন অভাগীর কপালে বিধাতা বিগুণ হইয়াছেন, তখন তুমি কি করিবে? কিন্তু ভাই, তোমার পত্নীর এরূপ আচরণে অনুমোদন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে; মতিবিবি যবনী, তোমারই শত্রুপত্নী; আমাদের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহার সহিত তোমার পত্নীর এরূপ আমোদ-প্রমোদ করা কি উচিত হয়? অধিক আর কি বলিব, এক্ষণে মরণ

হইলেই সমুদায় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হই। [illegible] কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্ষুভিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর ক্ষোভ করিয়া কি করিবেন? মূল ছিন্ন হইয়াছে, মস্তকে জল-সিঞ্চন করিলে কি আর সে বৃক্ষ জীবিত হয়? পরে যে এমন ঘটিবে, ঝালোর-রাও একবারের জন্য স্বপ্নেও এরূপ কল্পনা করেন নাই, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তিনি নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন বা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিতেন, কদাচই ভগ্নীর নিশ্বাসের পাত্র হইতেন না; কিন্তু এক্ষণে শুদ্ধ এক স্ত্রীলোকের কথায় ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া অবলম্বিত উপায় পরিত্যাগ করা নিতান্ত কাপুরুষতার কর্ম্ম, স্থির করিয়া নিজ পত্নীকে মতিবিবির সহিত অপ্রণয় করিতে বলেন নাই, বসুমতী সে জন্য ভ্রাতার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এ কথা উঁহার পত্নীর মুখে মতিবিবি প্রতিনিয়তই শুনিতেন এবং বিজয়ের সহিত মতির যে গোপনে প্রণয়-সঞ্চার হয়, ঝালোররাও তাহা জানিতে পারিয়াও বিশেষ আমোদ ভিন্ন কখনও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন নাই। এই সকল কারণে ঝালোর-রাওর প্রতি মতিবিবি ও বিজয়ের ভক্তির আর পরিসীমা ছিল না।

কিন্তু ঝালোররাওর কৌশল স্বতন্ত্র ছিল। মতিবিবি চিতোরের যাবতীয় মহামূল্য বস্তু কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেগুলি পুনরায় আপন হস্তে আনয়ন এবং পরিশেষে উহার উপর রাজার বিরক্তি উৎপাদন ও উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করাই ঐ কৌশলের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাও যে সহজে হইবে, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না,—কারণ, যাহার একদণ্ড অদর্শনে রাজা এককালে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিতেন, বিনা বিরাগে তাহার চির-অদর্শনে যে তিনি জীবিত থাকিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। অথচ এদিকে আবার শুদ্ধ ঐ এক

পাপীয়সীর কুহকে পড়িয়া তাঁহার কিছুতেই অসাধ্য বোধ ছিল না। নিন্দা আভরণ, নীচপথে পদার্পণ, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্য কার্য্যে কার্য্যজ্ঞানই হইত না। রাজ্য যে এরূপ বিকল রাজার আয়ত্তে থাকিয়া সুন্দররূপে রক্ষিত হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। তায় রাজকোষ অর্থশূন্য, প্রজাগণও রাজার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত। এদিকে দুর্দ্দান্ত যবনগণ পদে পদে ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে।

বল পূর্ব্বক মতিবিবিকে রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র করিতে গেলে, রাজার প্রাণহানি নাই হউক, কিন্তু নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার আর কোন মতেই ঘটিবে না, তায় বিজয় পৃষ্ঠপর ;—আজকাল উঁহাদের নূতন প্রেম, নূতন অনুরাগ,—মতির আশ্বাসে বিজয়ের অন্তরেও নব আশার সঞ্চার। বিজয় এক্ষণে তাদৃশ নিরাশ্রয়ও নহেন; মতির সহিত যে উঁহার গোপনে প্রণয়সঞ্চার হয়, তাহা বাহিরে প্রকাশ ছিল না, এই কারণে লোকে রাজার বিরুদ্ধে বরং বিজয়ের প্রতিই আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

বিনাশে স্ত্রীবধের পাতক, অবলম্বিত আশাতেও নিরাশ্বাস। বিশেষ স্ত্রীবধ,—করা দূরে থাকুক, এ কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইলেও তিনি চমকিত হইয়া উঠিতেন।

কিসে যে কি হইবে, ঝালোররাও নিয়তই নিবিষ্টমনে তাহার উপায় কল্পনা করিতেন।

কনিষ্ঠ হইয়া জ্যেষ্ঠের উপভোগ্য বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা বিজয়ের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রণয়পরতন্ত্র চিত্তে যদি কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান সঞ্জাত হইতে পারিত, তাহা হইলে কখনই রাজার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। যাহা হউক, মতিবিবির উপর রাজার বিরাগ উৎপাদন করা ঝালোররাওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই উনি

উহাতে কথাটীও কহেন নাই ; বরং বিজয়ের সহিত মতির প্রণয় বদ্ধমূল করিবার জন্য ঝালোর উভয়কেই ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন।

এক পক্ষ অবলম্বন করা কি ঝালোররাওর পক্ষে গর্হিত কার্য্য হয় নাই ? হইয়াছিল ; কিন্তু ঝালোর ভাবিয়াছিলেন, ছিদ্রান্বেষী যবন-হস্তে সমুদায় সূর্য্যবংশ নির্ম্মূল হওয়াপেক্ষা পক্ষমাত্র অবলম্বন করা ততদূর অযুক্ত কার্য্য নহে। চৈৎসিং নামক তাঁহার ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "পরে বিজয়কে সহজেই উহাকে ক্ষান্ত করিতে পারা যাইবে, কিন্তু এক্ষণে রাজাকে উহার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার উহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।" বোধ হয়, ইহা ভিন্ন ঝালোররাওর অন্তরে আরও কিছু অপ্রকাশ্য কারণও ছিল, না হইলে তিনি একজন তেজস্বী ক্ষত্রিয় হইয়া কেন এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে অনুমোদন করিবেন ? ঝালোররাও ভগ্নীর রোদন ও আপন তেজে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক মতিবিবির সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব সংস্থাপন করেন ও কল্পিত প্রশংসাদি দ্বারা মতিবিবিকে সাতিশয় গর্ব্বিত করিয়া তুলেন।

বিজয়ের প্রতি মতিবিবির যে প্রণয় সঞ্জাত হয়, রাজা তাহা শুনিয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন উহাতে বিশ্বাস করিতে চায় নাই। আত্মীয়-স্বজনগণ রাজাকে এই ঘৃণিত ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে সময়ে সময়ে উঁহাকে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাতে কেবল বন্ধুবিচ্ছেদ ভিন্ন ফলে আর কিছুই ঘটিত না। ঝালোররাও উঁহাকে ঐ কুৎসিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য প্রকাশ্যে কোন কথা উত্থাপন করেন নাই বলিয়া উঁহার সহিতই শুদ্ধ রাজার সদ্ভাব ছিল। নতুবা অন্যান্য সকলের সহিতই উঁহার চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হয়।

দ্বিতীয় স্তবক।

"চিন্তাবেশসমাকুলেন মনসা রাত্রিন্দিবং জাগ্রতঃ।
সৈবেয়ং মম চিত্রকর্ম্মরচনা ভিত্তিং বিনা বর্ত্ততে॥"

—— মুদ্রারাক্ষসম্।

উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নাস্ন খাঁ পরাজিত হইবার পর ঝালোররাও পুনরায় আপন সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, কিন্তু নাস্ন খাঁ গোপনে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় উহাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এইরূপ উভয়েরই জয়-পরাজয়ে প্রায় চারি বৎসর কাল অতিবাহিত হয়। পরিশেষে ঝালোররাও নিজরাজ্য প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু উদয়সিংহের আগ্রহে ও নিরন্তর যবনদিগের অত্যাচারভয়ে সপরিবারে চিতোরে আসিয়া বাস করেন। শেষ-পরাজয়ের পর নাস্ন খাঁ এককালে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আকবরের শরণ গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম পরাজয়ের পর নাস্ন খাঁর আকবরের শরণ গ্রহণ না করিবার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, নাস্ন খাঁ আকবর-দত্ত জায়গীর ভোগ করিতেন বটে, কিন্তু যবন-রাজ্যে উহাঁর ন্যায় অত্যাচারী তৎকালে আর কেহই ছিল না; সর্ব্বদাই পরের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন, বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী-হরণ ও নিরীহ নির্ব্বিরোধী প্রজার গৃহ-দাহন প্রভৃতি দ্বারা উনি একমাত্র লোকের কষ্টপ্রদ হইয়া উঠেন। আকবর লোকপরম্পরায় তাহা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু বিশিষ্ট প্রমাণ না পাওয়াতে ও নাস্ন খাঁর সহিত বিশেষ একটী সম্পর্ক থাকাতে আকবর স্পষ্টতঃ উহাঁকে কিছু বলিতে পারিতেন না, অথচ মনে মনে উহাঁর উপর এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রথম উদয়সিংহ কর্ত্তৃক নাস্ন খাঁর পরা-

জয়-বার্ত্তা শুনিয়া আক্‌বর উদয়সিংহকে খেলোয়াত অবধি প্রদান করেন। নায়ু খাঁ তাহা জানিতে পারিয়া প্রথমতঃ আক্‌বরের শরণ গ্রহণ করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু অবশেষে এককালে নিরুপায় হইয়া সজল-নয়নে আক্‌বরের পদ-ধারণ করিয়া উদয়সিংহ কর্ত্তৃক আপন পত্নী-হরণ প্রভৃতি অত্যাচারের বিষয় কীর্ত্তন করেন। তাহা শুনিয়া আক্‌বরের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয় এবং উহাঁর রাজ্য ও পত্নী উহাঁকে প্রতিপ্রদান করিবার জন্য উদয়সিংহকে পত্র লিখেন। উদয়সিংহ আপন মন্ত্রিবর্গ ও ঝালোররাওর কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হন। আক্‌-বরের দূত দেশে প্রত্যাগমন করিলে আক্‌বর উহার মুখে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এককালে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন এবং যেরূপে হউক, উদয়সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার সংকল্প করেন। উদয়সিংহও একজন সামান্য নরপতি ছিলেন না, সহজে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা নিতান্ত কঠিন। আক্‌বর কয় বৎসর ধরিয়া ঐ বিষয়ে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অব-শেষে মাড়োয়ারের অধিপতি মল্লদেবের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া নায়ু খাঁ ও পৃথ্বীরাজকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতিপদে অভিষেক পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন।

মল্লদেব মাড়োয়ারের অন্তর্গত যোধপুরের অধীশ্বর, উদয়সিংহের পরম বন্ধু। শুদ্ধ যে মাড়োয়ারের ভূপতির সহিতই রাজা উদয়সিংহের বন্ধুত্ব ছিল, এমন নহে, চিতোর, মাড়োয়ার ও জয়পুর এই তিন দেশের ভূপতিগণ প্রায়ই পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাবে কালযাপন করিতেন। এই কয় রাজবংশের মধ্যেই পরস্পর কন্যা-পুত্রের বিবাহাদিও হইত। ইহার মধ্যে চিতোরের অধিপতি মহারাজ উদয়সিংহের বংশ সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। চিতোরের রাজকন্যাগণ সমুদয়

সপত্নীবর্গের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইতেন এবং চিতোরের রাজবধূরাও আপন পিতৃগৃহে গমন করিলে পিতৃকুলে সবিশেষ সম্মানের সহিত ব্যবহৃত হইতেন। মাড়োয়ারে সর্ব্বসমেত চারিটী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্মধ্যে ঝালোররাও যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাই মাড়োয়ারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বংশ। অন্যান্য বংশ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; নিতান্ত অভাব বা সম্পর্কজনিত কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই চিতোরের পুত্র-কন্যাগণ বিশেষ মর্যাদার সহিত অন্যান্য গৃহেও বিবাহ করিতে পারিতেন, তাহাতে ইহাঁদের কোন মানের হানি হইত না, বরং যে রাজার গৃহে ইহাঁরা বিবাহ করিতেন, সেই রাজারই বিশেষ সম্মানবৃদ্ধি হইত। এই জন্য অন্যান্য রাজবংশের আগ্রহে চিতোররাজের কি পুত্র কি কন্যা কেহই দ্বাদশ বর্ষ বয়সের অধিক অবিবাহিতাবস্থায় থাকিতে পারিতেন না।

যে সময় এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, সেই সময় মল্লদেব, যোধানাম্নী আপনার একটী নবমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ জন্য স্বয়ং চিতোরে আসিয়া প্রতাপের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিতে উদয়সিংহকে বিশেষ অনুরোধ করেন। মল্লদেব একে বৃদ্ধ, তাহাতে বাটীতে আসিয়াছেন, এই জন্য উদয়সিংহ তখন তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন মল্লদেব কন্যার বিবাহের দিনস্থির করিয়া পাঠান, তখন উদয়সিংহ তাঁহাতে অসম্মত হন।

রাজার পূর্ব্বে স্বীকার ও পরে অস্বীকার জন্য লোকে এইরূপ অনুমান করিয়াছিল যে, "রাজা আপন বুদ্ধিতে উহাতে অসম্মতি প্রদান করেন নাই; মতিবিবির পরামর্শেই ঐরূপ ঘটিয়াছে। লোকমুখে যোধার অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া যাহাতে আপন পুত্রের সহিত উহাঁর বিবাহ হয়, মতি সেই অভিপ্রায়েই রাজাকে উপলক্ষ্যমাত্র

রাখিয়া আপনিই উহাতে অসম্মতি প্রদান করিয়াছেন, নতুবা যাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয় না, তিনি কেন আজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন? নিশ্চয়ই উহা মতিবিবির কৌশল,—কিন্তু সহসা উহা প্রকাশ করিলে পাছে মল্লদেব উহাতে অস্বীকৃত হন, লোকেও ঐ উচ্চ আশার জন্য বিশেষ গঞ্জনা দেয়, এই আশঙ্কায় এক্ষণে মতিবিবি উহা প্রকাশ করেন নাই। যেখানে হউক, প্রতাপের বিবাহ হইয়া গেলে মতিবিবি পরে ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন। লোকের এইরূপ অনুমান, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না; কিন্তু রাজা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া এক্ষণে অস্বীকার করাতে অন্যদেশীয় ভূপতিগণ উদয়সিংহের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং মল্লদেব রাজার আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আক্‌বরের সহিত গোপনে মিলিত হন। পরে ঝালোররাও ঐ কথা শুনিতে পাইয়া প্রতাপের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেও মল্লদেব আক্‌বরের ভয়ে নিরপেক্ষ থাকিতেও আর সাহস করেন নাই। কাজেই মল্লদেবের সেনাপতি পৃথ্বীরাজ সামান্য একদল সৈন্য লইয়া আক্‌বরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন।

আক্‌বর পৃথ্বীরাজের আগমনে সবিশেষ আহ্লাদিত হইয়া সমুদায় সেনা সঙ্গে চিতোরের নিকটে উপস্থিত হইলে ঝালোররাও রাজার আগ্রহে দূতের বেশে সন্ধির প্রার্থনায় আক্‌বরের নিকটে গমন করেন। আক্‌বর ঝালোরাওর আকার-প্রকার এবং কথাবার্ত্তায় উপহাস, রসিকতা ও সরলতা দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্বকার প্রস্তাবেই সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ঝালোররাও রাজার কথানুসারে কেবল মতিবিবি ভিন্ন আর সমুদায়েই স্বীকৃত হন। আক্‌বর তাহাতে অস্বীকৃত হইলে ঝালোররাও নিজশক্র নাম্ন খাঁর অনিষ্টবাসনায় ও রাজ্যের উন্নতিকামনায় অন্যান্য কথাবার্ত্তায় আক্‌বরের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

করিয়া মতিবিবির অলৌকিক রূপলাবণ্য, গুণজ্ঞতা, সহৃদয়তা প্রভৃতির কল্পিত ও প্রকৃত কতকগুলি প্রশংসা করিয়া বলেন,—

"ধর্ম্মাবতার! অধিক আর কি বলিব, যে মতিবিবিকে একবারের জন্যও দেখিয়াছে, তাহার জাতি, কুল ও রাজত্ব পরিত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। না হইলে উদয়সিংহ মহামান্য সূর্য্যবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, অবরোধ-মহিলারও উঁহার অভাব নাই এবং স্বয়ং অসীম রাজ্যের অধীশ্বর, নির্ব্বোধও নহেন; তথাপি কি জন্য সমুদয় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইবেন? মতিবিবিকে দেখিলে আপনিও রাজার উদ্দেশ্যে কখনই নিন্দাবাদ করিতে পারিবেন না। যদি তাঁহাকে আপনি দেখিতে চাহেন, বরং গোপনে দেখাইতেও চেষ্টা করিতে পারি। আপনি অত্যন্ত সুপুরুষ শুনিয়া আপনাকে দেখিবার জন্য মতিবিবিরও আত্যন্তিক ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব আমাদের অনুরোধে মহারাজের এই অবিনয়িতাটী ক্ষমা করুন। ইহা ভিন্ন আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেই তিনি প্রস্তুত আছেন।"

আক্‌বর এই সমস্ত কথা শুনিয়া "যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবে" বলিয়া ঝালোররাওকে বিদায় করেন; কিন্তু গোপনে গোপনে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। ঝালোররাও রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার নিকট প্রথমতঃ আক্‌বরের সহিত সন্ধিবিষয়ক যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহা কীর্ত্তন করেন, পরে আক্‌বরের সেনা-বাহুল্য ও যুদ্ধের আয়োজন সমস্ত প্রকৃত অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক করিয়া বলেন, রাজা কিছুতেই মতিবিবির পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, ইহাতে দেশস্থ যাবতীয় প্রধান ব্যক্তিগণ রাজার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু কেহই উঁহাকে ঐ ঘৃণিত ব্যবসায় হইতে ক্ষান্ত করিতে পারেন নাই।

বিজয়সিংহ এই সুযোগ পাইয়া আপনাকে ও মতিবিবিকে রাজার

হস্ত হইতে স্বাধীন করিবার মানসে শেখরক্ষাবিষয়ে মতিবিবির সহিত পরামর্শ করিয়া রাজার সহিত একটী কল্পিত বিবাদ উপস্থিত করেন, অবশেষে তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া আকবরের সহিত মিলিত হন।

ঝালোররাও সর্ব্বদাই মনে মনে যে সন্দেহ করিয়া বিজয় ও মতিবিবির মনোরক্ষা করিতেন, শেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। আর যে কিছুতেই রাজ্য রক্ষিত হইবে না, এতদিনের পর তাহাও এককালে স্থিরসিদ্ধ হইল।—যাহার জন্য উপায় চিন্তা, সে যদি যথেচ্ছ আচরণ করিতে থাকে, তাহা হইলে অন্যের বুদ্ধিনৈপুণ্যে কি হইবে? শুদ্ধ আকাশে কখনও চিত্র চিত্রিত হইতে পারে না, করিতে গেলে একদিকে কল্পনার শেষ, অন্যদিকে চিত্রেরও শেষ হইয়া থাকে। রাজা কথার অবাধ্য, ঝালোর ভাবিয়া কি করিবেন? বৃথা চিন্তায় বৃথাই ফল। ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই বা কিরূপে সম্ভবে? রাজ্যের ইদানীন্তন অবস্থা দেখিলে মনুষ্যমাত্রেরই অন্তরে যখন চিন্তার উদয় হয়, তখন ঝালোররাও যে চিন্তিত হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?—যাহা হউক, এক মতিবিবিই কালস্বরূপ হইয়া এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ পাপীয়সী হইতে শুদ্ধ যে বিজয় ও উদয়ের মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল, তাহা নহে; ওমরাও ও প্রতাপের অন্তরে এক্ষণ হইতে যে বিবাদের সূত্রপাত হইতেছিল, সময়ে সেটীও যে ভয়ানক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহাও এক প্রকার স্থিরসিদ্ধ হইয়াছিল।

আর উপায় কি? বিধিকৃত নির্ব্বন্ধ কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে। না হইলে এমন পবিত্র সংসারে কি জন্য এই কালসর্পিণীর প্রবেশ হইবে? "এ বিষয়ে ঝালোররাওই দোষী, রাজা যদি তাঁহার উপকার করিতে না যাইতেন, তাহা হইলে কখনই রাজার স্কন্ধে এই উপ-দেবতার আবির্ভাব হইত না,"—সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই এইরূপ আন্দোলন করিত, কিন্তু

ঝালোররাও তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না, কেবল কিসে এই ভয়ানক বিপদ্ হইতে রাজা মুক্তি লাভ করিবেন, সর্ব্বদা সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন।

এক্ষণে কেবল কোনরূপে মতিবিবিকে আক্‌বরের হস্তে নিক্ষেপ করিতে পারিলেই কতক মঙ্গল, নতুবা আর কিছুতেই কিছু হইবার উপায় নাই। মতিবিবির উপর আক্‌বরের লালসা উৎপাদন করিবার জন্যই ঝালোররাও স্বয়ং দৌত্যকার্য্য স্বীকার ও আক্‌বরের সম্মুখে মতিবিবির নানা গুণানুবাদও করেন।

আজ রাজার শত্রু হইতে উদ্ধার হওয়াতে রাজার আজ্ঞায় নগরের সর্ব্বত্রই আনন্দসূচক নানা প্রকার কার্য্য-কলাপ সংসাধিত হইতেছিল; ঝালোররাওও বাহ্যিক আনন্দ-প্রকাশ জন্য বাটীতে ভোজের আয়োজন করিয়া রাজবাটীর সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করেন. আহারাদি সম্পন্ন হইবার পর সকলে গমন করিলে ঝালোররাও আপনার গৃহে ভাগিনের প্রতাপ ও ওমরাওকে লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় একজন অনুচর আসিয়া গোপনে তাঁহাকে কি কথা বলিল, ঝালোররাও অনুচর-সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

তৃতীয় স্তবক।

"পূর্ণা মে মনোরথাঃ ; যাবদনুপলক্ষিতঃ সমিন্ধয়ামি বহ্নিম্।"

———বেণীসংহারম্।

ওমরাও ও প্রতাপ দুই ভ্রাতায় এক গৃহে একত্র বসিয়া আছেন বটে, অথচ উভয়ের অন্তর যেন সহস্রহস্ত অন্তরে অবস্থিত ; যাহা কিছু পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, তাহা কেবল ভাবী বিবাদেরই মূল. প্রতাপ গাম্ভীর্য্য বশতঃ ওমরাওয়ের কথায় যদিও দৃক্‌পাত করিতেছেন না, তথাপি অন্তরে যে ঘৃণার ভাব উদয় হইতেছে, তাহাতে দৃক্‌পাত করিতে পারিতেছেন না। প্রতি কথায় ওমারাওয়ের গর্ব্ব ও প্রভুত্ব ক্রমে তাঁহার পক্ষে এতদূর অসহ্য হইয়া উঠিল যে, তিনি ওমরাওয়ের আসন পরিত্যাগ করিয়া পাদচারে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; ওমরাও প্রতাপের বসিবার স্থানে আপন পদদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ওমরাও কটাক্ষদৃষ্টিতে দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

উভয়ে এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় ঝালোররাও সেই গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রতাপকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "প্রতাপ! তোমাকে একবার বাটীর ভিতর যাইতে হইতেছে," বলিয়া ওমারাওকে বলিলেন, "ওমরাও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না, এই মুহূর্ত্তেই আসিতেছি।"

ঝালোর প্রতাপকে লইয়া অন্তর্ম্মহলে প্রবেশ করিলেন। ওমরাও প্রথমতঃ উহাতে যথাযথ অনুমতি প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পর-

ক্ষণেই উহাঁর অন্তরে বিজাতীয় অভিমানের উদ্রেক হইল। ভাবিলেন, "ঝালোররাও অতি নীচ ও অভদ্র, আমাকে একাকী এইখানে রাখিয়া শুদ্ধ ভাগিনেয়কে লইয়া কি বলিয়া অন্তর্ম্মহলে প্রবেশ করিল? নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনিয়া আমার এই অপমান! এখনি গিয়া রাজাকে বলিব, যাহাতে সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়,তাহাও করিব। সামান্য এক-জন ভৃত্য,—তাহার এতদূর আস্পর্দ্ধা!—ইহা কি সহ্য হয়? রাজার প্রশ্রয়েই ত উহার এতদূর প্রশ্রয়, না হইলে যাহার অন্নে প্রতিপালন, তাহারি অপমান! রাজা ইহার উচিত বিধান করেন, ভালই, নচেৎ আমার যাহা কর্ত্তব্য, করিব।" ক্রোধভরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে যান, অকস্মাৎ যেন বাহিরে কি অস্পষ্ট কথা শুনিতে পাইলেন, স্থির-ভাবে দাড়াইলেন,—তাঁহাদেরি সম্পর্কীয় কথা,—নিঃশব্দে নীরবে দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলেন,—

"প্রতাপ অপেক্ষা ওমরাও যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, এ কথা কে না স্বীকার করিবে? রাজপুত্র তেজস্বী না হইলে কি শোভা পায়?"

"তুমি যে কাহাকে তেজস্বী বল, তাহা বুঝিতে পারি না। তেজ থাকিলে কি মতিবিবির এতদূর গর্হিত আচরণ রাজপুত্র হইয়া ওমরাও সহ্য করিতে পারিতেন? অদ্য হউক বা দুইদিন পরেই হউক, ওমরাওই যখন চিতোরের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, বল দেখি, তখন লোকে উহাঁকে দেখিয়া কি মনে মনে হাস্য করিবে না?"

"কি জন্য?—যাহারা অন্তরের কথা জানে না, তাহারাই মতি-বিবির নির্দ্দোষ স্বভাবের প্রতি কলঙ্কার্পণ করে। বস্তুতঃ মতি-বিবি রাজাকে আপন প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাসেন, ওমরাও কি তাহা জানেন না? জান, মতিবিবির প্রতি ঐরূপ দোষারোপ করাতে ওমরাও সে দিবস সেই প্রতিবেশী বালকের প্রাণবধ করেন?—কি

আশ্চর্য্য! রাজপুত্র হইলেই কি তাহার হৃদয় তেজ ও সাহসের আধার হইতে হয়! বলিতে গেলে, ওমরাও দুগ্ধপোষ্য বালক, ইহার মধ্যেই উঁহার কি অসাধারণ পরাক্রম! প্রতাপ উঁহা অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট না হইলেই বা রাজা কি জন্য জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের প্রতি রাজ্য-ভার প্রদান করিবেন?"

"সে কথা সত্য, ওমরাওয়ের আরও একটী অসাধারণ গুণ দেখিতেছি, মাতার প্রতি উঁহার যেমন ভক্তি, তেমনি ভয়। এদিকে এই এত সাহস, কিন্তু মাতাকে দেখিলে উঁহাতে আর উনি থাকেন না।"

"বংশের গুণ, সাধারণের গৃহে ওরূপ কি কখনও হইতে পারে?"

"আচ্ছা, যদি মতিবিবির স্বভাব অকলঙ্ক হইল, তবে বিজয় আজ এত রাত্রিতে উঁহার বাটী হইতে বহির্গত হইলেন কেন?"

"বিজয় ঘোর লম্পটস্বভাব, মতিবিবির অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে উঁহার প্রতি উঁহার যথেচ্ছাচারে অভিলাষ! মতিবিবি নিতান্ত ভদ্রস্বভাব, পাছে রাজা ভ্রাতাকে বিনাশ করেন, এই জন্য এ কথা এক দিনের জন্যও রাজার কর্ণগোচর করেন নাই।"

"কি আশ্চর্য্য! বিজয় এতদূর অভদ্র!—ভাল, মতিবিবি আপন গুণেই যেন এ কথা রাজাকে না বলুন, কিন্তু পুত্র হইয়া ওমরাওয়ের ইহা সহ্য করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। পাপীর প্রশ্রয়!—মহারাজ যে ভাইকে আপনার প্রাণ হইতেও অধিক ভালবাসেন, সেই ভাইয়ের এইরূপ আচরণ!—আমার বোধ হয়, আকবরের সহিত যুদ্ধ ঘটাইবার মূল বিজয়!—একে আকবর পরাক্রান্ত, তাহাতে যদি কোনরূপে মহা-রাজের সমুদয় গৃহচ্ছিদ্র আকবরের কর্ণগোচর করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই উদয়সিংহ রাজ্যচ্যুত হইবেন। তখন আপনি অনায়াসেই চিতো-রের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন এবং বলে হউক বা ছলে হউক, যে

কোনরূপে মতিবিবিকে আপন আয়ত্তে আনিবেন, এইটীই মনে অভিলাষ!—রাজ্য পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে রাজার অবর্ত্তমানে মতিবিবি কখনই প্রাণ রাখিবেন না। যাহা হউক, রাজ্যমধ্যে এরূপ একটা ভয়ানক উপদ্রব হওয়াপেক্ষা এ বিষয়ে ওমরাওয়ের মনোযোগ করা এতান্ত কর্ত্তব্য। ওমরাও যদি রাজার সহিত আপন মাতার প্রতি বিজয়ের এইরূপ কুৎসিত আচরণের কথা বলেন, তাহা হইলে ঐ পাষণ্ডের মস্তক এখনি ছিন্ন হয়। এই সকল অসদৃশ কথাও আর শুনিতে হয় না, রাজ্যেও এই ঘোর অরাজকতা ঘটিতে পায় না। গৃহের গুপ্ত অনুসন্ধান না পাইলে অমন সহস্র আক্‌বর আসিলেও কি সিংহস্বরূপ উদয়সিংহের কিছু বলিতে পারে?—

—যাহা হউক, ইহা অত্যন্ত ঘৃণার কথা!—সতীর প্রতি এরূপ গর্হিতাচারে অভিলাষ! ওমরাও পুত্র হইয়া আবার তাহাই সহ্য করেন? এরূপ নরাধমের এই দণ্ডেই রক্তদর্শন করা কর্ত্তব্য!"

"নিতান্ত বালক, না হইলে এতদিন কি তাহা বাকি থাকিত?—বিজয় কি নগরে আসিয়াছেন?"

"এই মাত্র মতিবিবির বাটী হইতে বহির্গত হইয়া এই দিকে কোথায় গমন করিলেন।"

"এই সময় রাজাকে বলিলে, বিজয় যেমন নরাধম, তাহার উচিতমত পুরস্কার হয়। কিন্তু কে বলিবে? এক ওমরাও বা ঝালোররাও এই দুইজন ভিন্ন আর কাহারও সেখানে যাইবার অধিকার নাই।"

"ভাই, আমরা এক দিনের জন্য আসিয়াছি, এখনি যাইতে হইবে। কে কোথা হইতে শুনিয়া আবার কি করিয়া বসিবে, আর আবশ্যক নাই, সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, আমরাও বেতন পাইয়াছি, এক্ষণে চল, যাওয়া যাক্।"

"প্রভুকে বলিয়া যাইবে না?"

"একবার ত বলা হইয়াছে, তিনিও যাইতে অনুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে চল।"

কথোপকথন নিঃশেষ হইল, ওমরাও বাহিরে আসিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যে সময় উহাঁদের বাটী যাইবার কথা হয়, সে সময়ও লজ্জা প্রযুক্ত সামান্য ভৃত্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ঐ সকল কথা যতই মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই ক্রোধে ও তেজে শরীর অগ্নিবৎ হইয়া উঠিতে লাগিল, রাজার নিকট গমন করিবার মানসে অনুচর সঙ্গে বাটী হইতে বহির্গত হইবেন, ঝালোররাও আসিয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন।

ওমরাও যাইবার জন্য অনেক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ঝালোর কোনমতে তাঁহাকে যাইতে দিলেন না, বিষণ্ণবদনে বার বার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ওমরাও নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণের পর অনুচর-মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা বলিতে পারিলেন, তাহাই বলিলেন।

ঝালোর। এই জন্য রাজার নিকট গমন?—কল্য প্রাতে হইবে, বিজয় যখন নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তখন কখনই রাত্রিতে নগর হইতে বাহিরে যাইতে পারিবে না। রাজা এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ আছেন, এ সময় তাঁহাকে বিরক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। কল্য প্রাতেই বলিবে। আর আমিও বলিতেছি, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমিও ইহার জন্য রাজাকে বিশেষ অনুরোধ করিব। কি আশ্চর্য্য! অকলঙ্ক স্বভাবে কলঙ্কার্পণ! ভাল, যাহাদের মুখে এ কথা শুনিয়াছিলে, তাহারা কোথায়?

ওম। পরক্ষণেই আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না।

ঝা। তাহারা কি আমার বাটীর অনুচর?

ওম। না, অন্যকার জন্য নিযুক্ত।

ঝা। ইস্, তাহা হইলে ত সকলেই গমন করিয়াছে! ভাল, তুমি যখন শুনিয়াছ, তখন আমার শোনাই হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! যদি রাজা সহোদর বলিয়া ইহার উচিতমত প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে-আমি নিজেই উহার প্রতীকার করিব।

পাঠক! নিজে ঝালোররাও ও চৈৎসিংহই ঐ দুই জন অনুচর। অদ্যকার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কার্য্যশেষ হইয়াছে, ঝালোররাও ঝালোররাওই হইয়াছেন। জানি না, কি জন্য চৈৎসিংহ এখনও সেই বেশে গোপনে বিচরণ করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"যোঽয়মুত্থিতেষু বলবৎসু বাসুদেবসহায়েষু পাণ্ডু-
পুত্রেষ্বরিষু চ অদ্যাপ্যন্তঃপুরং বিহায়মাস্তে ভবতি।"

——বেণীসংহারম্।

কখন্ যে কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচিত হইবার নহে, যুক্তি দ্বারাও স্থিরীকৃত হওয়া দুষ্কর। কাল যে আকাশ ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া অম্বরের জড়তায় অন্তরের জড়তা সম্পাদন করিয়াছিল, আজ সেইখানে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ, বিচিত্র তারকা-রাজি বিচিত্র বরণে সুনীল নভসীতলে বিচরণ করিতেছে, মধ্যে পূর্ণ-শোভায় পরিপূরিত পূর্ণ-শশধর রাজগতিতে যেন রাজপুরীতে বিচরণ করিতেছেন, সদাই ফুল্লবদন, ফুল্লপ্রভার কোমল শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন, যেন মনে অসুখের লেশমাত্র নাই, বিপৎপাতের আশঙ্কাও যেন চিরদিনের মত নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে।—কিন্তু বর্ষার আকাশ ক্ষণে পরিষ্কার, ক্ষণে মেঘাচ্ছন্ন, অধিক পরিচ্ছন্ন অধিক অপরিচ্ছন্নতারই কারণ ও অধিক দীপ্তি দীপ্তিশূন্যতারই কারণ হইয়া থাকে।

পরিণামবিরস স্বচ্ছন্দ অপেক্ষা চির-অসুখও শ্রেয়স্কর;—সত্য, কিন্তু পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তই যখন স্থিরসিদ্ধ, তখন লোকের ইচ্ছা-

মত কিরূপে তাহার বৈপরীত্য ঘটিবে, ইচ্ছা বলিয়া কে কোথায় চিরদিন সুখে কালযাপন করিয়াছে, বা মৃত্যুর সেই ভীষণ হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছে? উদয়ের পর অস্তমন, জয়ের পর পরাজয়, সুখের পর দুঃখ ও জন্মের পর মৃত্যু, ইহা নিয়তই হইয়া আসিতেছে, নিয়তও হইতে থাকিবে; এক অবস্থায় কেহ কখনও চিরদিন অবস্থান করিতে পারিবে না। কিন্তু ভ্রান্ত জগৎ কিছুতেই তাহা অনুধাবন করিতে পারে না—চায়ও না, পরিণামের বিরস ভাব ক্ষণকালের জন্য মনে উদয় হইলে মানবমাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে, ভ্রমেও পরিণাম ভাবিতে চায় না, বর্ত্তমান সুখ-স্বচ্ছন্দ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইতে থাকে। উপদেশ-প্রদানে কেহই অপটু নহে, কিন্তু পালনে বজ্রাহত অপেক্ষাও যেন অধিক খিন্নের ন্যায় আকুল হয়। না হইলে উদয়সিংহ কি নিমিত্ত এক্ষণে আমোদে উন্মত্ত রহিয়াছেন? ভাবী বিপদের আশঙ্কা মনোমধ্যে আনিবার নামও করিতেছেন না। মস্তকের উপর তীক্ষ্ণধার অসি লম্বিত অথচ নয়ন যে অবনত, সেই অবনতই রহিয়াছে;—মনে স্থির, যেন এই রজনীর আর অবসান হইবে না, বিপদে জড়িত প্রভাতের অন্তরেও যেন যুগযুগান্ত নিহিত রহিয়াছে;—দিবা রমণীগণে পরিবৃত হইয়া মতিবিবির গৃহে হাস্যকৌতুকে সময় ক্ষেপণ করিতেছেন, মতিবিবি কখনও মানে মগ্না, কুটিলা দৃষ্টিতে রাজার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছেন, আবার সাধ্যসাধনায় সে ভাবের তিরোভাব হইতেছে, প্রেমপূর্ণ জ্যোৎস্নাময় অঙ্গ অলসভাবে রাজার অবশ হৃদয়ে আবিষ্ট-মনে নিবেশিত করিতেছেন। কখনও সুললিত তানলয় সহকারে মধুরস্বরে প্রণয় গাথা গাইতেছেন, কখনও বা নিমীলিত-নয়নে গানভঙ্গে অবস্থাবিশেষের পরিচয় প্রদান করিতেছেন; অথচ যেন লজ্জাভয়ে হৃদয় সঙ্কুচিত, পরশে অঙ্গ গলিত হয়,

স্পর্শভয়েও অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। উঠিতে যান, রাজা করধারণ করিলেন। "ছি, পুরুষ অতি নির্লজ্জ!" বলিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, রাজাও কম্পিত-কলেবরে অনুগত ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ অনুগত হইলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"এষোঽস্মি চার্ব্বাকো রাক্ষসঃ—দুর্য্যোধনস্য মিত্রং.
পাণ্ডবান্ বঞ্চয়িতুং ভ্রমামি।——— ——"

———বেণীসংহারম্।

অশ্বে অশ্বারোহী, গজে গজারোহী, পাদচারে পদাতিকগণ রণবেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,—নিঃশব্দ, নিঃস্তব্ধ-পদসঞ্চারে ক্রমে স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,—অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। পৃথ্বীরাজ, নাস্রু খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণ অশ্বপৃষ্ঠে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেছেন, অশ্বপদ ছিন্ন বসনে আবৃত, ধীরগমনে পদশব্দ কিছুই অনুভূত হইতেছে না। যে ভাবে যে স্থানে যে সৈন্য অবস্থাপিত করিতে হইবে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় সেই সেই ভাবে সুসজ্জিত হইল, এক্ষণে আক্‌বরের অনুমতি হইলেই পুরদ্বার আক্রমণ করা যায়। আক্‌বর আপন শিবিরে বিজয়ের সহিত একত্র উপবিষ্ট আছেন, পৃথ্বীরাজ সেই স্থলে আসিয়া যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আপ-

নার অভিপ্রায়মত সৈন্য-সজ্জা প্রস্তুত হইয়াছে, অনুমতি হইলে পুরদ্বার আক্রমণ করি।"

আক্‌বর। "আমার একবার দেখিবার অভিলাষ আছে," বলিয়া বিজয়কে বলিলেন, "বিজয়! চল, কোথায় কিরূপ সৈন্য অবস্থাপিত হইয়াছে, দেখিয়া আসি। বিশেষ তোমরা সূর্য্যবংশীয় ভূপতি, পুরুষপরম্পরাক্রমে বহুকাল ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আসিতেছ কূটযুদ্ধস্থলে কোথায় কিরূপ সৈন্য-সন্নিবেশ করিতে হয়, তোমরা অনেক দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ; অতএব আমাদের এই বুদ্ধিকল্পনার যদি কোথাও কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, বলিয়া দিবে; আর বিলম্ব করিও না, সত্বর বেশ পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমিও আপন বেশ পরিধান করিতে চলিলাম।" বলিয়া দুইজনে আপন আপন বেশগৃহে গমন করিয়াছেন, এমন সময় কতিপয় সেনা একজন চিতোরের গুপ্তচরকে বন্ধন পূর্ব্বক সেই স্থলে আনিয়া উপস্থিত করিল। আক্‌বর আপন শিবিরে সেনাগণের গোলযোগ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে আসিয়া দেখিলেন, যবনবেশধারী একজন হিন্দু বদ্ধকরে সেই স্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দুইচক্ষে জলধারা বহিতেছে ও বিষণ্ণ-বদনে সেনাদিগকে স্তবস্তুতি করিতেছে।

আক্‌বর উহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এমন সময় ছদ্মবেশে আমাদের সেনানিবেশে প্রবেশ করিলে?"

চর। ধর্ম্মাবতার! প্রাণে মারিবেন না, আমরা পরাধীন, আজ্ঞার দাস, প্রভু যাহা আজ্ঞা করিবেন, অবিচারিত-চিত্তে প্রতিপালন করাই আমাদিগের ধর্ম্ম। কি করিব, সাক্ষাৎ মৃত্যু জানিয়াও প্রভুর আজ্ঞায় এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি কিছুই জানি না, ঝালোররাও আমার করে একখানি পত্র প্রদান করিয়া যুবরাজের নিকট প্রেরণ

করিয়াছিলেন, আপনার সৈন্যগণ বল পূর্ব্বক তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

আক্‌বর সৈন্যগণের নিকট হইতে পত্র গ্রহণ করিয়া ভাবিলেন, "বিজয়ের পত্র আমার পাঠ করা কি কর্ত্তব্য?—ক্ষতিই বা কি?—বিশেষ এ সময়ে এ পত্র পাঠ না করাই অসঙ্গত।" পত্র উন্মোচন করিলেন,—

"যুবরাজ! তোমার আজ্ঞামত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, মতি রাজাকে যতদূর উদ্‌ভ্রান্ত করিতে হয় করিয়াছে, রাজা উহার বাটীতে এক্ষণে এমন মুগ্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন যে, শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আপনাকে সহসা বিপন্ন বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন না। মতিবিবি চতুরা কামিনী, তায় তোমার আজ্ঞা, সে প্রাণ দিয়াও তোমার মনোরঞ্জনে ত্রুটি করিবে না—কিন্তু আর একটী সংবাদ শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলাম, একজন পরিচারিকার মুখে শুনিলাম। মতি না কি আক্‌বরকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে, এমন কি, গুপ্তবেশে আক্‌বরের শিবিরে অবধি যাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছে, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। অথবা একজনকে একজনের দেখিবার অভিলাষ থাকিলেই যে তাহাকে মন্দ চক্ষে দেখিতে হইবে, ইহাই বা কতদূর সম্ভব? ভালমন্দ তোমার বিবেচনার উপর।

কল্যাণাকাঙ্ক্ষী—

ঝালোর—

পত্রপাঠ শেষ হইল, আক্‌বর কিঞ্চিৎ উন্মনা হইলেন, "এ পত্র পাঠ করা আমার অনুচিত হইয়াছে।—অথবা কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি, অনু-

চিতই বা কি ?—কর্ত্তব্যই বা কিরূপে হইল ? বিজয় যখন আমাকে বিশ্বাস করিয়া কিছুই গোপন রাখেন নাই, তখন সন্দিগ্ধ-মনে তাঁহার পত্র পাঠ করা কতদূর সঙ্গত ?—ভাল, আমার নিকটে যাহা বলিয়াছে, ইহা ভিন্ন যদি তাহার আরও কিছু গোপন থাকে ?—কই, পত্রে ত তাহার কিছুই দেখিলাম না, অবিশ্বাসের কার্য্য না দেখিয়াই আত্মীয়ের উপর অবিশ্বাস করিলে আপনাকেই অবিশ্বাসের পাত্র হইতে হয়।—ইহা বলিয়া শুদ্ধ এক কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই সহসা শত্রু-পক্ষের উপর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ যে ব্যক্তি সামান্য একটা স্ত্রীলোকের জন্য অপর সহোদরের প্রতি এরূপ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস কি ?—

—যাহা হউক, মতিবিবিকে একবার দেখিতে হইবে, যাহার জন্য একটা রাজ্য এককালে উচ্ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, সে নারী কখনই সামান্য রূপবতী হইবে না।" আক্‌বর এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় বিজয় আসিয়া সেই স্থলে প্রবেশ করিলেন।

আক্‌বর বিজয়কে দেখিয়া শশব্যস্তে তাঁহার করে পত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখ, ঝালোররাও পত্র লিখিয়াছেন।"

বিজয় পত্রের কিয়দংশ পাঠ করিয়া আক্‌বরের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। পত্রপাঠ শেষ হইল, বিজয় আক্‌বরকে বলিলেন, "আপনি কি এ পত্র সমুদয় পাঠ করিয়াছেন ?"

আক্‌বর। "হাঁ, সেই জন্য বলিতেছি, আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, শীঘ্র চল, রাত্রি অধিক হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।"—বলিয়া অনুচরকে দুইটী অশ্ব আনিতে আদেশ করিলেন। অশ্ব আনীত হইল, আক্‌বর একটীতে আরোহণ করিয়া অন্যটীতে আরোহণ জন্য বিজয়কে বার বার অনুরোধ করাতে বিজয় মনোভাব কিঞ্চিৎ সংবরণ

করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যান, এমন সময় ঝালোররাওর অনুচর বলিল, "যুবরাজ! আমাকে কি এইরূপ বদ্ধভাবেই থাকিতে হইবে?"

বিজয় আকৃবরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আকৃবর অনুচরকে উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে বলিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত-ভাবে বিজয়কে বলিলেন, "বিজয়! এ পত্রের কি আর কিছু উত্তর প্রদান করিতে হইবে?"

বিজয়। রাজার পরমাত্মীয় হইয়াও যে ব্যক্তি আমাদিগের জন্য এতদূর করিতেছে, তাহার পত্রের উত্তর প্রদান না করিলে কতকটা অসম্মান করা হয় না?

আকৃবর। তবে শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখিয়া দিয়া আইস।

বিজয় ঝালোরের অনুচরের সহিত আপন শিবিরে প্রবেশ করিলে অনুচর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "যুবরাজ! মৌখিক একটী সংবাদ আছে।"

বিজয় বলিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, অনুচর বলিল, "আপনি যখন মতিবিবির গৃহ হইতে বহির্গত হন ও আমার নিকট সেই সেই কথা বলেন, বোধ হয়, তখন ওমরাও আমাদিগের গৃহের বাতায়নে দণ্ডায়মান ছিলেন। মতিবিবির বাটীতে পুরুষমাত্রেরই প্রবেশে নিষেধ আছে, অথচ এত রাত্রিতে তাঁহার বাটী হইতে অন্য পুরুষের নির্গমন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সন্দিগ্ধমনে আপনার প্রতি একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন, পরে আপনি আমার সহিত যখন সেই সকল কথা কহেন, ওমরাও তখনও উপরে দাঁড়াইয়া আমাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি কে, অন্ধকারে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ওমরাও যে ওখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমরাও তাহা লক্ষ্য করি নাই; পরে আপনি চলিয়া আসিলে আমি আমার প্রভুকে

গোপনে আনিয়া যখন ঐ সমস্ত কথা বলি, তখনও ওমরাও গোপনে দাঁড়াইয়া সমুদয় শুনিয়াছেন। ঝালোররাও বলিলেন, ওমরাও না কি আর কাহার নিকট কি কি কথা শুনিয়া এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজার নিকট সমস্ত বলিতে যাইতেছিলেন। আমার প্রভু তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

বিজয়। "আর পত্রের উত্তরে প্রয়োজন নাই। ঝালোররাওকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদি তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে—" মতিবির কথা স্মরণ হইল, হৃদয়ও সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। ভাবিলেন, "অনুচর বিশ্বাসী বটে, না হইলে ঝালোররাও এমন বিজ্ঞ হইয়া কদাচই ইহার নিকট এ কথা প্রকাশ করিতেন না।—সত্য, তথাপি অপর ব্যক্তি,—কথাটীও নিতান্ত গোপনীয়, প্রকাশে মহদনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।" স্থির করিয়া বলিলেন, "কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, পত্রই দিতেছি।"

অনু। উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন, লিখিবার সময়ও অনেক বিবেচনার অবসর পাওয়া যায়, মুখে তাদৃশ হয় না; বিশেষ মৌখিক সংবাদবাহকের ন্যায় পত্র-বাহকের নিকট সংবাদগত কিছুই ইতরবিশেষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং যাঁহার নিকট সংবাদ প্রদত্ত হয়, তাঁহারও সংবাদ-বিষয়ে সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে হয় না।

বিজয়। 'সঙ্গত' বলিয়া পত্র লিখিতে যান, এমন সময় আকবরের অনুচর আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "যুবরাজ! প্রভু আপনার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।"

বিজয়। "সত্বর যাইতেছি বলিয়া পত্রখানি লিখিলেন,"কি লিখিলেন, একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া পড়িতে লাগিলেন।

"প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনমিদম্—

মহাশয়! আপনি যদি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে বিনা আপত্তিতে ঘাতুকদ্বারা গোপনে ওমরায়ের মস্তকচ্ছেদন করাইবেন; কিন্তু বাহিরে, বিশেষ মতির নিকট যেন এইরূপ প্রকাশ হয়, অন্ধকার রাত্রির যুদ্ধে ওমরাও বিনষ্ট হইয়াছে। যাহাই হউক, মতি ব্যভিচারিণী, হিন্দুমাত্রেরই অস্পৃশ্য, যবনান্ন অবধি উহার উদরস্থ হইয়াছে। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে উহার প্রবৃত্তিও যার পর নাই দূষিত ও ভয়াবহ; এক্ষণে আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু চিরকালই যে আমার এরূপ বশ্য থাকিবে, ইহা কোন মতেই বোধ হয় না, ব্যভিচারীর মন নিত্য নূতনেই অভিলাষী। যাউক, ও কথা আন্দোলনের এ সময় নহে, উপস্থিতমতে ঐ বিষয়ের বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে আদেশমত কার্য্য করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। ইহার মধ্যেই ঐ পাষণ্ডের যেরূপ দাম্ভিকতা, তাহাতে ও জীবিত থাকিলে পরে নানা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর কিছু লিখিবার অবসর নাই, সাক্ষাতে সমস্ত মনের কথা বলিব। এক্ষণে এই কার্য্যটী যাহাতে সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা করিবেন, ইতি।

শ্রীবিজয়।"

পত্রখানি রুদ্ধ করিয়া উপরে অঙ্গুরীয়মুদ্রায় আপন নাম মুদ্রিত করিলেন, পরে অনুচর-হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "সাবধান, অন্য-হস্তে কদাপি প্রদান করিও না।"

অনুচর নমস্কার করিয়া বিদায় হইল, বিজয়ও আকবরের নিকট গমন করিলেন।

তৃতীয় স্তবক।

"প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে সেই হন্তারক প্রাণে॥"

———শ্রীধর।

যদি এই মোহেই জীবনের অবসান হইত, তাহা হইলে কুলপালিকাকে আর চেতনা জন্য যাতনা সহ্য করিতে হইত না। একে মোহজনিত দেহের দৌর্ব্বল্য, তাহাতে স্বামীকৃত অপমান। মানিনী,—প্রণয়িনী পতিব্রতার স্বামীকৃত অবমাননা,—সহ্য হয় না, মোহের অবসানে কুলপালিকার আর যাতনার পরিশেষ রহিল না। কি কষ্ট! কেনই বা উহার অবসান হইবে? কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, হৃদয় আলোড়িত, উদ্‌ভ্রান্ত, চকিতমাত্র জ্ঞানের আবির্ভাবে বোধ হইতেছে যেন, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অথচ যে হৃদয় সেই হৃদয়ই রহিয়াছে, যে দেহ সেই দেহেই সেই গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন, অবস্থার অবস্থান্তর ঘটে নাই, কুলপালিকারও মৃত্যু হয় নাই, যতই জ্ঞানের বিকাশ, ততই কষ্টের আবির্ভাব; মুদিত নয়নে অপেক্ষাকৃত যাতনার আধিক্য, আর সহ্য করিতে পারা যায় না।

নয়ন উন্মীলিত হইল, কুলপালিকা চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই নাই,—শান্তির কিছুই নাই,—নিশ্চিত নিশ্চয় স্থিরীকৃত হইল,—সত্য সত্যই বিজয় গমন করিয়াছেন, প্রাণের সহচর,—হৃদয়ের শান্তিকর বিজয় গৃহে নাই, তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়াই গমন করিয়াছেন। শূন্য গৃহে মাত্র পরিচারিকা, সজলনয়নে তালবৃন্ত বীজন করিতেছে, হৃদয়ের

যাতনা অভিমানে পূর্ণ হইল, জিজ্ঞাসা করিবেন, নয়ন অশ্রুজলে আবরিত হইয়া আসিল, করুণস্বরে বলিলেন, "সখি! আরও কি এ অভাগিনীকে যাতনা দিবার ইচ্ছা আছে?"—আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, নয়নজলে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, পরিচারিকা করুণবদনে কুলপালিকার মুখে জল প্রক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুলপালিকা আপন পুত্রকে পরিচারিকার অঙ্কে প্রদান করিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন, আশঙ্কায় পরিচারিকাও অনুগামিনী হইল। কুলপালিকা উহাকে অনুগমনে নিষেধ করিয়া পরক্ষণেই সেই স্থলে পুনরায় আগমন করিলেন।

পরিচারিকা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উদাসভাবে উঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। কুলপালিকা গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "সখি! আমার সহিত তোমাকে একবার দেবী বসুমতীর গৃহে যাইতে হইবে।"

পরি। এত রাত্রিতে না গিয়া কল্য প্রাতে গমন করিলেই ত হইতে পারে, সমস্ত দিবস আহারাদি হয় নাই, এক্ষণে আহারাদি করিয়া শয়ন করুন।

কুল। আহার করিয়াছি।

পরি। কই, আপনি কখন্ আহার করিলেন?

কুলপালিকা কোন উত্তর প্রদান না করিয়া আপন পুত্রকে আপন অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

পরিচারিকা অগত্যা উঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। কিন্তু উঁহার সহসা গৃহান্তরে গমন, আহারের কথায় ঐরূপ প্রত্যুত্তরদান, তৎপরে দেবীর সহিত সাক্ষাতের কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে গমন করিতে লাগিল, তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসাতেও সাহস হইল না।

চতুর্থ স্তবক।

"পূর্ণা মে মনোরথা যাবদনুপলক্ষিতঃ সমিন্ধয়ামি বহ্নিম্।"

——বেণীসংহারম্।

প্রকৃতেও বরং দোষের সম্ভব, কিন্তু কৃত্রিমে বাহ্য দোষের নাম-গন্ধও থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহারই ব্রাহ্মণ্যে সন্দেহ, তাহারই সর্ব্বাঙ্গে তিলক; যাহারই সন্ন্যাস-গ্রহণ ভেকমাত্র, তাহারই জটার পারিপাট্য। বিমাতার মরণে সপত্নী-পুত্রেরই শোকের আধিক্য হইয়া থাকে এবং কুলটার নিকটেই পতি-ভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পতির মরণে পতিব্রতার বা কি দুঃখ, কতই বা ক্ষোভ, কুলটাগণ তদপেক্ষা যেন শতগুণ দুঃখ-ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। গিরি-নির্ঝরেরও বরং অপলাপ সম্ভব, কিন্তু কুলটা-নয়ন কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে, "এই অঙ্গ কিরূপে আজ অগ্নির এই অসহ্য উত্তাপ সহ্য করিবে?" এ দুঃখের আর উপশম নাই। বিষণ্ণ নয়নে অজস্র অশ্রুপাত, দুঃখিত হৃদয়ে অবিরত করাঘাত হানিতে দেখা যায়, অবশেষে উত্তাপ-নিবারণের জন্য চিতারূঢ় পতিগাত্রে স্বকরে তালবৃন্ত পর্য্যন্ত বীজিত হইতে আরম্ভ হয়। বাহিরে এইরূপ ভাণ, কিন্তু অন্তরে চিতাগত পতিমূর্ত্তির সত্বর ভস্মসাৎকরণই উদ্দেশ্য।

এইরূপ বাহ্য আড়ম্বরমাত্রেরই প্রায় অন্তর শূন্য বা বিষাক্ত অভি-প্রায়ে পূর্ণ!

কোন সম্পর্ক নাই,অথচ একজনের ক্লেশ-দর্শনে অন্যের যে অপেক্ষা-

ক্রত শতধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, অবশ্যই তাহার অন্তরে কোন না কোন গূঢ় কারণ নিহিত থাকিবে. অন্তর কবাট-রুদ্ধ, প্রকাশ নাই, বাহ্যে যেন পরমাত্মীয়, মুখবর্ণ বিবর্ণ, নয়ন সজল অথচ প্রফুল্লমনে মনে মনেই কপটী আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। ধন্য হৃদয়ের প্রফুল্লভাব, ধন্য নয়নের জলধারা-বর্ষণ! এক অম্বরে এককালে দিবারাত্রির উদয় কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই, কর্ণে মাত্র শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু আজ ঝালোররাওর ভাব দর্শনে তাহা প্রত্যক্ষ অনুমিত হইতেছে। আপনি নিজেই ওমরাওয়ের সর্ব্বনাশের মূল কারণ, অথচ মতিবিবির নিকট সম্পূর্ণ উদাসীন, যেন কিছুই জানেন না, বিজয়ের পত্রকেই মূল কারণ করিয়া মতির দুঃখে অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন ও করুণাময় বিলাপবাক্যে পাষাণ অবধি বিদ্ধ করিতেছেন। হৃদয় এমনি উদ্‌ভ্রান্ত যে, কেন এমন অসদৃশ আজ্ঞা হইল, তাহার কারণ-নির্ণয়ের অবসর নাই, ওমরাওয়ের সেই সেই ভাব সেই সেই আকার-প্রকার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মতিবিবির হৃদয়কে যার পর নাই আকুল করিয়া তুলিতেছে।

মতিবিবি স্ত্রীজাতি, চিরদিন সুখভোগে লালিত হইয়া আসিয়াছেন, অতি শৈশবাবস্থায় পিতা-মাতার শোক পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়েরও হৃদয় পুত্রের শোক কাহাকে বলে, তাহা জানেন না বিশেষ যাহারা জাতিধর্ম্ম বশতঃ পরের দুঃখেও দুঃখিত হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীজাতির উপর এই যাতনা!——একমাত্র পুত্রের মরণ, বিশেষ যাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসেন, সেই বিজয় হইতেই এই সর্ব্বনাশ-সঙ্ঘটন, আবার সম্মুখে ঝালোররাওর সেই সেই করুণ আবেদন—সহ্য হইল না, মতিবিবি অবশ-হৃদয়ে ধরাতলে বসিয়া পড়িলেন।

ঝালোর। আঃ, কি সর্ব্বনাশ! বৎসে! শান্ত হও, অদৃষ্টে যে

কত দুঃখ আছে, তাহা কে বলিবে ? বৎসে ! —মতি ! —এ সময় একপ কাতর হইবার সময় নহে, উঠ।

মতিবিবি অতি করুণ-স্বরে বলিলেন,—"মহাশয় ! আর আগ্রহ করিবেন না। এই বয়সে আর পাপের বাকি নাই,—যে প্রাণ হইতেও অধিক স্নেহ করে, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়া অপাত্রে বিশ্বাস করিবার ফল প্রত্যক্ষ লাভ করিলাম। যাহার জন্য ধন, যৌবন, এমন কি, জীবন অবধি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত, সেই-ই আজ তাহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছে। আর না ! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিন, বাছার অমঙ্গল-সংবাদ না শুনিতে শুনিতেই অভাগিনী অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্ত হউক ! আঃ, অভাগিনীর সন্তান ত্রিসংসারে কেহই নাই; যাহার উপর রক্ষার ভার, সে নিজেই তাহার বধে উদ্যত, আর কে রক্ষা করিবে ? আর পারি না, হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! মহাশয় ! আপনার পায়ে ধরিতেছি, এ অভাগিনীর জন্য নানা কষ্ট পাইতেছেন, এক্ষণে এই শেষ প্রার্থনাটী রক্ষা করুন, একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিন, মরিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে নিস্তার পাই।"

ব্যালোর। "মায়ের প্রাণ, একপ সংবাদে যে কাতর হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? আমার কন্যা-পুত্র কিছুই নাই, নিজেও কঠোর-হৃদয় পুরুষজাতি, তথাপি যেরূপ যাতনা হইতেছে, তাহা কথনাতীত। আঃ, দুইটীমাত্র ভাগিনেয়, তাহাদিগকে লইয়াই সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপনা করিতেছিলাম, পোড়া বিধাতার কি তাহাও সহিল না ? রাজ্য গিয়াছে, পরের অধীনে রহিয়াছি, এমন যে ভগ্নী, তিনিও সর্ব্বদাই প্রতিকুলাচরণ করিতেছেন, তথাপি একদণ্ডের জন্যও ক্লেশ বোধ করি নাই; উহাদিগকে লইয়াই অপরিসীম সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছিলাম। আজ অদৃষ্ট-গুণে তাহাতেও কি বঞ্চিত হইলাম ?—মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া

যায় ;—সেই মনোহর আকার, সেই প্রফুল্ল কান্তি আজ অসিহস্ত ঘাতু-কের করে সমর্পিত হইল? প্রচণ্ড চণ্ডালের হস্তে?—দয়া নাই, মায়া নাই, চণ্ডালের হস্তে?—বধের জন্য বধ্যভূমিতে নীত হইল?—সেই মনোহর আকার, সেই প্রফুল্ল বদন ভয়ে মলিন হইয়া গিয়াছে। সেই কোমল অঙ্গ নিশিত খড়্গে খণ্ড খণ্ড হইবে?—রক্তে ধরাতল আপ্লাবিত হইবে?—ইহাই দেখিবার জন্য কি শেষ-বয়সে বিধাতা আমাকে এই মায়ার আগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন?———

——এ কি?—অচেতন?—বাছা! তোকে যে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এ কে জানিতে পারিয়াছিল?" উত্তরীয়দ্বারা বীজন করিতে লাগি-লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মতিবিবি চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

ঝালোর। "বৎসে! আমরা পূর্ব্বজন্মে যে কত দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা সুখের কারণ মনে করিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হই, সে সমুদায়ই নিরর্থক ; ধনই বল, যৌব-নই বল, অদৃষ্ট মন্দ হইলে কিছুতেই কিছু হয় না। দেখ, ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার ধনের অভাব নাই, সহায়েরও অভাব নাই, নিজেও যুবতী, সক-লেরই আদরের পাত্র, তথাপি তোমাকেও যখন এই ভয়ানক বিপদ্ সহ্য করিতে হইল, একটী মাত্র সন্তান—তাহারও মরণ যখন———" আর বাকাস্ফূর্ত্তি হইল না, অশ্রুজলে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

অদূরে পদশব্দ—ঝালোররাও যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখেন, কে একজন ব্যক্তি সত্বরগমনে তাঁহা-দিগের নিকটেই আসিতেছে। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যায়?"

"ভৃত্য চৈৎসিং।"

ঝালোর। চৈৎসিং? কিছু কি করিতে পারিলে?—চণ্ডালগণ যেরূপ নিষ্ঠুর, তাহাতে তাহারা কি এ সময় আমাকে বা মতিকে গ্রাহ্য করিবে?

চৈৎ। প্রথম যখন উহাতে নিযুক্ত হইয়াছে, তখন কখনও নিরাশ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে না।

ঝা। "কি ! কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ?—ভ্রাতঃ ! যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলে, ইহার উপযুক্ত পুরস্কার কি আছে যে,তাহা দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব ? যাহা সাধ্য গ্রহণ কর।"—বলিয়া কর্ণ হইতে মণিময় কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া উহার হস্তে প্রদান করিলেন। চৈৎসিং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুর পদে নমস্কারপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ ! সম্প্রদায় হইয়াছে বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থের আবশ্যক।"

ঝালোররাওর সে দিকে কর্ণ নাই, আমোদে পুলকিত হইয়া মতি বিবিকে বলিলেন,"বৎসে ! আর ভয় নাই, চৈৎসিং চণ্ডালের হস্ত হইতে বৎসকে রক্ষা করিয়াছে।"

চৈৎ। কি, দেবীও এখানে ? এই অপরিচ্ছন্ন মৃত্তিকার উপরেই আসীন রহিয়াছেন ? দেবি ! নমস্কার করি।

মতি। "তোমাকে আমি আর কি দিব ? আজ হইতে অভাগিনী তোমার ক্রীতদাসী হইল।"—বলিয়া চৈৎসিংহের পদতল ধারণ করিলেন।

চৈৎসিং সসম্ভ্রমে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! এ জন্মে এই দুঃখভোগ, আবার পরজন্মে কি ইহা হইতেও অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে ?"

ঝা। সত্য সত্যই কি মতি পাগল হইলে ?

মতি। কোথায়, আমার ওমরাও কোথায় ?

চৈৎ। কিঞ্চিৎ অর্থ না পাইলে চণ্ডালেরা তাঁহাকে দিতে চাহে না।
কি আশ্চর্য্য ! এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নগরস্থ যাবতীয় লোকই কি বিজয়ের পক্ষ হইয়া উঠিল, এমন কি, ভেদকরা অবধি তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন

করিতে চায় না। নগরে প্রকাশ, রাজা দেবীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। শুনিলাম, বিপক্ষগণও দলবল সমেত দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়াছে; দুর্গের সেনাগণও তাহাদের পক্ষ হইয়াছে। আর বিলম্ব নাই, তাহারা নগরে অচিরাৎ প্রবেশ করিবে। অতএব আর বিলম্ব বিধেয় নহে, শীঘ্র কুমারকে মুক্ত করিতে না পারিলে বিষম বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঝা। ঘাতকেরা কি চায়?

চৈৎ। পঞ্চসহস্র মুদ্রা। আমি অনেক আপত্তি করাতে তাহারা বলিল 'আপনাদের জীবন দিয়া কুমারের জীবন রক্ষা করিতেছি, ইহাতে কথামাত্রে শুনিব না।' কাজেই আমি নিরস্ত হইয়া আপনার নিকট আসিলাম। বাটীতে দেখা না পাইয়া দ্বারপালের কথানুসারে এই উদ্যানে আসিয়াছি।

ঝা। আমার অনুসন্ধানে আবশ্যক কি ছিল, বাটী হইতে অর্থ লইয়া কুমারকে লইয়া আসিলে না কেন?

চৈৎ। আপনি এখানে, অর্থ কোথা হইতে লইব? বিশেষতঃ দেবী নিদ্রা গিয়াছেন, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে গেলে নানা গোলযোগের সম্ভাবনা।

ঝা। তবেই ত, কি করা যায়?

মতি। তাহার জন্য চিন্তা কি? আপনি আমার সহিত আসুন, অর্থ দিতেছি। আর কাহার জন্য অর্থ রাখিব?

ঝা। চৈৎসিং, তুমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।

কিয়ৎক্ষণ পরে মতিবিবি ও ঝালোররাও পুনরায় সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অর্থ লইয়া চৈৎসিং প্রস্থান করিল।

ঝা। আমি এই রাত্রিমধ্যেই উহা স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিব। আর বিজয়ের উপর বিশ্বাস কি? কি আশ্চর্য্য! যাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ, তাহারই এই আচরণ! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার অপরাধ কি? বিশ্বাস করিয়া যেমন উহার করে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলে, পামর তেমনি উহার প্রতিফল প্রদান করিয়াছে, ঈশ্বরেচ্ছায় এখন যে প্রাণে প্রাণে বাছা রক্ষা পাইল, এই মঙ্গলেই মঙ্গল। কিন্তু আমিও বলিতেছি, যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে ওমরাওকে একদিন রাজসিংহাসনে নিশ্চয়ই বসাইব। যাহা হউক, এক্ষণে প্রকাশ হইলে সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

মতি। যাহা ভাল বুঝেন করিবেন।

ঝা। কিন্তু তুমি যেখানে থাকিবে, যেন সংবাদ পাই।

উহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় চৈৎসিং ওমরাওকে লইয়া সেই স্থলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মাতাকে দেখিয়া ওমরাওয়ের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল, মতিও পুত্রকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ওম। মা! ইহা হইতেই আমি প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি। দুরাত্মা বিজয় আমার প্রাণবধের জন্য চণ্ডালদিগকে আদেশ করিয়াছিল।

মতি। বাছা! যাহা হইতে প্রাণে রক্ষা পাইলে, তাঁহাকে নমস্কার কর।

পুরীমধ্যে অকস্মাৎ বিষম আর্ত্তনাদ-শব্দ উত্থিত হইল। শ্রবণমাত্র উঁহারা সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন; মতিবিবি সসম্ভ্রমে আপন অট্টালিকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মতির আজ্ঞায় ঝালোর ওমরাওকে লইয়া চৈৎসিংহের সহিত আপন গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চম স্তবক।

"দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অসম্ভ্রান্তানি বেশ্মানি ভরতঃ প্রতিপদ্যতাম্॥"
——রামায়ণম্।

তুমুল আর্ত্তনাদ——অবলার কোমলকণ্ঠ-বিনিঃসৃত করুণ বিলাপ-ধ্বনি,—অন্তঃপুর, রাজপুর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কারণ-নির্ণয় নাই, বারণেরও অবসর নাই, প্রধান রাজপুরুষগণ শত্রুর আগমনাশঙ্কায় যোদ্ধৃবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, পুররক্ষক সেনাগণ সসজ্জ হইয়া পুরদ্বারে দণ্ডায়মান হইল এবং বিপুল-নাদে অবিরত দামামা-ধ্বনিও উদ্গত হইতে লাগিল। ঘোরা রজনী, বিপুল আর্ত্তনাদ, ঘোর-গম্ভীর দামামারবে বিমিশ্রিত বিপুল করুণধ্বনি দূরদূরান্ত অবধি প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল। চমকে গৃহস্থ-হৃদয় চমকিত ও নিদ্রিতনয়ন উন্মীলিত; "কিসের শব্দ?" প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে সভয়ে আহ্বান করিতেছেন ও "সহসা এরূপ গোলযোগের কারণ কি?" জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু কিছুরই নির্ণয় হইতেছে না। স্থির কর্ণে কলরবস্থান লক্ষ্য হইতে লাগিল, "রাজপুরী," সকলেই একবাক্য,—"রাজপুরী" হৃদয় বজ্রে আহত হইল। অনুমান,—যবনগণ নিশ্চয়ই গোপনে রাজপুরী আক্রমণ করিয়াছে; "অবলাদিগের রোদন-শব্দ! অন্তঃপুর! সর্ব্বনাশ! আমরা জীবিত থাকিতে যবনগণ রাজার অন্তঃপুর অবধি আক্রমণ করিল? এখনও দেহে রক্ত বহমান!" মুহূর্ত্তের অপেক্ষা সহিল না, সকলেই রণসজ্জায় সজ্জিত ও রণোৎসাহে উৎসাহিত। অবলাগণ যবন-

দিগের নাম শ্রবণে উন্নত-কণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন. শান্ত-বাক্য নিরর্থক, কে কাহারে শান্ত-বাক্যে সান্ত্বনা করিবে? সকলেই সান্ত্বনার পাত্র। পরক্ষণেই কলরব উঠিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই, দুরাত্মা বিজয়ের পত্নী কুলপালিকা দেবী বসুমতীর হস্তে আপন পুত্র প্রদান করিয়া বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" সকলে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে না হইতেই নগরের দক্ষিণ হইতে পুনরায় এই শব্দ উঠিল;—"সাবধান, সাবধান! দুরাত্মা আকবর বিজয়ের সহিত নগরের দক্ষিণ-দ্বার অধিকার করিয়া দলবল সমেত নগরে প্রবেশ করিতেছে। রাজপুরীর দামামা-ধ্বনিশ্রবণে দ্বার-রক্ষক সেনাগণের অধিকাংশই পুরী-অভিমুখে গমন করিয়াছিল; সুযোগ পাইয়া দুরাত্মা দ্বারে অধিকার করিয়া রাজপুরীর অভিমুখে আগমন করিতেছে। কি স্ত্রী, কি বালক, কাহারও রক্ষা নাই, সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে, তাহার প্রতিই পামরগণ যথেচ্ছাচার করিতেছে।" শুনিবামাত্র নগরী—রাজভবন কম্পিত হইয়া উঠিল; গৃহস্থ মাত্রেই রণবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইলেন, রাজভবন আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ও যোদ্ধাদিগের বীরদর্পে পুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক দুর্গই বহ্নিজ্বালায় প্রজ্বলিত ও দামামা-শব্দে প্রতিধ্বনিত। দুর্গান্তর্ব্বর্ত্তী সেনাগণ বিপুলবেগে দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে গমন করিতেছে ও প্রধান রাজপুরুষগণের আজ্ঞায় দ্বাররক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য প্রতিদ্বারে গমন করিতেছে। নগরী স্ত্রী-বালবৃদ্ধের করুণরবে আকুল, রাজপথ লোকে লোকারণ্য, রণবেশে বেশিত রাজপুতগণে পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি-বিচার নাই, সকলেই সশস্ত্র, যে দিকে কলরব উঠিতেছে, সেই দিকেই বিপুল-বেগে ধাবমান। হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত বিষমবেগে সর্ব্বাঙ্গে বিচরণ করিতেছে এবং হস্তস্থিত করবাল মনের

উৎসাহে অবিরত কম্পিত হইতেছে। মুখে ভবানীর ভৈরব নাম, মনে মায়ের রুধিরময় উপহারদানে আকাঙ্ক্ষা। জীবনমরণে তুচ্ছজ্ঞান, অপরিসীম রণোৎসাহে হৃদয় উৎসাহিত। সকলেই অকুতোভয় ও অসীম সাহসে বিষম সাহসী; অস্ত্রের অপেক্ষা নাই, সঙ্গের সঙ্গীর প্রতিও দৃক্‌পাত নাই, বর্ষার স্রোতের ন্যায় বিষমবেগে রাজপুতসেনা দক্ষিণ-দ্বারে আসিয়া যবন-সেনার সহিত মিলিত হইল।

মনোবেগশান্তির পদার্থ অগ্রে উপস্থিত, উপায় হস্তে নিহিত, বিশ্রাম নাই, তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে প্রতিক্ষণে—প্রতি মুহূর্ত্তে অগণ্য যবনমুণ্ড বিনিপাতিত হইতেছে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের পদধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদে রণস্থল তুমুলনাদে নিনাদিত। চন্দ্রমা ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন, নিকটের বস্তুও বিশেষ লক্ষ্য হয় না,—আলোক জ্বালিবারও বিশেষ উপায় নাই; মাত্র ভবানীর নামে আত্মপর-নির্ব্বাচন হইতেছে। যাহার মুখে ভবানীর নাম, তাহারই নিস্তার, বিনা মায়ের নামে আজ যমেরও নিস্তার নাই। অস্ত্রে অস্ত্র বিঘর্ষিত, ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ উদ্গত, অবশেষে রুধিরাসারেই তাহা নির্ব্বাপিত হইতেছে। ঘোর সংগ্রাম, যোদ্ধাগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য, উন্মত্ত, সংগ্রামেই তন্মনস্ক, অসিমুষ্টি পাষাণবৎ কঠিন ও নিস্পন্দ—রক্তের চালনা নাই, অথচ প্রহারেও বিরতি নাই, জীবনের অপলাপেই প্রহারের অপলাপ, নতুবা যে গতি, সেই গতিতেই অস্ত্র চালিত হইতেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে অধিকাংশ যবনসেনা সমরশয্যায় শয়ন করিল দেখিয়া আক্‌বর সেনাপতি নান্নু খাঁকে ভবানীর নাম উচ্চারণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন, আদেশানুসারে প্রথমে নান্নু খাঁ পরে অন্যান্য যবনগণও আক্‌বরের ইঙ্গিতের পোষকতা করিল। সকলের মুখেই ভবানীর নাম, হিন্দু যবন জাতিভেদ নাই, সকলেই উন্নতস্বরে ভবানীর নাম উচ্চারণ

করিতেছে ও সেই প্রজ্বলিত সমরানলে আত্ম বা পর-জীবন আহুতি প্রদান করিতেছে, চৈতন্য নাই, কে কাহার বধ্য, জ্ঞান নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুতগণের বিভ্রান্ত চেতনা প্রকৃতিস্থ হইল, হস্তও প্রহারে বিরত হইল। রাজপুতগণ স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান,—কি কর্ত্তব্য,তদ্বিষয়েই সন্দিহান। অবশেষে যবনদিগের দুষ্ট অভিসন্ধি নির্ণীত হইল, উপায়ও তৎক্ষণাৎ স্থিরীকৃত হইল। শুদ্ধ ভবানীর নাম যবনজাতির অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু উহা কোন বিশেষণ পর বা কার্য্যপর হইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা কদাচই তাহার অনুকরণ করিবে না, স্থির করিয়া সেইভাবেই মায়ের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক রাজপুতগণ পুনরায় মহাসাহসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন আকবর সংকল্পিত উপায় হইতে নিরাশ হইয়া পৃথ্বীরাজকে বলিলেন, "পৃথ্বীরাজ! এক্ষণে তোমার সময় উপস্থিত, যে সকল যবনসৈনা নগর প্রবেশ করিয়াছিল, রাজপুতকরে প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, রাজপুতদিগকেও এক্ষণে যেরূপ সমরোৎসাহে উৎসাহিত দেখা যাইতেছে, তাহাতে তুমি কতিপয় মাত্র সৈন্য লইয়া উহাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে পারিলেই বিনা আয়াসে জয়লাভ করিতে পারা যাইবে, তোমরা পরস্পর স্বজাতীয়;—অধিক আর কি বলিব, এক্ষণে তুমি ভিন্ন জয়লাভের আর অন্য উপায় নাই।"

অধর্ম্ম-যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই, অবশেষে আকবরের প্ররোচনায় ও তোষামোদে অগত্যা উহাঁকে উহাতে স্বীকার করিতে হইল, কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাইতে কোনমতেই সম্মত হইলেন না। আকবর কি করেন, তখন তাহাতেই সম্মত হইয়া পৃথ্বীরাজের সৈন্যদিগকে নান্নু খাঁর আয়ত্তাধীন করিলেন এবং যবনসৈন্যগণকে নগরীর পূর্ব্বদ্বার আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন।

এই কৌশলেই যে রাজপুতগণের সেই বিষম উদ্যম ভঙ্গ হইত, তাহা

কোনমতেই সম্ভাবিত নহে; যদি সেই সময় রাজার পলায়ন-সংবাদ নগরে প্রচার না হইত, তাহা হইলে অদ্যকার এরূপ সহস্র সহস্র কৌশলও রাজপুতসেনার শাণিত তরবারির নিকট তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইত। রাজার পলায়নে নগরের যাবতীয় লোক এককালে যার-পর-নাই নিরাশ হইয়া পড়িল। যুদ্ধে আর কাহারও তাদৃশ উৎসাহ রহিল না, সকলেরই হৃদয় একান্ত আকুল ও মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে কর্ত্তব্য নিরূপণের জন্য প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র দলবদ্ধ হইলেন এবং এইরূপ আন্দোলন হইতে লাগিল যে, আকবর ভয়ানক পরাক্রান্ত, বিশেষ মল্লদেব তাহার সহিত যোগ দিয়াছেন। রাজা থাকিলেও যাহা হয় একরূপ ঘটিত; কিন্তু রাজা পলায়ন করিয়াছেন, এক্ষণে যে নূতন লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাহার হস্তে সমুদয় ভার সমর্পিত হইবে, এরূপও দেখিতেছি না। বিশেষ দুর্গস্থ প্রায় যাবতীয় সেনাগণের কাহাকেও তাদৃশ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যাইতেছে না; ভিতরে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ থাকিবে; অতএব এ সময় কর্ত্তব কি?"

পরিশেষে স্থির হইল,—প্রাণ সত্ত্বে কখনই সহজে নগরী যবনের হস্তে প্রদান করা হইবে না, অথচ এ যুদ্ধে যে আমরা জয়লাভ করিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না।—অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে, কিন্তু দুরাচার যবনগণ যে আমাদিগের অন্তঃপুর-কামিনীগণের উপর যথেচ্ছাচার করিবে, ইহা কোনমতেই সহ্য হইবে না। রমণীগণ অনলে জীবন পরিত্যাগ করুক এবং যতক্ষণ না এই কাণ্ড সমাধা হয়, ততক্ষণ যেন কোনমতে যবনেরা নগরে প্রবেশ করিতে না পায়, তদ্বিষয়েও বিশেষ চেষ্টা হউক।"

এই নিশ্চয়ই স্থির-নিশ্চয় হইল।

সংকল্পমাত্রেই অনুচর দ্বারা নগরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড খাত খনিত ও অত্যুজ্জ্বল বহ্নিজ্বালায় কুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়া উঠিল. ভীষণদর্শন বহ্নি-শিখা গগনতল স্পর্শ করিয়াছে। আর রাত্রি নাই, সত্বর কার্য্য সমাধা হওয়াই কর্ত্তব্য।

পুত্রের মাতা, ভ্রাতার ভগিনী, প্রণয়ীর প্রণয়িনী সজল-নয়নে আপন আপন প্রিয়জনের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতেছে ; দুই চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা.জন্মের মত জগতের সাধে বঞ্চিত। প্রণয়িনী রক্তবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিলেন এবং সধবাচিহ্ন সিন্দূরবিন্দু কপালে ধারণ করিয়া প্রিয়তমের নিকট গমনপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"সাধের গৃহ, সাধের শয্যা, সাধের সন্তান ও জীবনের জীবন তোমা ধনে বঞ্চিত হইয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম, বিদায় দেও।"

প্রিয়তমার হৃদয়-বিদারক করুণবাক্যে পাষাণ-হৃদয় বিদ্ধ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেয়সীরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, বলিলেন, "আজ হইতে এ দগ্ধহৃদয়ের আশা-ভরসা সমুদয় বিলুপ্ত হইল ; —যাও, জন্মান্তরে আর যেন তোমাকে এমন কঠিন-হৃদয় নরাধমের হস্তে পড়িতে না হয়। আঃ! এই রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই যেন এই পাপদেহ শত-সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়, নিরাশার প্রভাত আর যেন এই পাপচক্ষে দেখিতে না হয়। যাও, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" প্রণয়ী প্রণয়িনীকে বিদায় দান করিলেন এবং আপনিও জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মরণ বা রণবেশে সজ্জিত হইলেন।

ক্রমে রাজপথ, পরে কাত্যায়নীর মন্দির কামিনীগণে পরিপূর্ণ হইল। মন্দিরদ্বারও উদ্‌ঘাটিত হইল। অগ্রে করালার ভীষণমূর্ত্তি!—রমণীগণ গলে পটাঞ্চল প্রদানপূর্ব্বক করপুটে মায়ের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া করুণ-

স্বরে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার চিরদিনের সাধ আজ পরিপূর্ণ হইল।—পাষাণি! আর কিছুতেই কি তোর ক্ষুধার শান্তি হইল না? অবশেষে ভক্তের রক্ত পান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলি!—যে তোর উপাসনা করিবে, তাহারই কি এই দশা করিবি? এক্ষণে বিদায় দেও, অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া তোমার অনিবার্য্য ক্ষুধার শান্তি করি।" করুণরবে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

অবলাগণ ভক্তিভাবে কাত্যায়নীকে প্রণিপাত করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মাত্র দেবীর আগমনাপেক্ষাই অপেক্ষা।

ক্রমে দেবী বসুমতী অন্যান্য রাজমহিষীগণে পরিবৃতা হইয়া সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে প্রতাপসিংহ। বসুমতী প্রতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রতাপ! যদি রাজপুতরক্তে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক, যদি রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে বাঞ্ছা কর, যদি এই ক্ষত্রিয়চিহ্ন তরবারি-ধারণে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের এই অপঘাত-মৃত্যু— এবং তোমারই পিতার সহোদর দুরাত্মা বিজয়ের আচরণ স্মরণ রাখিও। যতদিন না ইহার প্রতিশোধ দিতে পারিবে, ততদিন কিছুতেই আমাদের উদ্ধারসাধন হইবে না। সামান্য উপকরণে রাজপুতজাতির প্রেতকার্য্য সমাহিত হইবার নহে; শত্রুরুধিরই ইহাদিগের উদ্ধারসাধনের একমাত্র উপকরণ। এই তোমার রাজদণ্ড তরবারি গ্রহণ কর; এই তোমার রাজসিংহাসন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কর; তোমার আর অন্যবিধ অভিষেকের প্রয়োজন নাই, অভাগিনীর নয়নজলেই তোমার অভিষেকবিধি সম্পাদিত হইল; আজ হইতে দুঃখের রাজ্যেই অভিষিক্ত হইলে। যদি কখন আমার গর্ভজাত পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয়-প্রদানে সমর্থ হও, তাহা হইলে প্রকৃত রাজ্যসুখ অনু-

ভব করিতে পারিবে। নতুবা চিরদিনই তোকে দুঃখের শয্যায় শয়ন করিয়া দুঃখময় স্বপ্নে ভীত হইতে হইবে। অন্য সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, সম্মুখে এই জ্বলন্ত অগ্নি আর তোর মায়ের এই চক্ষুর জলই এ বিষয়ের প্রকৃত সাক্ষী। আমরা বিদায় হই। ক্ষত্রিয়ের মাতা রঘুকুলের কামিনী অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিল। ভগবন্ চন্দ্রমা! মেঘে অঙ্গ আবরণ কর, এ কলঙ্ক যেন তোমার নয়ন-গোচর না হয়।" মহিষী নিস্তব্ধ হইলেন। প্রতাপ সজলনয়নে মাতাকে নমস্কার করিলেন।

নয়নের নিমেষ পড়িল না, তুমুল আর্ত্তনাদের সহিত সেই নগরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী – রাজ্যের সৌন্দর্য্য-গরিমা জ্বলন্ত অনলে সমাহিত হইল!

প্রতাপ সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সজলনয়নে অশ্বে আরোহণ করিলেন। অনেকে অনুসঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু সকলকে নিষেধ করিয়া একাকী আরাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে ক্রমে সেই কাল-রজনীরও অবসানকাল উপস্থিত দেখিয়া রাজপুতগণ প্রত্যেকে পীতবসন পরিধান পূর্ব্বক প্রত্যেক পুরদ্বার উন্মোচন করিলেন, আক্‌বরও দলবল সমেত ভীষণ-পরাক্রমে নগরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই, উদয়াস্তও লক্ষ্য নাই, সমস্ত দিবস-অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বেলাবসানে যবনগণ মহা উল্লাসে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল; রাজপুতগণের নিরাশার সহিত সেই তুমুল সংগ্রামেরও শেষ হইল। প্রায় সমস্ত রাজপুতকুলই নির্ম্মূল, ছিন্নদেহে নগর-চত্বরে শয়ন করিয়া স্বাধীনতার সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। নগরী প্রায় জনমানবশূন্য, প্রেতরাশিতেই পূর্ণ। বিজয়সিংহ রাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই শূন্যময় রাজসিংহাসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"তস্তারুত্বং তব মম পুরঃ সাশ্রুসানীদৃশানি ।
প্রাপ্য সোহস্মব্ধপুষি বিনয়ব্যুৎক্রমেহপ্যেষ রাগঃ ॥"
——বেণীসংহারম্।

নগরীর কলরব নাই, জনসঞ্চারেরও সম্ভাবনা নাই, শান্ত প্রকৃতি শান্ত-ভাবে শান্তি সিংহাসনেই বিরাজ করিতেছেন, রাজ্য অরণ্য,—প্রজা বৃক্ষাবলি, কর ফলরাশি, বায়ু উপহার ও সুমধুর বিহগগীতিই স্তুতিপাঠিকার কার্য্য সমাধা করিতেছে। সুন্দর রাজ্যের সুন্দর ভাব,—সুন্দর মনেরই প্রীতিদায়ক হইয়া থাকে। এ রাজ্যে খলতা নাই, হিংসা নাই, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি সাংসারিক ভাব কিছুই নাই; সমুদায় শান্ত, শান্ত-ভাবেই পূর্ণ, বিজন অরণ্য! যথায় দূষিত-চিত্ত গ্লানিময় মানবের সঞ্চার নাই, সেই বিজন অরণ্য; যথায় নিরন্তর দুঃখে অভিভূত, অথচ আত্মজ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ, হিংস্রক মানব-পশুর সঞ্চার নাই, সেই বিজন অরণ্য; শান্তির নিকেতন!—বিধিমার্গেই সৃষ্ট হইয়াছে, বিধিমার্গেই চলিতেছে, আবার বিধিমার্গেই নাশ প্রাপ্ত হইবে। এখানে নিদ্রা নাই, কল্পিত সুখ-দুঃখেরও স্বপ্ন নাই; যাহা সত্য, যাহা নিত্য, সেই ঈশ্বরভাবেই এ স্থান

নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে; তাপসের সাধনার স্থান, তপস্যার তপোবন। বাহ্য আড়ম্বরে পূর্ণ, বাহ্য শোভায় শোভিত, বাহ্য সুখেই সুখিত সংসারীর পক্ষে ভয়ঙ্কর নরকস্বরূপ; আত্মসুখে সুখিত ঈশ্বরান্বেষীর পক্ষে অমৃতময় স্বর্গরূপ, বিজন অরণ্য! কল্পিত সুখে সুখিত সংসার নহে, - বিজন অরণ্য! স্ত্রী-পুত্রে পরিপূরিত নরকদ্বার নহে,- বিজন অরণ্য!—দুঃখের নহে, মাত্র সুখেরই স্থান;—বিজন অরণ্য!

অদূরে ভগ্ন কুটীর,—কুটীর ভগ্ন অথচ পুষ্পিত তরুনিকরে নিত্য নবশোভায় পরিশোভিত; সম্মুখে জলাশয়, বিস্তীর্ণ, কোথায় যে শেষ হইয়াছে, লক্ষ্য হয় না, যতদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়,ততদূরই সুনীলসলিলরাশি; জ্ঞান হয়, অপর ভাগ গগনে মিলিত হইয়া গিয়াছে। বিধাতার জলময়ী সৃষ্টি, মনুষ্যের নির্ম্মিত নহে, দেবখাত। সুন্দর স্থান,—শান্তির স্থান! কিন্তু ঐ কুটীরদ্বারে বৃক্ষতলে যে অতিথি আসীন রহিয়াছেন, ভাবদর্শনে তাঁহাতে ত অণুমাত্রও শান্তির ভাব লক্ষিত হইতেছে না, যেন গ্লানিতে বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, করতলে কপোল-বিন্যাস করিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন, অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ, আকৃতিও রাজার অনুরূপ। পার্শ্বে কামিনী শয়ানা, ঐ অতিথির অঙ্কে মস্তক সন্নিবেশিত ও অন্য সমস্ত অঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত, অঘোর নিদ্রাতেই অভিভূত রহিয়াছেন। অতিথি সেই ক্ষুণ্ণ নন্দিনীর মুখপানে এক একবার দেখিতেছেন ও দুঃখে অজস্র অশ্রুপাত করিতেছেন। এ অতিথি কে? পরিচিত, একদিনের নয়, বহুদিনের পরিচিত, রাজা উদয়সিংহ। অঙ্কদেশে মতিবিবি শয়ানা, আর চলিতে পারেন না, কণ্টকে,—পাষাণে অঙ্গ,—বিশেষ চরণতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, অঙ্গ অবশ, চরণ বেদনায় কাতর, ভূমি-স্পর্শে যেন মৃত্যুযাতনা উপস্থিত হয়, কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার অঙ্কেই শয়ন করিয়াছেন। কয় দিবস আহার নাই, নিদ্রাও নাই, রাজার সহিত বনে বনেই ভ্রমণ

করিতেছেন, বনে বনেই রোদন করিতেছেন ; কিন্তু আর যাইতে পারেন না, মরিতে হয় এখানেই মরিব, আর কোথাও যাইতে পারিব না, এই নিশ্চয়েই স্থিরজ্ঞান। রাজারও ততোধিক কষ্ট, যবন-হস্তে পরাজিত হইয়াছেন, রাজ্য গিয়াছে, অপমানেরও একশেষ হইয়াছে ; আর বাঁচিতে বাসনা নাই, কিন্তু সঙ্গে মতিবিবি, মৃত্যুর পর মতির কি দশা হইবে, কেবল এই ভাবনাতেই বাঁচিবার সাধ ! আপন কষ্টে কষ্ট-জ্ঞানই হইতেছে না, মতির কষ্টেই কষ্ট ; মতির চরণ হইতে রুধিরধারা ক্ষরিতেছে, রাজার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতেছে ; মতির অঙ্গ অবশ, রাজার অন্তর কণ্টকে বিদ্ধ। এত হইয়াছে, তথাপি চৈতন্য নাই ; এখনও মতিই রাজার উপাস্যদেবতা, মতিই রাজার ইষ্টমন্ত্র। একটা কুলটার, একটা বেশ্যার জন্য যে একজন ক্ষত্রিয়, সূর্য্যবংশীয় ভূপতির পরিণাম এইরূপ হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

কিন্তু আর না,—মতি আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই করিতে বসিয়াছে, স্বপ্নে বিজয়কেই তিরস্কার করিতেছে, যাহাতে রাজার হৃদয় বিদ্ধ হয়, সেই ভাবেই তিরস্কার করিতেছে, "বিজয়,এই কি তোর আচরণ ?"রাজা চমকিত হইয়া উঠিলেন, "আমি রাজ্যের অপেক্ষা না করিয়া তোর করে জীবন যৌবন সমুদয় অর্পণ করিলাম, এই কি তার প্রতিশোধ ?" রাজার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, মতির মস্তক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অসিও নিষ্কোষিত হইল, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাপীয়সি ! আপন মুখেই আপন পাপ প্রকাশ '—মূঢ় উদয়সিংহ কিছুতেই যাহা বিশ্বাস করিতে চায় নাই, আপন মুখেই তাহার উল্লেখ ! আর অপ্রত্যয়ের নাই ; চন্দ্র, সূর্য্য, স্বয়ং ঈশ্বরও তোর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিলে আর অপ্রত্যয়ের নাই,—স্থির-জ্ঞান, তুই কুলটা, তুই পাপীয়সী, তুই মায়া-

বিনী—ইহা স্থিরজ্ঞান, আর কিছুতেই যাইবে না, ইহা স্থিরজ্ঞান। ওঠ্,—আপনার প্রায়শ্চিত্ত কর্। মায়াবিনি! এখনও নিদ্রার ছলনা? —যে ক্ষত্রিয়সন্তান বেশ্যার বশীভূত, বেশ্যার দাস, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? পাপ জাগাইবার আবশ্যক নাই, নিদ্রিতাবস্থাতেই সংহার করা কর্ত্তব্য।" উদ্যত অসি বৃক্ষশাখায় লগ্ন হইল। "কি! পাপ-মোচনে বাধা?—রাজার সম্মুখে পাপে পক্ষপাত?" বৃক্ষশাখা ছিন্ন হইল, শাখাস্পর্শে মতিরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

নিদ্রাভঙ্গে মতি রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া ভয়বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি মহারাজ! কি হইয়াছে?"

রাজা। যদি তোর কোন অভীষ্ট দেবতা থাকে, স্মরণ কর্—উদ্যতখড়্গ উদয়সিংহ আজ তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দণ্ডায়মান।

মতি। কি হইয়াছে?

রাজা। কুলটা-বধে কারণ-নির্দ্দেশ! যে ব্যভিচারিণীর ব্যভি-চারে জগৎ ছারখার হইতেছে, তাহার বধের কারণ-নির্দ্দেশ!—যাহা আদেশ করিলাম, কর্, নতুবা এখনি মরিবার জন্য প্রস্তুত হ।

মতি। ক্ষত্রিয় রাজার স্ত্রীবধ!

রাজা। যে ক্ষত্রিয় তোর সহবাসে কালযাপন করিয়াছে, তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব কোথায়? সে নরাধম চণ্ডাল হইতেও নীচ, বনের বনপশু হইতেও নিকৃষ্ট।

মতি। মহারাজ! কি অপরাধে আমাকে বিনাশ করিবেন?

রাজা। অপরাধ?—তোর বিনাশে অপরাধ! এখনও বলিতেছি, ইষ্টদেবতার স্মরণ কর্।—তোরও আবার ইষ্ট?—ভ্রম!—মূর্খ উদয়সিংহের সমুদায়ই ভ্রম!

মতি। মারুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কি অপরাধে——

রাজা। "আমার উপভোগ্য বস্তু পরের অঙ্কভূষণ!"—খড়্গ মস্তকে আহত হইল।

দারুণ খড়্গের দারুণ আঘাত, নিমেষের অপেক্ষা সহিল না, মতি কম্পিত-কলেবরে ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিলেন। কম্পের বিরাম, জীবনেরও অবসান। রবিকরে শোষিতা পদ্মিনীর সৌরভের সহিত সৌন্দর্য্য-জীবনের শেষ হইল; মতি চিরদিনের মত জগতের নিকট, রাজার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। রাজশাসনও শেষ হইল, উন্মত্ত ক্ষত্রিয়ের উত্তপ্ত হৃদয়বেগও শান্ত হইল। রাজা উন্মত্ত, স্তম্ভিত, স্থির-দৃষ্টে মতিকেই দেখিতেছেন, কিন্তু কি দেখিতেছেন, জ্ঞান নাই; হস্তের অস্ত্র ভূমিতে পতিত হইয়াছে, উদ্বোধ নাই; মস্তক ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, তিনিও ঘুরিতেছেন; আর দাঁড়াইতে পারেন না, অবশ-দেহে অজ্ঞাতভাবে সেই স্থলে বসিয়া পড়িলেন; দৃষ্টি অবনত, হৃদয় পূর্ব্ববৎ আলোড়িত। কিয়ৎক্ষণ পরে বিভ্রান্ত চেতনা যেন তাঁহাতে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইল, মতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মতি নাই, মাত্র দেহই ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছে। হৃদয় বজ্রে আহত হইল। মৃত শরীর অঙ্কে তুলিয়া লইলেন, হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অন্তরের যাতনা অন্তরেই রুদ্ধ, অন্তরের ভাবনায় অন্তরই দগ্ধ,—আর সহ্য হয় না।—মতির দেহ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গমন করিলেন, মনোবেগ শান্ত হইল না; ফিরিয়া আসিলেন, দেখেন, যেখানে মতির দেহ পতিত ছিল, সেখানে কিছুই নাই। বিস্মিতভাবে চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন, কিছুই দেখিতে পান না। মনে অন্যভাবের সঞ্চার, হৃদয়ও আকুল, পুনরায় চাহিয়া দেখেন, অদূরবর্ত্তী লতাকুঞ্জের অন্তরে এক কৃষ্ণবর্ণ মানবাকার বিকৃতাকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

হৃদয় আহত হইল, সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই ? সত্বর পরিচয় দে, নতুবা এখনই মস্তকচ্ছেদন করিব।"

উত্তরে,—বিকৃত ভঙ্গীতে বিকৃত হাস্য মাত্র।

"কি, আমার সহিত উপহাস ?" কটি হইতে অসি নির্ম্মুক্ত করিতে যান, অস্ত্র নাই, শূন্য কোষ কটিতে বদ্ধ। সেই মূর্ত্তি পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

"পদাঘাতেই তোর হৃদয় চূর্ণ করিব।"—নিকটে না যাইতে যাইতেই চকিতের মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত।

নির্জ্জন কানন, রাজা একাকী, তাহাতে শোকে তাপে মন একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আবার এই কাণ্ড, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অবনতবদনে সেই বনভূমিতেই বসিয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় চাহিয়া দেখেন, নিকটে দুইজন তপস্বী দণ্ডায়মান,—রাজা তাপসাকার দর্শনে নমস্কারপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,— "আপনারা কে ?"

"এই বনবাসী তাপস।"

"আমি কে ?"

"আমাদিগের অতিথি, রাজা উদয়সিংহ !"

"প্রকৃতিই কি আমি উদয়সিংহ ?"

"হাঁ মহারাজ।"

"তবে আমা সংক্রান্ত যা কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে, সমুদায়ই সত্য ?"

"সুস্থ হউন, পরে বলিতেছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাপস বলিলেন, "মহারাজ ! আপনিই রাজা উদয়সিংহ, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদিগের এই আশ্রমে আসিয়াছেন ; কিন্তু যাহার জন্য আপনাকে রাজ্যচ্যুত

হইতে হইয়াছে, যাহার জন্য বনবাসী হইতে হইয়াছে, যাহার জন্য স্ত্রীপুত্রেরও অপ্রিয়ভাজন হইতে হইয়াছে, সেই পাপীয়সী কুলটার সহবাস কি আপনি ভুলেও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না? আমরা কল্য হইতেই অলক্ষিতভাবে আপনার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছি, উহার সহবাস পরিত্যাগ না করিলে কদাচই আমরা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। আমাদিগের এই আশ্রম, কিন্তু আপনি এখানে আসিয়াছেন বলিয়া আমরা এ আশ্রম অবধি পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, ভাগ্যে আজ মতি স্বপ্নে আপনার পাপ প্রকাশ করিয়াছিল, তাই আমাদের সাক্ষাৎ পাইলেন, নতুবা আপনার জন্য আমাদিগকে যে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে হইত, তাহা বলিতে পারি না।

যাহা হউক, উহার বধ-সাধন করিয়াও দেখিলাম, আপনি উহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, উহার জন্য আপনার মন যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, তাহাতে আমরা সহস্র উপদেশ দিলেও আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, এই আশঙ্কায় যখন আপনি উহার মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় অন্যত্র গমন করিলেন, তখন আমরা ঐ পাপীয়সীর দেহ সলিলে নিক্ষেপ করিলাম এবং আপনার মন অন্য প্রকারে বিভ্রান্ত করিবার মানসে আমি আমার শিষ্যকে বলিলাম, 'যাহাতে রাজা বিশেষ ভীত হন, এইরূপ কর।' তাহাতেই ইনি ঐ লতাকুঞ্জের মধ্যে বিকটাকারে দণ্ডায়মান হইয়া বিকট হাস্য করেন এবং বৃথা ভয়ে আপনার মনকে ঐরূপ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলেন। যাহা হউক, মহারাজ, আর আপনার চিন্তা নাই, যখন ঐ উপদেবতার আবির্ভাব আপনা হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন আর কিছুতেই আপনাকে বিপন্ন করিতে পারিবে না; কি আশ্চর্য্য! একটা কুলটা,

বেশ্যা আপনারও মনের উপর প্রভুত্বলাভে সক্ষম হইয়াছিল? এক্ষণে উঠুন, স্নানাদি সম্পাদন করিয়া দেহ ও মনকে সুস্থ করুন।"

রাজা উঁহাদের কথায় কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া উঁহাদের আগ্রহে স্নানাহার করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"ক্ষত্রধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ প্রাপ্য রাজ্যং সুদুর্ল্লভম্।
জিত্বা চারীন্নরশ্রেষ্ঠ! তপ্যসে কিং ভৃশং ভবান্॥"
——শান্তিপর্ব্ব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার মনকে সুস্থ করিতে পারে, এমন অনেক পদার্থই ছিল, প্রিয়তমা দ্রৌপদী ছিলেন, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ছিল, যাঁহার সহবাসে সকল দুঃখের উপশম হয়, এমন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই তাঁহার সখা ছিলেন এবং অবশিষ্ট যা কিছু প্রজা ছিল, তাহারা হৃদয়ের সহিত তাঁহারই আজ্ঞা বহন করিত। লঙ্কার যুদ্ধের পরও বিভীষণের মনপ্রীতিকর অনেক পদার্থ ছিল, কিন্তু চিতোরের যুদ্ধের পর এক রাজসিংহাসন ভিন্ন বিজয়ের আর কিছুই ছিল না। সেই রাজসিংহাসনই উঁহার রাজত্ব ছিল এবং তিনিই উহার রাজা হইয়াছিলেন; রাজ্যের রাজা অনুদ্দিষ্ট, প্রজার রাজা অরণ্যবাসী, ঘৃণার রাজাই সিংহাসনে, ক্ষুণ্ণহৃদয়ে শূন্যভবনে বিরাজ করিতেছেন, প্রজাগণ কেহই নিকটে আসে না, রাজপুরীর অভিমুখে দৃষ্টিপাত করে না এবং রাজার মুখও দর্শন করে না। বিজয় কত ভাবিবেন, কোন্ দিকেই বা ভাবি-

নয়ন অল্পে অল্পে উন্মীলিত হইল, চাহিয়া দেখেন, দ্বারবান্ বীজন করিতেছে এবং ঝালোররাও অল্পে অল্পে মস্তকে জলসেক করিতেছেন ; হস্তসঙ্কেতে নিবারণ করিলেন।

ঝালোর জলসেক বন্ধ করিয়া আপন উত্তরীয় দ্বারা উহাঁর বদন মুছাইয়া দিলেন। ক্রমে একটু বলাধান হইলে, বিজয় উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় একজন দ্বারপাল আসিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! দিল্লীর সম্রাট্ আকবর শাহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় সভাস্থলে দণ্ডায়মান।"

ঝালোররাও ঐ কথা শুনিবামাত্র বিজয়ের অনুমতিক্রমে আস্তে আস্তে দ্বারপালের সহিত গমন করিয়া আকবরের সহিত পুনরায় সেই স্থলে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, বিজয় অতি কষ্টে দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিতে আকবরকে অনুরোধ করিলেন। আকবর আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ অসুখের কারণ কি?"

বিজয় মস্তক অবনত করিলেন, ঝালোররাও আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা কীর্ত্তন করিলেন।

আকবর। কি আশ্চর্য্য! সামান্য লোকের ন্যায় একজন সূর্য্যবংশীয় নরপতিরও চিত্ত সামান্য ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইবে?

ঝা। মহারাজ! সম্রাট্ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনার ন্যায় সারবান্ ব্যক্তি গতানুশোচনায় কতক্ষণ অনুতপ্ত হইতে পারে?

আকবর। রাজন্! একজন বীরপুরুষের অন্তরে অনুশোচনাও আস্পদলাভে সমর্থ হইতে পারে? বীরগণ যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য অনুতাপ করিবে? বজ্র ততক্ষণই বজ্র বলিয়া অভিহিত হইবে, যতক্ষণ

বি। ছড়িয়া দিন, —এ পাপিষ্ঠের দেহ স্পর্শ করিবেন না. ছাড়িয়া দিন।

ঝা। কদাচই ছাড়িব না।

বি। আঃ—ছাড়িয়া দিন।

বি। কদাচই হইবে না।

বি। মরিতেও দিবেন না,—যাইতেও দিবেন না। তবে কি আমায় দগ্ধ করিয়া মারিবার সাধ? আসুন,—অগ্নি আনুন,-- এখনি পুড়িয়া মরিতেছি।

ঝা। কেন অকারণ বৃথা ভাবনায় মনকে দূষিত করেন? বসুন, —সুস্থ হউন।

বি। কি, আমার ভাবনা বৃথা? আমার মনকে আবার দূষিত? দুরাত্মা বিজয়সিংহের স্বাস্থ্যলাভ? দিন—অস্ত্র দিন, যদি এ নরাধমের স্বাস্থ্য প্রার্থনা করেন ত অস্ত্র দিন, মরিয়া চিরদিনের মতন স্বাস্থ্যলাভ করি।

ঝা। আঃ—নিকটে কি কেহই নাই?

একজন দ্বারবান্ প্রবেশ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইল।

ঝা। শীঘ্র শীতল জল আনয়ন কর।

দ্বারবান্ জল আনয়ন করিলে, ঝালোর বিজয়ের মস্তকে জলসিঞ্চন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আসনে বসাইলেন। দ্বারবান্ চামর-বীজন করিতে লাগিল। বিজয়সিংহ মুদিতনয়নে অবশ-মস্তক ঝালোরের হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া অস্পন্দভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ঝালোর ক্ষণে ক্ষণে উহাঁর মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণের পর যেন বিজয়ের কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ হইল। নিমীলিত

আশার জীবনেই জীবিত। তুমিও সেই প্রাণী, সেই আশার আশাতেই প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাস ত্যাগ করিতেছ; তবে কেন তুমি এরূপ কাতর হইবে? তুমি যে রাজ্যের আশায় এককালে হতাশ হইয়া পড়িয়াছ, তাহার কারণ কি? লোকে যে আশার বশবর্ত্তী হইয়া অরণ্যে, মরুতে রাজ্য-সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আশা কি তোমা অপেক্ষাও শূন্যের উপর অবলম্বিত নহে? শুনিলাম, রাজ্যে যে সকল প্রজা আছে, তাহারা তোমার উপর বিরক্ত, সেটীও তোমার একটী মনঃক্ষোভের কারণ, কিন্তু তাহারা যখন দেখিবে, তুমি ভিন্ন তাহাদের গতি নাই, তখন তাহারা এই তোমাতেই নানা গুণ দেখিতে থাকিবে। নূতন রাজা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে প্রজাগণের মনে নানা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশেষ তুমি যেরূপ ভূমিকার সহিত রাজ্যতন্ত্রের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছ, তাহাতে প্রজাগণ তোমার উপর বিলক্ষণই বিরক্ত হইবে, কিন্তু কখনই সে ভাব চিরদিন থাকিবে না। বিজয়! শুদ্ধ যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়াই এরূপ বলিতেছি না, আমি নিজে ঐরূপ ঘটনা বিস্তর ভোগ করিয়াছি। অতএব সে জন্য চিন্তা করিও না, ও চিন্তা বহুদিনের নহে।

ঝা। আপনার সেনাগণের অত্যাচারও ইহাঁর মনঃক্ষোভের একটী প্রধান কারণ।

আক্। আমিও অনেকের মুখে ঐ কথা শুনিয়াছি। সেইজন্য আমার সেনানিবেশ নগরের বাহিরে সংস্থাপন করিবার আদেশ দিয়া আমি বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। অদ্য অপরাহ্লেই আমি নগরের বাহিরে গিয়া অবস্থান করিব। কিন্তু এক্ষণে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে।

ঝা। আদেশ করুন।

আক্। যাহার জন্য এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-ঘটনা হইল, কই, তাহার শেষ ত এখনও হইল না ?

বিজ। মতিবিবির বিষয় ?

আক্। হাঁ।।

বিজয় ঝালোররাওর অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মতি কোথায় ? অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে উহার শিবিরে পাঠাইয়া দিন।"

ঝা। মতিবিবি কোথায়, তাহা তো জানি না।

বি। আমি শুনিয়াছি, রাজার সহিত পলায়ন করিয়াছে।

"আমি প্রথমে তাহাই শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পরে যাহারা রাজাকে যাইতে দেখিয়াছিল, তাহাদের মুখে শুনিলাম, রাজা একাকী গমন করিয়াছেন, সঙ্গে কেহই ছিল না।

বি। আমি বিশেষ না শুনিলে কি বলিতেছি ?

ঝা। তবে হইতে পারে।

বিজয়। রাজা কোথায় গমন করিয়াছেন, সেটী বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া মতিকে আনাইয়া সম্রাটের শিবিরে প্রেরণ করুন।

"আচ্ছা" বলিয়া ঝালোররাও আকবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, দুই চারি দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।"

আক্। "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম, কিন্তু ও বিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হইবেন। নান্নু খাঁর নিকট আমাকে বিশেষ লজ্জিত হইতে হইতেছে।"—বলিয়া আকবর আসন হইতে গত্রোত্থান করিলেন। বিজয় ও ঝালোর দ্বার পর্য্যন্ত উহাঁর অনুগমন করিয়া, আকবর আপন যানে আরোহণ করিলে উহাঁরা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

নীতির্নয়তাস্মৃতপূর্ব্ববৃত্তং জন্মান্তরং জীবত এব পুংসঃ।

——মুদ্রারাক্ষসম্।

পরদিন প্রভাতে ঝালোররাও বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আপন পুরী হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিতে যান, এমন সময় একজন অশ্বারোহী যবন সৈনিক তাঁহার পুরদ্বারে আসিয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল এবং যথাযথ অভিবাদন করিয়া একখানি পত্রিকা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। ঝালোররাও পত্রখানি গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে আসিতেছ?"

"দিল্লীর সম্রাট্ আকবর শাহের শিবির হইতে।"

"সম্রাটের সেনানিবেশ কি নদীকূলেই সংস্থাপিত হইয়াছে?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

ঝালোর পত্র উন্মোচন করিলেন,—

"মহাশয়, যদি বিশেষ কার্য্যক্ষতি না হয়, তাহা হইলে মহারাজ বিজয়সিংহের সহিত একবার আমার শিবিরে আসিলে বিশেষ উপকৃত হইব। যদি বিজয় এখনও বিশেষ স্বাস্থ্য লাভ করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি একাকী আসিলেই হইতে পারে।"

পত্রপাঠ শেষ হইলে ঝালোররাও সৈনিককে বলিলেন, "আমি রাজপুরীতেই যাইতেছি, আমার সহিত আইস।" বলিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব তীরবেগে ধাবিত হইল, সৈনিক আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া উঁহার

পশ্চাৎ অনুগত হইল। মুহূর্ত্তের অপেক্ষা সহিল না, উভয়ে অভিলষিত স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অগ্রে রাজপুরী, বিচিত্র ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত রাজপুরী,—দ্বারে মঙ্গলঘট, মঙ্গলময় সহকার-পল্লবে আবরিত জলপূর্ণ সুবর্ণঘট, তোরণোপরি মধুর মৃদঙ্গরবে মুখরিত মধুর তূর্য্যধ্বনি, তোরণস্তম্ভে নববিকশিত পুষ্পের মালা, দ্বারপার্শ্বে নানা বেশে সুবেশিত দ্বারপালগণ,—স্কন্ধে উলঙ্গ তরবারি,—রবিকরে উদ্ভাসিত হইতেছে; তরুণ-সূর্য্যের তরুণ কিরণে পুরীরও তরুণতা সম্পাদিত হইয়াছে; পূর্ব্বভাব অপনীত, নূতন ভাব অভ্যুদিত। আজ সমুদায়ই নূতন,—নূতন রাজ্যের নূতন রাজা নূতনবেশে, নূতন সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন, পুরাতন মলিন ভাব দূরিত হইয়াছে,—পুরাতন মলিন বেশও অপনীত হইয়াছে। বিজয় রাজসজ্জায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট—অঙ্গে রাজপরিচ্ছদ, মস্তকে রাজমুকুট, দুই পার্শ্বে চামর বীজিত হইতেছে, মস্তকোপরি রত্নখচিত শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত রহিয়াছে। মন্ত্রিগণ পরিচ্ছন্নবেশে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বন্দিগণ করপুটে স্তুতিপাঠ করিতেছে; আত্মীয়বর্গ যথাযোগ্য আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নানা কথায় বিজয়ের সন্তোষবিধান করিতেছেন। রাজপুরীর অপূর্ব্ব শোভা, ঝালোর যাহা প্রত্যাশা করেন নাই, কল্যকার ভাব দৃষ্টে যাহা কোন কালে প্রত্যাশা করিবেন কি না, ভাবিতেও পারেন নাই, এক রাত্রির মধ্যে তৎসমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। হাস্য-দর্শনে বিজয়ের মস্তক লজ্জায় অবনত হইল,—দেখিয়া ঝালোররাও বলিলেন,—"মহারাজ! আপনাকে যে এরূপ দেখিব, ইহা আমি স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। যাহা হউক, আপনি যে প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার পৈতৃকসিংহাসনে

অধিরোহণ করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কি আছে ?”

সভাশুদ্ধ সকলে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলে, ঝালোর পুনরায় বলিলেন,---“রাজন্! আকবর শাহের নিকট হইতে আপনার ও আমার নামে দুইখানি পত্র লইয়া এই লোকটী আসিয়াছে।” বিজয় পত্রের নাম শুনিয়াই কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন ;—ভাবিলেন, “পত্রে মতিবিবির কথা ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না ; কিন্তু নানা স্থলে মতির নানা অনুসন্ধান হইয়াছে, কোন স্থানে তাহাকে ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ; রাজার অনুসন্ধানে যে সকল লোক প্রেরিত হইয়াছে, তাহারাও প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বলিলেন, “আমার শরীর বিলক্ষণ অসুস্থ আছে, আপনিই গমন করুন।”

ঝা। তাহা কি ভাল হয় ? আপনার শরীর অসুস্থ, একাকী যাইতে পারিবেন না, বোধ হয়, সেই জন্যই আমাকে সমভিব্যাহারে যাইতে লিখিয়াছেন। নতুবা আমি একা গিয়া কি করিব ?

বি। আপনি ত অপর নহেন, আপনার যাওয়াতেই আমার যাওয়া হইবে। কিন্তু মতির কথা উঠিলে বলিবেন, মতি কোথায়, এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান হয় নাই। রাজার অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইয়াছে, আমার বোধ হয়,---বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই মতি রাজার সহিত গমন করিয়াছে, অতএব নগরে প্রবেশমাত্রেই তাহাকে আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিব। তাহাতে কালবিলম্ব হইবে না।

ঝা। তবে শুদ্ধ আমার যাওয়াই কি স্থির হইল ?

বি। তাহাতে ক্ষতি কি ?

ঝা। আচ্ছা, তবে চলিলাম।

ঝালোররাও সেই সৈনিকের সহিত সভা হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় স্তবক।

"তদেবম্প্রায়াতিকুটিলকষ্টচেষ্টাসহস্রদারুণে রাজতন্ত্রে
তথা প্রযতেথাঃ, যথা ন প্রতার্য্যসে বিটৈঃ,
নাস্বাদ্যসে ভুজঙ্গৈঃ, ন বঞ্চ্যসে ধূর্ত্তৈঃ।"

——কাদম্বরী।

আক্‌বর আপন শিবিরে বসিয়া ঝালোররাওর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ঝালোররাও গিয়া শিবিরদ্বারে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। সৈনিক অগ্রে গিয়া আক্‌বরের নিকট ঝালোরের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলে আক্‌বর সহাস্যবদনে শিবিরদ্বারে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমার পত্রের ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন?"

ঝা। স্পষ্ট পত্র, গূঢ় ভাবার্থ ত কিছুই দেখিলাম না।

আক্‌বর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন,—দেখিয়া ঝালোররাও ঈষৎ হাস্য করিলেন।

আক্‌। মহাশয়! আমার অনুমান কখনই বৃথা হইবার নহে। যদি আমার শ্লাঘার বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে আকার দর্শনে

বেন ? ওদিকে ত রাজার প্রতি প্রজাগণের ঐরূপ মনের ভাব, এদিকে রাজ-কোষে অর্থ নাই, খাদ্যাদিরও বিলক্ষণ অভাব, আবার সমস্ত রাজ্যই প্রায় প্রজাশূন্য, নগরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা-সকল পড়িয়া রহিয়াছে, মনুষ্য নাই, মাত্র বিজয়ের অভিসম্পাতের জন্যই বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও শিশুগণ ভগ্নমনে সজল-নয়নে অট্টালিকা সকল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। দেশে যুবক নাই, যুবতীরও বিরল-প্রচার, ভদ্রগৃহে প্রায় স্ত্রী-মাত্রেরই অভাব। যাহা কিছু আছে, তাহা যবনেরই উপভোগ্য, প্রতিবাদী হইলে, রোদন করিলে, মস্তক ছিন্ন হইবে, তথাপি দয়ার উদ্রেক হইবে না। আর ক্ষত্রিয়ের স্বাধীনতা নাই, নগরীর বক্ষের উপর বিকটাকার যবন-গণ শিবির সংস্থাপন করিয়া রহিয়াছে ও সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুধর্ম্মের হৃদয়ে পদাঘাত করিতেছে, নগরীরও পতন সম্ভব, কিন্তু আপন ইচ্ছা ব্যতীত তাহাদিগের পদমাত্র অপসরণও সম্ভাবিত নহে। বিজয় অনুগৃহীত, অনুগ্রহ করিয়া উহাঁকে রাজ্য প্রদত্ত হইয়াছে; এই বিশ্বাসেই যবনগণ যথা ইচ্ছা যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইতেছে। কেহ নিবারণ করিবার নাই,আক্‌বরের কর্ণগোচর করে, কাহারও এমন সাহসও নাই। আক্‌বর নূতন রাজা, নূতন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত, এখন সৈনাগণের উৎসাহ-ভঙ্গ করিয়া তিনি তাহাদিগের অপ্রিয়ভাজন হইতে ইচ্ছা করেন না, মুখে বারণ করেন মাত্র; কিন্তু কাহাকে বারণ করিবেন,তাঁহার ভিন্ন আর সকল পামরেরই সমান ধর্ম্মজ্ঞান, সমান করুণার ভাব; প্রাণীর প্রাণনাশ দুরাত্মাদিগের কৌলিক ব্রত, সতীর সতীত্বনাশ আমোদের পদার্থ; সামান্য একটী মৃৎপাত্র ভগ্ন হইলেও ক্ষণেকের জন্য অনুতাপের সম্ভব; কিন্তু একটী মনুষ্যের মৃত্যুতে উহাদের তাহাও সম্ভাবিত নহে। নিষ্ঠুর! নরক হইতেও ঘৃণিত! যবনের মন আঁকিবার নহে, লিখিবারও নহে, যবনের মন যবনেরই অনুরূপ, পৃথিবীতে ঈশ্বর যাহা কিছু ঘৃণিত বীভৎস

পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সহিতও উহার তুলনা হয় না, উহা যবনেরই অনুরূপ।

চিতোর ঐ যবনের অত্যাচারে যার পর নাই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, কোন দিকে আমোদের নাম মাত্রও নাই,কেবল করুণ আর্তনাদেই চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত। রাজপুরী শ্মশানতুল্য, দৃশ্যে চিতাগ্নি জ্বলিতেছে না, কিন্তু অদৃশ্য বহ্নিজ্বালা বিজয়ের হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত, নির্বিবার নহে, যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন সমানভাবে সমান তেজে বিজয়ের হৃদয়েই জ্বলিতে থাকিবে।

বাহিরের সিংহাসন বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, কে বসিবে, বসিবার আবশ্যকও হয় না, বিজয় ক্ষুণ্নমনে গৃহকোণে বসিয়া রহিয়াছেন, দুই চক্ষু জলে পূর্ণ,ভাবনায় হৃদয় আকুল, কতই ভাবিতেছেন ঝালোররাও নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিতেছে না, বরং পৃথ্বীরাজ যতদিন ছিলেন, ততদিন যবনের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল,পৃথ্বীরাজের গমন অবধি যবনগণ যাহা মনে ইচ্ছা যাইতেছে, তাহাই করিতেছে,আজ ক্ষত্রিয়জাতিও যবনের ক্রীড়ার সামগ্রী হইল?—রাজ্য নিম্মস্তক, বীরগণ সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন,তাঁহাদের কামিনীগণ আর যবনের অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না,রোদন করিতেছে, জলে অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিতেছে, তথাপি উঠিবেন না!—উঠিবার হইলে ইহাতেও কি তাঁহারা উঠিবেন না? আর উঠিবেন না; তাঁহাদের আদরের ধন নরাধম যবনপদে বিদলিত হইতেছে, জীবিত থাকিলে কি তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন? মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, আর উঠিবেন না। মহাশয়! আর আমাকে কি বলিয়া বুঝাইতে আসিয়াছেন, আমিই এই অনর্থের মূল, আমা হইতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, রাজ্যের বিনাশ, স্বাধীনতার বিনাশ, আমা হইতেই হইয়াছে,আমা হইতেই রাজা

রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, রাণীরা অগ্নিকুণ্ডে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই নরাধম হইতেই কুলপালিকার মৃত্যু হইয়াছে!—পাপিষ্ঠ! নরাধম! রাজ্যের সাধ! জীবনের সাধ! সমুদায় বিনাশ করিয়া আত্মসুখের কামনা?——ওঃ! এই হতভাগ্য হইতেই সেই সুখপূর্ণ চিতোরের এই দশা হইয়াছে! রাজ্যে কাজ নাই, জীবনে কাজ নাই, মরিব,—আত্ম-হত্যায় জীবন ত্যাগ করিব।

ঝালোররাও বলে বিজয়ের হস্ত হইতে তরবারি গ্রহণ করিয়া বলি-লেন, মহারাজ! এ কি কাপুরুষের অস্ত্র?—ক্ষত্রিয়ের নয়?

বিজয়। কাপুরুষের অস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের নয়।

ঝা। ক্ষত্রিয় নরপতি কাপুরুষ?

বি। কে ক্ষত্রিয়?

ঝা। মহারাজ বিজয়সিংহ ক্ষত্রিয়, সূর্য্যবংশীয়, চিতোরের অধীশ্বর

বি। তাহা নয়, দুরাত্মা বিজয়সিংহ সিংহাসনের উপযুক্ত নয়। সূর্য্যবংশীয় নরপতি যবনের অনুগৃহীত? দুরাচার বিজয়সিংহ কুলের কুল-ঙ্গার।

ঝা। তাহা নয়, মহারাজ বিজয়সিংহ চিতোরের অধীশ্বর।

বি। আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র?

ঝা। উপহাসের পাত্র বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি তাহা করিতেছি না। প্রকৃত কথাই বলিতেছি।

বি। বলুন, যাহার আপনার উপরও প্রভুত্ব নাই, তাহার অন্যের উপর ক্ষমতা কি? বলুন, অলক্ষ্যে বলুন,—শূন্যে বলুন,—বাতাসে বলুন,—এ নরাধমকে বলিবেন না।

ঝা। আমি বিজয়সিংহকেই বলিয়াছি,—বিজয়সিংহকেই বলিতেছি, আবার বিজয়সিংহকেই বলিব।——কোথায় যান?

তাহার প্রতাপ পর্ব্বত-মস্তককেও চূর্ণ করিতে সমর্থ হয়; নতুবা সলিলে নির্ব্বাপিত হইলে তাহার আর বজ্রত্ব কোথায়? তুমি বীর, তুমি সূর্য্য-বংশীয়, একজন পরাক্রান্ত নরপতি, তোমার মনও শোকে মুগ্ধ হইবে? ———বিজয়! তোমাদিগের ক্ষত্রিয়জাতির পরাক্রম কি এইরূপ? রাজা যুদ্ধ করিবে, বলে পররাজ্য আপন আয়ত্ত করিবে, নিত্য নূতন জয়ে মনকে উৎসাহিত করিবে, তাহার স্ত্রীলোকের ন্যায় এইরূপ সঙ্কুচিতমন হওয়া কি কর্ত্তব্য? যে রাজার যুদ্ধে ভয়, প্রাণিহত্যায় ভয়, সে রাজনামের অনুপযুক্ত, রাজত্বেরও অনুপযুক্ত; তাহার অরণ্য বাসস্থান, তাপসবৃত্তিই জীবিকা। তুমি রাজা হইয়া এরূপ শোকে তাপে মুগ্ধ হইবে?—তুমি কি মনে করিতেছ? তুমি এরূপ কার্য্য আজ নূতন করিলে? যে রাজসিংহাসনে বসিয়াছে, সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণিহত্যা তাহার সংকল্পিত ব্রতস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; তাহার অভাবে সিংহাসনের অভাব, তাহার সত্তাতেই সিংহাসনের সত্তা। ভয়, শোক, ক্ষোভ প্রভৃতি মনের বৃত্তি বটে, কিন্তু বোধ হয়, ঈশ্বর রাজার মনে ঐ সকল বৃত্তি প্রদান করেন নাই। তুমি রাজা ও সকল বৃত্তি তোমার মনে থাকিলেও স্বীকার করিব না। প্রকৃতিস্থ হও, মনকে দৃঢ় কর, শোকে সামান্য লোকই মুগ্ধ হইবে, রাজা মুগ্ধ হইবে না, তুমি রাজা, তুমি মুগ্ধ হইবে না। উঠ, স্নানাহার সম্পাদন কর, পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে স্থিরসংকল্প হও।

বিজয়। মহাশয়! প্রজার জন্যই রাজ্যের সাধ, সুখের জন্যই জীবনের সাধ, যখন সেই উভয়েরই অভাব, তখন রাজ্য বা জীবনে প্রয়োজন কি?

আক্‌বর। রাজা থাকিলেই প্রজার সম্ভাবনা, দেহ থাকিলেই সুখের সম্ভাবনা। আশার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন জগৎ চলিয়া আসিয়াছে, চলিতেছে, পরেও চলিবে। প্রাণী মাত্রেই আশার দাস,

লোকের অন্তঃসার অনুমান করিতে পারাই আমার শ্লাঘার বিষয়। যতবার আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যতবার কথাবার্ত্তা হইয়াছে, ততবারই আমি আপনার মুখশ্রীতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। বলিতে কি, আপনি যদি আমার মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে আমি সমস্ত পৃথিবীরাজ্যকেও তৃণবৎ তুচ্ছ বিবেচনা করি। কিন্তু বলিতে সাহস হয় না, আপনার ন্যায় এক জন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয়, বিশেষ রাজা কি যবনের মন্ত্রিত্বপদ স্বীকার করিবেন?

ঝা। আপনার রাজবুদ্ধি, অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু আমি ত আমাতে এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে আপনি আমাকে এরূপ বলিতে পারেন। অধিক কি বলিব, মহারাজ উদয়সিংহ আমার যার পর নাই আত্মীয়,—আমার যদি বিশেষ কিছু বুদ্ধিমত্তা থাকিত, তাহা হইলে এই চক্ষের উপর তাঁহাকেও রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হয়?

আক। রাজা উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যদি তিনি আপনার পরামর্শের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইত না।

সে যাহা হউক, আমি এই অল্পবয়সেই প্রতাপের যেরূপ গাম্ভীর্য্য, যেরূপ তেজস্বিতা দর্শন করিয়াছি, তাহাতে সে যৌবনাবস্থায় আপনার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইলে কখনই আমাকে নিরাপদে রাজ্যসুখ উপভোগ করিতে দিবে না। কিন্তু সেটীও আমার প্রার্থনার বিষয়, কারণ, বিপদে জড়িত না হইলে সুখ সুখ বলিয়াই অনুভূত হয় না। শত্রু না থাকিলে, রাজা যার পর নাই বিলাসী ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন, অকর্ম্মণ্যেরও একশেষ হইয়া পড়েন, অবশেষে আপন রাজ্যই তাঁহার বিলাস-কানন হইয়া উঠে ও আপন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনই তাঁহার

মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু আবার শত্রু নিতান্ত হীনবল ও নির্ব্বোধ হওয়াও তেমনি দোষের কারণ। কেন না, ঐ সকল দোষের সঙ্গে সঙ্গে রাজা যার পর নাই গর্ব্বিতও হইয়া উঠেন।

ঝালোররাও সজলনয়নে বলিলেন, “মহাশয়! যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য, কিন্তু প্রতাপ আমার কি জীবিত আছে ?”

আক্। আমি বলিতে পারি, আপনি থাকিতে কোন অমঙ্গল-ঘটনা প্রতাপের অনিষ্টাচরণ করিতে পারিবে না।

ঝা। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, প্রতাপ ও ভ্রমরাও দুইজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।

আক্। ভ্রমরারও ?

ঝা। মন্ত্রির পুত্র।

আক্। তাহার কথা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সে যুদ্ধে আসিয়াছিল বলিয়া কোনমতেই বোধ হয় না। সে যাহা হউক, মন্ত্রির কি কোন অনুসন্ধান হইল ?

ঝা। রাজা বিস্তর অনুসন্ধান করিতেছেন, কিন্তু কোথাও তাহার অন্বেষণ পাইতেছেন না। আসিবার সময় আমাকে বলিয়া দিলেন, উদয়সিংহের অনুসন্ধানে লোক প্রেরিত হইয়াছে। সেখানে যদি তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আগতমাত্র আপনার শিবিরে পাঠাইয়া দিবেন।

আক্। আমার বোধ হয় যে, রাজা উহার জন্য রাজ্য অবধি পরিত্যাগ করিলেন, তিনি কি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিবেন ?

ঝালোররাও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

আক্। আপনি যে নিরুত্তর রহিলেন ?

ঝা। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

আক্। কেন?

ঝা। যেমন রাজা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমনি ইনিও ত তাহার জন্য ভ্রাতৃবিরোধ, স্ত্রীপরিত্যাগ, আপনার শরণগ্রহণ, অবশেষে সমস্ত রাজ্য অবধি ছারখার করিলেন। তবে ইঁহার পক্ষে রাজ্যের আশাও একটী বলবৎ কারণ হইতে পারে। কিন্তু আমি গোপনে বিজয়ের প্রতি মতির যেরূপ অনুরাগের কথা শুনিয়াছি—শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি বলিলেও বোধ হয়, অন্যায় বলা হয় না। বলুন দেখি, গোপনে মতি প্রদান না করিলে বিজয় কি সহজে এই যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিতেন বা মতির আশায় অন্ধ না হইলে এই ঘৃণিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন? যাহা হউক, মহাশয়! আর আমি কোন কথায় থাকিতে চাহি না। পূর্ব্বে উদয়সিংহের আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, বিজয়কেও যথেষ্ট স্নেহ করিতাম, তাহার ফল যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে। আর না, ভগিনীর অপঘাত মৃত্যু,—ভগিনীপতির রাজ্যনাশ,—বিজনবাস বা অন্য কোন দুর্ঘট-ঘটনা, —ভাগিনেয়েরও তদ্রূপ অনিষ্ট-সঙ্ঘটনা,—এক এই হতভাগ্য হইতেই হইয়াছে। উদয়সিংহ আমারই রাজ্য-রক্ষার জন্য গমন করিয়া ঐ পাপীয়সীকে আপন রাজ্যে স্থান দিয়াছিলেন; প্রণয়ের বশীভূত হইয়া আমাকেও আনয়ন করিয়াছিলেন। আমরা উভয়েই তাহার প্রতিশোধ দিয়াছি। এক্ষণে যে কয় দিন বাঁচিব, সেই কয় দিন আপন রাজ্যেই অবস্থান করিব, স্থির করিয়াছি। আপনি অনুমতি করুন, অদ্য হউক বা কল্য হউক, সপরিবারে আপন রাজ্যে গমন করিয়া গ্লানির জীবন গ্লানিতেই অতিবাহিত করি। আঃ! এই রাজ্যে যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইহার কি অবস্থা দেখিয়াছিলাম, নির্গমনকালেই বা কি অবস্থা

দেখিয়া চলিলাম! এই হতভাগ্যের অবস্থানেই কি এই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য প্রেতপুরীতে পরিণত হইল?

আক্। মহাশয়! বিধাতার নির্ব্বন্ধ, যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, তাহাতে আপনার দোষ কি?

ঝা। কিন্তু এই চিতোরে কোটি কোটি লোকের বাস থাকিতে বিধাতা কি আমাকেই ইহার উপলক্ষ্য করিলেন?

আক্। যাহা হইবার হইয়াছে, তাহাতে অকারণ কেন আপনাকে দুঃখে অভিভূত করেন?

ঝা। মহাশয়! দুঃখে থাকিতে কাহার অভিলাষ? কিন্তু দৈব যখন প্রতিকূল হয়, তখন অসম্ভাবিত দুঃখও আসিয়া মানবের চিত্তকে অভিভূত করে, ইহা ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জ্বলন্ত অগ্নিতে অবস্থান!

আক্। কিন্তু আপনার চিত্তও যে দুঃখে অভিভূত হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই।

ঝা। আপনি নূতন সংসারের নূতন সংসারী, সুখের শয্যাতেই লালিত হইতেছেন, সুখের আশাতেই অগ্রসর হইতেছেন, দুঃখের আঘাত যে কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা জানেন না, অনুভবও করিতে পারেন না। আপনি অসংখ্যবার দুঃখে অভিভূত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু মহারাজ! সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গও অগ্নিময়, বজ্রও ঐ অগ্নি ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু বজ্রের আঘাতে উন্নত গিরিশিখরকেও বিদলিত হইতে দেখা যায়।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় দ্বাররক্ষক সেনানী আসিয়া যথাযথ অভিবাদন পূর্ব্বক করপুটে নিবেদন করিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনার সাক্ষাৎবাসনায় দ্বারদেশে একজন তপস্বী দণ্ডায়মান।"

"যথাযথ সম্মান সহকারে অনায়ন কর" বলিয়া আক্‌বর আপন আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাপসের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঝালোররাওও দণ্ডায়মান হইয়া দ্বারাভিমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অদূরে অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তি!—ভীষণ অথচ প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ কমনীয়, দেখিলে ভয়ের সঞ্চার হয়, মনে ভক্তিও সঞ্চাত হয়; কমনীয় তাপসমূর্ত্তি! মস্তক মুণ্ডিত, গলে রুদ্রাক্ষ, ললাটে সিন্দূরলেপ, বক্ষে রক্তচন্দন, পরিধান রক্তবসন, বর্ণ আরক্ত, নয়নও রক্তবর্ণ, বামকরে দণ্ড, দক্ষিণকরে আশীর্ব্বাদীয় রক্তবর্ণ জবা-পুষ্প, আকার নাতিস্থূল নাতি কৃশ, সুদীর্ঘ তাপসমূর্ত্তি,—দীপ্ত দিনকরের ন্যায় শিবিরমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিয়া ঝালোর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, আক্‌বরও যথাযথ অভিবাদন করিলেন। তাপস আশীর্ব্বাদীয় সূক্ত পাঠ করিয়া উভয়ের করে করস্থিত পুষ্প প্রদান করিলে আক্‌বর বলিলেন, "মহাশয়! আমি যবন, অনুগ্রহ করিয়া যখন যবনগৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন যবনদত্ত আসনে উপবেশনে বাধা কি?"

তাপস। রাজা সর্ব্বাশ্রমের পালক, আমি অবধূত সন্ন্যাসী, অতএব রাজা আমারও পালক, আমি রাজদত্ত আসনে উপবেশন করিব, রাজদত্ত অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইব, তাহাতে বাধা কি?

আক্‌বর স্বহস্তে আসন প্রদান করিলে, তাপস উপবেশন করিলেন। পরে উঁহারাও আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

আক্। শুনিয়াছি, হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ীর আলয়ে গমন করেন না, তাহা কি সত্য?

তা। সত্য, আমি যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সন্ন্যাসিগণ তীর্থাশ্রমী, তীর্থই তাহাদিগের আশ্রম, তীর্থপর্য্যটনই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বিত ব্রত। আমিও সেই প্রথা অনুসারে শিষ্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববর্ত্তী নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলাম, এক নির্জ্জন কাননে এক অমানুষাকার মূর্ত্তি তরুমূলে অবসন্নভাবে আসীন রহিয়াছেন, সহসা এরূপ বিজন-কাননে ওরূপ সুকুমার আকৃতির অবস্থান নিতান্ত অসম্ভব ভাবিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে একাকী এরূপ বিজন-প্রদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছেন?' কোন উত্তর পাইলাম না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে সেই পুরুষবর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার চরণে প্রণিপাত করিলেন মাত্র, কিন্তু কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না। দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে, বদন মলিন, আকারও সাতিশয় দুর্ব্বল; বোধ হইল, কয়েক দিবস রীতিমত আহার কি নিদ্রা কিছুই হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে? কেনই বা এই বিজন-কাননে এরূপ দুঃখ-শোকে মলিনভাবে অবস্থান করিতেছেন? যদি প্রতিবিধানের কোন উপায় থাকে বলুন, সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।' বহুক্ষণের পর একটী মাত্র সুদীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত এই কথাটী মাত্র শুনিতে পাইলাম, 'পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলাম, এক্ষণে কে, তাহা জানি না।'

"ইহার কারণ কি?"

"বিধাতা বলিতে পারেন।"

"বাসস্থান কোথায়?"

"অরণ্যে।"

"পূর্ব্বকার বাসস্থান?"

"চিতোরে।"

"আপনি কি রাজবংশের কেহ হইবেন?"

"ছিলাম বটে।"

"এক্ষণে?"

"বনের বনপশু,—না,—তাহারাও স্বাধীন, তাহাদের অন্তরেও সুখ আছে। এ হতভাগ্যের তাহা কিছুই নাই।"

"আমরা তপস্বী, আমাদিগের নিকট প্রকৃত পরিচয়ে বাধা কি? আপনি বলুন,আপনি কে? সামান্য তপস্বী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না।"

"মহাশয়! ঘৃণা থাকিলে কি এই হতভাগ্যের এইরূপ দশা হইত? এ নরাধমের ঘৃণা-লজ্জা কিছুই নাই, মাত্র আত্মগ্লানিতেই অবস্থান করিতেছি, আত্মগ্লানিতেই দগ্ধ হইতেছি; যদি তাহার কোন প্রতী-কারের উপায় থাকে, বলিয়া দিন, আর এ হতভাগ্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না; এ নরাধম কুলের কুলাঙ্গার। যাহা কখনও হয় নাই, এই হতভাগা হইতে তাহাই হইয়াছে;—মহামান্য সূর্য্যবংশে কাপুরু-ষের অবতারনা এই হতভাগা হইতেই হইয়াছে:—যুদ্ধে ভয় পাইয়া অরণ্যে পলায়ন, বেশ্যার দাস হইয়া রাজ্য-পরিত্যাগ, বেশ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিহার, আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে তুচ্ছজ্ঞান, প্রজা-বর্গের মনে বিরক্তি-উৎপাদন এই নরাধম হইতেই হইয়াছে। এ হত-ভাগ্যের মুখাবলোকন করিবেন না, মূঢ় উদয়সিংহ সূর্য্যবংশের চির-কলঙ্কস্বরূপ।"

"কিরূপে আপনার রাজ্য নষ্ট হইল, যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমূল বৃত্তান্ত শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।"

"অপরের গোপনীয় থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় যাহা করিবে, তাহা কদাচই গোপন রাখিবে না। শুনুন,—যদি এই কাপুরুষের কাপুরুষতার বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইয়া

থাকে, শ্রবণ করুন;" —বলিয়া এই রাজ্যনাশ-সংক্রান্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমুদায় বলিয়া বলিলেন, "আপনি তপস্বী, তপোবলে শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; এক্ষণে আপনার নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।—বলুন দেখি, শাস্ত্রে যে পরকালের কথা আছে, তাহা সত্য, না উন্মার্গগামিদিগের ভীতিপ্রদর্শনের জন্য শাসনমাত্র?" বলিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, —"যাহা ঘটিবার ঘটিবে, তাহাতে ক্ষত্রিয় ভয় করিবে?"—ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, "তাহারই অসংস্থান, না হইলে মনই বা কি জন্য এরূপ কম্পিত হয়?" ———প্রকৃত ক্ষত্রিয়ভাব থাকিলেই বা এরূপ দশা ঘটিবে কেন? না মহাশয়, আমার কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই।"

আমি উহাঁর ভাবভঙ্গি দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "মহা-রাজ!"

"কে মহারাজ?—আকবর মহারাজ,—বিজয় মহারাজ। আমি উদয়সিংহ; না—আমি উদয়সিংহের অনুকৃতি, প্রকৃত উদয়সিংহ মরিয়াছে।"

"সে কি মহারাজ?"

"হাঁ, উদয়সিংহ মরিয়াছে।"

"আমার সমক্ষে জীবন্ত উদয়সিংহ বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ উদয়-সিংহ মরিয়াছে?"

"উদয়সিংহ বসিয়া রহিয়াছেন?—না।—উদয়সিংহ জীবিত থাকিলে, পতিপ্রাণা দেবী বসুমতী জীবিত থাকিতেন, পতিরতা সঙ্গাও জীবিত থাকিত, রাজ্য পরের হস্তগত হইত না, রাজ্যে যবনেও পদার্পণ করিতে পারিত না।"

"আপনার আকার দৃষ্টে আহার হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা হইতেছে না, অতএব কিঞ্চিৎ আহারাদি করুন।"

"আহার করিয়াছি।"

"কি আহার করিয়াছেন ?"

"সমস্ত প্রজার রক্ত!———কই, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার উত্তর দিলেন না ?"

"কি জিজ্ঞাসা করিলেন ?"

"পরকালের বিষয়।"

"আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই মীমাংসা করিলেন, কই, আমার উত্তরের ত প্রতীক্ষা রাখিলেন না ?"

"বলুন মহাশয়!———আমি কি আপনাকে উচিতমত সংবর্দ্ধনা করি নাই ?—আর আমার কিছুই নাই; নমস্কার করি, আশীর্ব্বাদ করুন।"

"আপনি প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় রাজ্যলাভ করুন।"

"বিটল ব্রাহ্মণ! আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীতে শ্মশান-রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, আমাকে কি সেই আশীর্ব্বাদ করিতেছ? আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরকাল মিথ্যা হয়।"

"তাহা হইলে কি হইবে ?"

"তাহা হইলে যে অস্ত্রে রাজা উদয়সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষকে কম্পিত করিয়াছিলেন, এই সেই অস্ত্র।"—বলিয়া কটি হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন,—বলিলেন, "এই সেই অস্ত্র!"

"ও অস্ত্র ত এক্ষণে সেই উদয়সিংহের হস্তেই রহিয়াছে, তবে কেন বিজনবনে নিস্তেজের ন্যায় পতিত ?

"না,—উদয়সিংহের হস্তে নাই।"

"তবে কাহার হস্তে ?"

"আমার হস্তে।"

"আপনি কে?"

"কাপুরুষ।"

"কাপুরুষের হস্তে অস্ত্র?"

"হ্যাঁ, তিনি মরিবার সময় আমার হস্তে অস্ত্র দিয়া এই কথা বলিয়া যান,—ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র, শোণিত পান না করিলে নিস্তেজ হইয়া যাইবে।"

"কই, তাহার কি হইতেছে?"

"সেই জন্যই ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, পরকাল সত্য না মিথ্যা?"

"সত্য হইলে কি হইবে?"

"তোমার রক্তপান করাইব।"

"মিথ্যা হইলে?"

"আমার রক্ত।"

"আমায় মারিলে ত ব্রহ্মঘাতী হইবেন।"

"কই, তোমার যজ্ঞোপবীত কোথায়?"

"আমি দণ্ডী, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"তবে তোমায় মারিতে বাধা কি?"

"সত্য, কিন্তু আমার শিষ্য ত যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই।"

"উঁহাকে মারিব না।"

"তবে আমি সম্মুখ হইতে গমন করি?"

"হাঁ,—এখনি পলাও, নচেৎ এখনি বধ করিব।"

"আমি চলিলাম,"———বলিয়া ইঙ্গিতে শিষ্যের প্রতি তাঁহার রক্ষাভার প্রদান করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, করুন। আমার বোধ হয়, বিনা রাজ্যদানে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতেছে না।

ঝা। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই বিশেষ অবগত আছেন, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। ক্ষত্রিয়, বিশেষ উদয়সিংহ দানলব্ধ রাজ্য গ্রহণ করিবেন? আপনি যদি তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে বরং তাঁহার মৃত্যুকামনা করুন, রাজ্য কামনা করিবেন না। উদয়সিংহ ত উন্মত্ত হইয়াছেন, তথাপি এ কথা শুনিলে তাঁহারও মৃতদেহে পুনরায় ক্ষত্রিয়তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। তিনি বেশ্যাসক্ত, তিনি কাপুরুষ; তথাপি যদি এখনও এই ভারতবর্ষে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া কাহাকে বলিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র উদয়সিংহই সেই ক্ষত্রিয়, অন্যে নয়: উদয় ভিন্ন ভারতে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় নাই। আকবর এক উদয়সিংহ ব্যতিরেকে সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিলেও ইহাঁকে ভারতের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতাম না, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ পড়িয়া থাকুক, এক উদয়সিংহকে জয় করিয়াই ইনি আজ ভারতের প্রকৃত সম্রাট্ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। মহাশয়! ও কামনা করিবেন না, যদি তাঁহার প্রকৃত কল্যাণকামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার মনে যাহাতে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহারই চেষ্টা করুন।

আক। বস্তুতঃ দানলব্ধ রাজ্য তিনি কদাচই গ্রহণ করিবেন না।

ভ। আমরা সন্ন্যাসী, রাজধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই জানি না। তাঁহার অবস্থা দর্শনে যেরূপ মনে উদয় হইয়াছিল, তাহাই করিতে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, বৈষয়িক ইষ্টানিষ্টচিন্তা সন্ন্যাসীর নহে।

ঝা। আপনারা সরল-প্রকৃতি, জগতের সমস্ত পদার্থকেই সরলভাবে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষয়িক কার্য্য-প্রণালী নিতান্ত জটিল। লোকে সহজে পাগল হইতে পারে, কিন্তু পাগলও সহজে পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগ করিতে পারে না। অধিক কি, আপনি যদি এক্ষণে ঐ উদয়সিংহকে সহজে নগরে আনিতে পারেন, তাহা হইলে শুদ্ধ আপনি

কেন, আমিও আপনার সহিত আকবর শাহের নিকট তাঁহার জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিব।

আকবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “আমি কি উহাঁর কথাতে অস্বীকৃত হইতেছি?”

ঝালোররাও অনুতপ্ত-হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “আঃ, এ সংবাদ শ্রবণাপেক্ষা উদয়সিংহের মৃত্যু-সংবাদ কেন শুনিলাম না? আজ চিতোরের অধীশ্বরও উন্মত্ত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন!”

আক্। মহাশয়! কখন্ যে কাহাকে কি অবস্থা ভোগ করিতে হয়, তাহা কে বলিতে পারে? বিধাতার অভিলষিত অতি বিচিত্র, মানবের সাধ্য কি যে, অনুমান দ্বারা তাহা সহজে অবগত হইবে? কে স্থির করিয়াছিল যে, আজ উদয়সিংহকে এরূপ অবস্থা ভোগ করিতে হইবে? —যাউক ও কথার অধিক আন্দোলন করা কেবল গ্লানিভোগমাত্র।

ঝা। বটে, কিন্তু পাষাণে নির্ম্মিত হইলেও তথাপি মনুষ্যের শরীর।—সংসার-ত্যাগী যতি-তপস্বীকেও মায়ায় মুগ্ধ হইতে দেখা যায়। না হইলে কি সম্পর্ক?—কেন ইনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও উদয়সিংহের জন্য আপনার নিকট আসিবেন?

ত। মায়া নিঃসম্পর্ক স্থলেও সম্পর্ক জন্মাইয়া দেয়। যতদিন না এই পাপ-দেহের অবসান হয়, ততদিন কেহই ঐ কুহকিনীর ছলনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

ঝা। মহাশয়! উদয়সিংহ এক্ষণে কোন্ অরণ্যে অবস্থান করিতেছেন?

ত। এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি তাঁহার কিছুই উপকার করিতে পারিলাম না, পরিশেষে তিনি কোথায় আছেন, শত্রু-

সম্মুখে তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে কি অপেক্ষাকৃত অধিক বিপদস্থ করিতেই এখানে আসিয়াছিলাম ?

ঝা। মহাশয়! আপনি অকারণ কেন ক্ষুব্ধ হইতেছেন ?—যাহা হইবার নয়, তাহা কি প্রকারে হইবে ?

ত। না, আমি ক্ষোভ করিতেছি না, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, আপনাদের সম্মুখে কদাচই তাহা বলিতে পারিব না।

ঝা। আপনি যাহা ভাবিতেছেন, আকবর শাহ সেরূপ নীচ-প্রকৃতি নহেন। যবন-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয়-রাজার যেরূপ উদারপ্রকৃতি, যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞান, ইঁহাতে তাহার কিছুরই অভাব নাই। আর আমার প্রতি অবিশ্বাসেরও কিছু কারণ দেখিতেছি না, কারণ, আমি তাঁহার একজন পরমাত্মীয়।

ত। আকবর শাহের যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, আকার দৃষ্টে অনুভবও করিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার পক্ষে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

ঝালোররাও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, "কেন ?"

ত। তাঁহার যদি কেহ আত্মীয় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে কি এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় ?

আক। তিনি যদি ইঁহার পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই রাজ্যচ্যুত হইতে হইত না, আমার সহিত বিরোধও ঘটিত না।

ত। যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা হইতে হয় হউক, আমাকে আর ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। আমি বিষয়জ্ঞানবিহীন তপস্বী, কিসে কি ঘটিবে, কিছুই বুঝিতে পারি না, বুঝিতে চাইও না। দুর্ব্বি-পাক বশতঃ বনপথ অবলম্বন করিয়া অকারণ আত্মাকে ক্লেশপ্রদান

করিলাম। এক্ষণে যদি কিছু অন্যায় করিয়া বা বলিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিবেন।

উভয়ে। "ক্ষমা করুন, আপনার অন্যায় করা দূরে থাকুক, বরং আমরা আপনার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে না পারাতে আপনার নিকটই অপরাদ্ধ হইলাম। কি করিব, তিনি স্বীকৃত হইবেন না, নতুবা আপনার প্রস্তাবে আমরা সম্পূর্ণ সম্মত আছি। এক্ষণে যদি কিছু দোষ ঘটিয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন।" ঝালোর প্রণাম করিলেন, আক্‌বরও যথাযথ অভিবাদন করিলেন।

তা। দীর্ঘজীবী হইয়া পরমসুখে রাজ্য-শাসন কর।

আক্। মহাশয়, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

তা। বলুন।

আক্। মহারাজ উদয়সিংহের সমভিব্যাহারে কি কোন স্ত্রী-লোককে দেখিলেন?

তা। কই না, তাঁহাকে ত একাকীই দেখিয়াছি। তবে যদি আর কোথাও থাকে, তাহা বলিতে পারি না।—আচ্ছা, তবে এক্ষণে চলিলাম।

উভয়ে দ্বার অবধি অনুগমন করিয়া, তাপস গমন করিলে পুনরায় আপন আপন আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

আক্‌বর বলিলেন, "ইঁহার কথার আভাসে বোধ হইতেছে, মতি ত রাজার সহিত গমন করে নাই।"

ঝালোর দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বলিলেন, "অবশেষে কি উদয়সিংহের এই দশা হইল?"

আক্। তাহা আর ভাবিয়া কি করিবেন?"

ঝা। "ভাবিয়া কি করিব, সত্য, কিন্তু শুনিয়া অবধি অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।" শিবিরের বহির্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,

"বেলাও অধিক হইয়াছে, আপনি স্নানাদি করুন্। আমিও গৃহে গমন করি। বোধ হয়, অদ্যই আপন রাজ্যে গমন করিব। এখানে আর কিছুতেই মন স্থির হইতেছে না।"

আক্। অদ্যই কি যাওয়া স্থির করিলেন ?

ঝা। আর এ শূন্য নগরীতে থাকিতে পারিতেছি না।

আক্। আমিই বা কি করি ? সহজে যে মতির কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তাহা ত বোধ হইতেছে না।— আচ্ছা, ইহার ভিতর বিজয়ের কি কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে ?

ঝা। আপনার উপর বিজয়ের দুষ্ট অভিসন্ধি ? বরং সূর্য্যেরও পশ্চিমে উদয় সম্ভব, কিন্তু আপনার সহিত বিজয়ের দুষ্টতা ?—এ কি সম্ভাবিত ?

আক্। যাহা হউক, দুই একদিন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, অবশেষে না পাওয়া যায় ত আর কি করিব ? কাজেই আমাকেও যাইতে হইবে। তবে নান্নুখাঁর নিকট বিশেষ অপ্রস্তুত হইতে হইল দেখিতেছি।— আচ্ছা, তবে এক্ষণে আসুন।

উভয়ে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিবিরদ্বারে আসিয়া পরস্পর শিষ্টাচার-প্রদর্শনের পর ঝালোর আপন অশ্বে আরোহণ করিলেন, আক্‌বরও আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"কালে বীজমুপ্তমবশ্যমেব ফলমুপদর্শয়িষ্যতি।"

———মুদ্রারাক্ষসম্।

বেলা দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, ঝালোররাও আহারাদি সমাপন করিয়া আপন শয়নে উপবেশনপূর্ব্বক প্রতিক্ষণে চৈৎসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। "রাত্রি থাকিতে চৈৎসিং শকটে আরোহণ করিয়াছে, মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইল, অথচ এখনও দেখা নাই, কারণ কি? পথে কি কোন বিঘ্ন ঘটিল? না,— চৈৎসিং তাদৃশ নির্ব্বোধ নহে, সামান্য বিপদে যে তাহাকে অভিভূত করিবে, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু কার্য্যটীও সহজ নহে, প্রকাশ হইলে বিজয়ের নিকট যার পর নাই বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে।" ঝালোররাও নিবিষ্টমনে উহাই চিন্তা করিতেছেন। সহসা গৃহের বহির্ভাগে পদশব্দ হইল, ঝালোরের অশ্বাসের সহিত চৈৎসিংহ আসিয়া গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

ঝালোররাও চৈৎসিংহকে দেখিয়া শঙ্কিতমনে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত বিলম্বের কারণ কি?"

চৈ। নগরের সীমা পর্য্যন্ত সঙ্গে গমন করিয়া শকট দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে আমি আগমন করিতেছি।

ঝা। পথে ত কেহ চিনিতে পারে নাই?

চৈ। কাহাকে চিনিবে?

ঝা। ওমরাওকে ?

চৈ। স্ত্রীবেশ, অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত, কে চিনিবে ?—বিশেষ, কেহ আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করে নাই।

আক্। ওমরাওকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছ ?

চৈ। হাঁা, শকট নগরের সীমা পার হইলে আমি ওমরাওকে গোপনে আসিয়া কথামত স্ত্রীবেশ মোচন পূর্ব্বক বলিলাম, 'পথে কি নগরে কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সত্য পরিচয় কদাপি প্রদান করিও না। যতদিন না আমরা যাইতেছি, ততদিন অধিক লোকের সহিত আলাপাদিও করিও না, দেখিও, যেন কাহারও সহিত কদাপি কলহ উপস্থিত না হয়। শান্তভাবে সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে শান্তভাবেই সকলের সহিত ব্যবহার করিবে যাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা থাকিতে হইবে, তাহারা যাহাতে তোমাকে বিশেষ স্নেহ করে, এরূপ করিও। নগর ছাড়িয়া কদাপি অন্যত্র যাইও না। তোমার শত্রু পদে পদে, সাবধান! আমার বাক্যের যেন অন্যথাচরণ না হয়।'

ঝা। উত্তম করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগের সেই কপট সন্ন্যাসী আসিলেই যে এ দিকের যাহা হয়, উদ্যোগ করা যায়।

চৈ। তিনি কি সন্ন্যাসীবেশে আক্বরকে মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন ?

ঝা। আক্বরের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার চতুরতায় আমি অবধি মোহিত হইয়াছিলাম।

চৈ। আপনিও কি আক্বরের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন ?

ঝা। হাঁা, তাঁহার পত্র লইয়া তাঁহার অনুচর আমাকে লইতে আসিয়াছিল।

চৈ। লইয়া যাইবার কারণ কি ?

ঝা। বোধ হয়, মতিসংক্রান্ত কোন বিশেষ কথা জিজ্ঞাসার জন্য।

চৈ। তাহার কি হইল ?

ঝা। এখনও ধূর্ত্তপনা শিখিতে আকবরের বহুদিন বিলম্ব আছে। ———হাঁ, তাঁহার আরও একটী উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হইল।

চৈ। কি ?

ঝালোররাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে তাঁহার মন্ত্রিত্ব পদে অভিষেক !"

চৈ। কি দুর্ব্বুদ্ধি ! রাজ্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে না করিতেই এতদূর আশা !

ঝা। চৈৎসিং ! উপহাস করিও না, এই কয়েকদিনে আকবরের যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ বুদ্ধিমত্তা দেখিলাম, দেশেরও যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে ঐ পদ কিছুদিন পরে বোধ হয় আমাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া উঠিবে।

চৈ। আমরা জীবিত থাকিতে ?

ঝা। থাক্, এখন আর কোন কথার আবশ্যক নাই। তুমি মতির সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে বহুমূল্য রত্নগুলি আপনার আয়ত্তমত করিয়া রাখ। ওগুলি রাজ্যে লইয়া যাইও এবং সাবধানে গোপনে কোন স্থলে রাখিয়া দিও। বোধ হয়, নগরে যাইতে আমাদের কয়েকদিন বিলম্ব হইতে পারে।

চৈ। কতদিন বিলম্ব হইবে বোধ হয় ?

ঝা। এখন বলিতে পারি না।

উভয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই তাপস আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঝা। এ কি ? সে তাপসবেশ কোথায় ?

তা। অপনীত হইয়াছে।

ঝা। দণ্ডীর দণ্ড ?

তা। তাহাও দূর হইয়াছে।

ঝা। বস্তুতঃ দণ্ডীর বেশে আপনাকে দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়, এমন কি, সহসা দেখিবামাত্র আমারও ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। বিশেষ আপনার কথার পারিপাট্য, উদয়সিংহের অবস্থার প্রতি আমারও মধ্যে মধ্যে ভ্রম জন্মাইয়াছিল। যাহা হউক, ভাগ্যে আপনি আসিয়াছিলেন, নতুবা এ কার্য্য আর কাহারও দ্বারা কদাচই এরূপ হইত না। এ দেশের জন্য কাহারও এরূপ বেশে উদয়সিংহের নিকট যাইতে সাহসও হইত না, হইলেও বোধ হয়, তিনি চিনিতে পারিতেন। তিনি চিনিতে পারুন আর নাই পারুন, কিন্তু আক্‌বরকে এরূপ বিমোহিত করিতে অন্য কোন ব্যক্তি পারিত কি না সন্দেহ। আক্‌বরও মন্দ চতুর নহেন। আমি অনেকবার উঁহাকে আপনার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে দেখিয়াছি।

তা। হাঁ, আমিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু উহা কি সন্দেহ প্রযুক্ত, না ভক্তিভাবে ?

ঝা। আমার ত সন্দেহ বোধ হয়। তবে বলিতে পারি না, সন্দিগ্ধ মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

তা। সম্ভব, কিন্তু আমি ত উঁহার মুখে প্রসন্নভাব ভিন্ন অণুমাত্রও সন্দেহভাব লক্ষ্য করি নাই।

ঝা। যাহা হউক, কার্য্যটী মন্দ হয় নাই।

তা। আপনার চতুরতার ফল কখনও মন্দ হয় নাই, আজ কি নিমিত্ত হইবে ?—তাহা হউক, আপনার যাহা যাহা করিবার কথা ছিল, সমুদায় স্থির হইয়াছে ?

ঝা। সমুদায় প্রস্তুত, তথাপি সন্ধ্যার পর গুপ্তবেশে এক একবার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সমীপে যাইব স্থির করিয়াছি।

তা। উত্তম পরামর্শ করিয়াছেন. তাহাতে সকলের আরও বিশেষ নির্ভর হইবার সম্ভাবনা।—আপনার নিজরাজ্যে পুনর্গমনের বিষয় কি বিজয়ের সহিত বলা হইয়াছিল?

ঝা। হাঁ বলিয়াছিলাম, অদ্য রাত্রিতেই যাইবার বিষয়েও তাঁহার মত করিয়াছি। তবে একবার আকবরের সহিত সাক্ষাতের বাসনা আছে। এতক্ষণ যাইতাম. কেবল আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।

তা। বিজয়ের নিকট যাওয়াতেই আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

ঝা। কেমন, বিজয়ের মনোভাব কিরূপ বুঝিলেন?

তা। অব্যবস্থিতচিত্তের মনোভাব লক্ষ্যের মধ্যেই নহে। তবে এক্ষণে রাজার ঐরূপ কল্পিত অবস্থা শ্রবণে তাঁহাকে রোদন করিতেও দেখিয়াছি,—এই মাত্র।

ঝা। এরূপ করাতে বোধ হয়, বিরাগের কারণ উপস্থিত হইলেও সহসা রাজার প্রতি কাহারও তাদৃশ চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইতে না পারে।

তা। ঐ জন্যই ত এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান, তাহার পর বিধাতার অভিরুচি. তাঁহার মনে যাহা আছে. তাহাই ঘটিবে।

ঝা। রাত্রিতে সৈন্য-সমেত গোলযোগের সহিত গমন করিলে এ নগরবাসী জনগণের বিশেষ সুবিধা হইবে, আমাদের সহিত তাহাদের গমন তৎকালে কেহই অনুধাবন করিতে পারিবে না। এই জন্য আমি যে অদ্য রাত্রিতে গমন করিব ইহা নগরের সর্ব্বত্রই প্রায় প্রচার

করিয়া দিয়াছি। তাহার পর আমরা এক দিকে, চৈৎসিং অন্য দিকে গমন করিবে।

তা। কিন্তু এখন যতই কেন গোপন করুন না, পরে এ কথা কখনই অপ্রকাশ থাকিবে না, বিজয়ও আপনার প্রতি সন্দেহ করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ঝা। করেন করুন, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না, বিজয়কে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু যাহার ভয়ে ভয়, সেই আক্বরকে নগর হইতে পাঠাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। রাজা যে নিঃসহায়, নতুবা আক্বরকেই বা ভয় করিতে হইবে কেন ?- আচ্ছা, অদ্যকার কৌশলে আক্বরের মন অনেক শান্তমত বোধ হইল না ?

তা। বিশেষ আপনার সময়মত কথার কৌশলে তাঁহার চিত্তবৃত্তি অনেকাংশে অবনত হইয়াছিল।—তবে যবনের মন,

ঝা। বিশ্বাস নাই, এক্ষণে যাহাতে উহার কল্যই দিল্লী অভিমুখে গমন করা হয়, তাহাতে একটু বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। সেই অভিপ্রায়েও আমার উহাঁর নিকট গমন।

তা। আক্বর কি এখন যাইবেন ?

ঝা। প্রাতে ত যাইবার কথা তিনি আপন মুখেই বলিয়াছেন।

তা। তবে আপনি সত্বর সেখানে গমন করুন। আক্বর দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলে আর কোন বিপদেরই আশঙ্কা থাকিবে না।

ঝা। "চৈৎসিং ! তুমি গমনোপযোগী সমস্ত আয়োজন কর ; আর আপনিও শিবিরে গমন করিয়া সৈন্যদিগকে গমন জন্য প্রস্তুত করুন ; যেন রাত্রি এক প্রহরের পরই এখান হইতে বাহির হইতে পারা যায়।"—বলিয়া তিন জনেই গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

পাঠক! যিনি এতক্ষণ মন্ত্রীবেশে ঝালোরের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন, ইনিই সেই বনের বনবাসী তপস্বী, ইনিই সেই আক্বর-শিবিরের দণ্ডধারী সন্ন্যাসী; ইনি ঝালোরের প্রধান মন্ত্রী, ইহাঁর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ঝালোর এতদিন নিশ্চিন্তে চিতোরে বাস করিতেছিলেন। চিতোরে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ঝালোর উহাঁকে সৈন্য সমেত আসিতে সংবাদ লিখেন, তাহাতেই এ রাজ্যে আগমন করিয়াছেন। রাজার মতির সহিত পলায়ন-সময়ে ঝালোরের আদেশে তাপস-বেশে ইনিই গোপনে তাঁহার অনুগামী হন এবং সে বেশে যাহা কর্ত্তব্য, বিশেষ চতুরতার সহিত তাহাও সমাধা করেন। সে কার্য্য শেষ হইয়াছে, সে বেশও পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে মন্ত্রীর কার্য্য আবশ্যক, পরিকৃত মন্ত্রিবেশেই পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বকার অবস্থান ঝালোরের ভবনে, এক্ষণকার অবস্থান যেখানে প্রয়োজন, সেইখানে। বনে তপস্বী, নগরে সন্ন্যাসী, ভবনে মন্ত্রীভাবই ইহাঁর প্রকৃত অবস্থা, এই মন্ত্রীবেশই ইহাঁর প্রকৃত বেশ। বনের তাপসশিষ্য ইহাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর;—বনেই অবস্থান করিতেছেন এবং প্রভুর আদেশমত সাবধানে উদয়সিংহের রক্ষাতেই নিযুক্ত রহিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

সুহৃদ্দারেণ রাজ্যং পুনঃ।
নন্বং কিং করণীয়মেতদধিকং শ্রেয়স্তদপ্যাচ্যতাম্ ॥"

—বীরচরিতম্

থাকিবার জন্য বনের বনপশুরও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, পক্ষীরও নির্দ্দিষ্ট কুলায় আছে; তাহারাও নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথা তথা ভ্রমণ করিয়া বিশ্রামের সময় বিশ্রামস্থলে শাবকাদি লইয়া বিরামসুখ উপভোগ করে,—শান্তির জীবন শান্তির ছায়াতেই অতিবাহিত করে। কিন্তু সামান্য মনুষ্য নয়, চিতোরের অধীশ্বর উদয়সিংহের বিশ্রামের স্থান নাই, বিশ্রামের অবসরও নাই;—বিশ্রামলাভ ভূমিশয্যায়, বিশ্রামলাভ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে। সুখশয্যায় শয়নের অভ্যাস, সুখসেব্য উপভোগে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি, আজ সেই অভ্যাস কঠিন ভূমিশয্যাতেই অভ্যস্ত হইতেছে, সেই পরিতৃপ্তি বনের ফলমূলেই পর্য্যবসিত হইতেছে।

অবস্থে! তোমার অভিপ্রায় তুমিই বুঝিতে পার, তোমার কার্য্যে তুমিই তৃপ্তিলাভ কর, কখন্ যে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিতেছ,

তাহা সামান্য মানবের সামান্য বুদ্ধিতে কি অনুমান করিবে? তুমি এক আকারে নানা বেশ পরিধান করিতেছ, এক দেহ নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতেছ। তুমি কোথাও হাসিতেছ, কোথাও কাঁদিতেছ; কখনও ভৈরবী, ভীষণ বেশ; কখনও বিলাসিনী, বিলাসে আবেশ; তোমার লীলায় তুমিই মগ্ন রহিয়াছ, তোমার লীলায় তুমিই খেলা করিতেছ; এই চরাচর বিশ্বসংসার তোমারই উপাসক, তুমিই সমস্ত জগতের একমাত্র উপাস্যা! তুমি বিধাতার প্রিয়-সহচরী, বিধির কিঙ্করী। রাজার ভবনে তুমিই লক্ষ্মীরূপা, মুনির তপোবনে তুমিই সিদ্ধিস্বরূপা, তোমার লীলার বিচিত্র ভাব, এই বিচিত্র ভাবেই তোমার অবস্থান।

বিলাসিনি! তোমার সে বেশ এক্ষণে কোথায়? যে বেশে একদিন উদয়সিংহের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলে,—উদয়সিংহের হৃদয়-মন মোহন করিয়াছিলে, সে বেশ কোথায়? রাক্ষসি! সেই তুমি, এখন কিরূপে এমন ভীষণ বেশ ধারণ করিলে? কি করিয়াই বা তোমার জীবনেরও জীবন-শোষণে প্রবৃত্ত হইলে?—নিষ্ঠুরে! এই কি স্ত্রীস্বভাবের পরিচয়? উদয়সিংহ সুসমৃদ্ধ চিতোরের অধীশ্বর, আজ তাঁহারও এই রাত্রিতে এই বিজন কাননে জীর্ণ কুটীরে অবস্থান! কোথায় সেই স্বর্ণের পর্য্যঙ্ক?—কোথায় সেই দুগ্ধফেণনিভা শয্যা? মৃত্তিকার উপর তাপসশিষ্যের সামান্য উত্তরীয়, তাহাতে বাহুমাত্র উপাধানে শয়ন!—এ কি উদয়সিংহের উপযুক্ত? শয়ন-সহচরী সে বিলাসিনীগণ কোথায়?—মণিময় দীপিকার সেই সুস্নিগ্ধ আলোকই বা কোথায়? নিবিড় রজনীর নিবিড় অন্ধকারে শোকসন্তপ্তচিত্তে আজ উদয়সিংহেরও অবস্থান!—তাপসশিষ্য নলের উপাখ্যান, রামের উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্ত্তন করিতেছেন, উদয়সিংহ কখনও শুনিতেছেন, কখনও দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে আপন অবস্থার কথাই

ভাবিতেছেন। মধ্যে মধ্যে বনজন্তুর ভীষণ গর্জ্জন,—দৃক্‌পাত নাই;—"আত্মহত্যায় বিষম পাপ! যদি হিংস্রক বনপশুর আক্রমণে এ দুঃখের শমতা হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় আর কি হইতে পারে?" কিন্তু দূরের গর্জ্জন দূরেই উদয় হইতেছে, আবার সেই দূরেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। নিকটের গর্জ্জন হৃদয়েই অভ্যুদিত, ভীষণ প্রতিশব্দে হৃদয়েই আহত; সহজে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও সে গর্জ্জনের নিবৃত্তি হইতে পারে না।

রাত্রি দুই প্রহর,—তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হইল, তাপসশিষ্যা সেই সেই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে করিতে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, বনের বনজন্তুরাও বন হইতে দূর-দূরান্তে আহার অন্বেষণে বহির্গত হইল, বায়ুও প্রতিহত হইল; নিস্তব্ধ প্রকৃতি নিস্তব্ধভাবে অরণ্যে নগরে সর্ব্বত্র আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইলেন। ক্রমে নিদ্রাও আসিয়া অল্পে অল্পে দুঃস্বপ্নময় আবরণে রাজার নয়ন-মন আবরণ করিলেন।

সময় বহিয়া যায়, নিশা শশীর অপেক্ষায় আর কতক্ষণ থাকিবেন, ভাবিতে লাগিলেন, শূন্যের তারকা শূন্যমনে শূন্য আলয়েই সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল, জলের কুমুদিনী জলেই লজ্জা আবরণ করিল। চন্দ্রমা ক্ষীণশরীর, কলামাত্র অবশিষ্ট, মাত্র দেখা দিবার আশয়েই গগনাঙ্গনে আসিয়া পদার্পণ করিলেন। ঊষাও রঙ্গ দেখিবার মানসে বেশগৃহে বেশ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাত্রি অল্পমাত্রাবশেষ; সহসা উদয়সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাপসশিষ্যাও চমকিতভাবে উঠিয়া বসিলেন। উদয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কি গোলযোগ শুনিতে পাইতেছ?"

তা-শি। হাঁ, এই রাত্রিতে এই বিজন কাননে এরূপ কলরবের কারণ কি?

উদ। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।

কলরব ক্রমশই নিকটবর্ত্তী, অশ্বের পদধ্বনি, লোকের কোলাহল ক্রমে কুটীর-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 'যাহাই হউক' ভাবিয়া উদয়সিংহ নিষ্কোষিত অসি-হস্তে বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

"কে ও, মহারাজ উদয়সিংহ ?"

উদ। "হাঁ।" ভাবিলেন,—"কণ্ঠস্বর পরিচিত, ইহারা কে, এমন সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ?" কিয়ৎক্ষণের পর অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া বলিলেন, "কে ও, ঝালোয়ারাও ?"

ঝা। হাঁ মহারাজ! আমিই সেই নরাধম, যাহার জন্য আপনার রাজ্যনাশ, বনে বাস হইয়াছে, আমিই সেই নরাধম। বনেও নিস্তার নাই, আবার এখানেও আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।

উদ। এখানে কি প্রয়োজন ?

ঝা। আর কিছুই নয়, শুদ্ধ আপনাকে দেখিবার বাসনা।

উদ। হাঁ, আমি দেখিবার পদার্থ বটে, নগরে, লোকালয়ে কাপুরুষের দর্শন অতি দুর্লভ। ইহাঁরা সকলেই কি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন ?

ঝালোররাও নীরবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনুষঙ্গিগণ। না মহারাজ, আমরা দেখিতে আসি নাই। আমাদিগের পিতা—আমাদিগের আশ্রয়দাতা যেখানে রহিয়াছেন, আমরা সেইখানেই আসিয়াছি, সেইখানেই থাকিব, তাঁহারই পদে আশ্রয় লইব; এই জন্যই আসিয়াছি, দেখিতে আসি নাই। এই দেখুন, স্ত্রীপুত্র-পরিবার-সমেত আমরা নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আপনি অরণ্যে থাকেন, অরণ্যই আমাদিগের নগরী, পর্ব্বতে থাকেন, পর্ব্বতই আমাদিগের স্বর্গপুরী! আমরা আপনার,—আপনার নিকটেই আসিয়াছি,

আপনার নিকটেই থাকিব, আপনাকে ছাড়িয়া কদাচই যাইব না।”

উদ। ঝালেরি! এ কি?

ঝা। আমি কিরূপে জানিব? আপনার প্রজা, আপনার পুত্র, আপনার নিকট আসিয়াছে; আমি কিছুই জানি না।

উদ। প্রজাগণ! তোমাদিগকে এ দুর্ব্বুদ্ধি কে প্রদান করিল?

প্রজা। দুর্ব্বুদ্ধিই হউক আর সদ্বুদ্ধিই হউক, যাহা করিবার করিয়াছি, প্রাণে মরিতে হয়, তথাপি কাহারও কথা শুনিব না।

উদ। বিজয় আমার সহোদর, তাহার অবমাননায় কি আমার অপমান হইবে না?

প্রজা। আমরা শাস্ত্র জানি না, জানিতেও চাহি না। আমাদের যেরূপ মনে উদয় হইয়াছে, সেইরূপই করিয়াছি। আমরা আপনাকেই জানি, আপনার নিকটেই থাকিব, বিজয়কে জানি না তাঁহার নিকট থাকিব না, তিনি আপনার সহোদর,—সহোদরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় আপনিই করুন, আমরা করিব না, তাঁহার রাজ্যে থাকিব না, তাঁহাকে রাজা বলিয়াও স্বীকার করিব না। যাহারা করে, তাহারা সুখে তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করুক, আমরা থাকিব না।

উদ। পুত্রগণ! এই বেশ্যাসক্ত নরাধমের হস্তে একবার রক্ষাভার প্রদান করিয়া তোমাদিগের যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, আর কেন সেই ইন্দ্রিয়সেবী কাপুরুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছ? যাহার বেশ্যার জন্য তোমরা ধনে প্রাণে নষ্ট হইলে, সে একবার তোমাদিগের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না, আপন জীবন লইয়া পলায়ন করিল; আবার সেই দুরাত্মা কৃতঘ্নের হস্তে রক্ষাভার! আমি তোমাদিগকে বিনয়ের সহিত বলিতেছি, যদি মঙ্গল চাও, তবে বিজয়ের রাজ্যে গমন কর।

এ নরাধমকে আর বিশ্বাস করিও না। তোমরা যে বিশ্বাসে আমার করে আত্মসমর্পণ করিতেছ, সে বিশ্বাসের পদার্থ আর আমাতে নাই; উদয়সিংহ সে উদয়সিংহ নাই, এ নরাধম কাপুরুষের একশেষ, দুরাত্মারও একশেষ।

প্রজা। যাহা থাকেন, আপনি থাকুন, আমরা আমাদিগের রাজার করেই আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি, আমাদিগের রাজার করেই আত্মসমর্পণ করিব। সুখে থাকিতে হয়, এইখানেই থাকিব; দুঃখে থাকিতে হয়, এইখানেই দুঃখভোগ করিব; অন্যত্র যাইব না; আপনি যেখানে থাকিবেন, আমরা সেইখানেই থাকিব।

উদ। পৃথিবি! দ্বিধা বিভিন্ন হও, লুকাইয়া আত্মজ্বালা নিবারণ করি, যাহাদিগের মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যাহারা আমার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নহে, তাহাদিগের রক্তশোষণ করিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছি!—বৎসগণ! এখনও নিরস্ত হও, এ নরাধম কিছুতেই তোমাদের রক্ষার উপযুক্ত নহে।

প্রজা। "ভগবতি যামিনি! তুমি সাক্ষী, বনদেবতে! তুমি সাক্ষী, আমরা যাঁহার প্রজা, যাঁহার পুত্র, তাঁহাকে পাইয়াছি, তিনি যাহাই হউন, আমরা তাঁহার করেই আত্মসমর্পণ করিলাম।"—বলিয়া প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া সেই বনভূমিতেই উপবেশন করিল।

উদ। হায়! সুখপূর্ণ অট্টালিকা-সকল যাহাদিগের বাসের উপযুক্ত, এই অপরিচ্ছন্ন বনভূমি কি তাহাদিগেরই বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল? এই এক হতভাগ্য নরাধম হইতে যাহা হইবার নয়, তাহাই হইল, যাহাদের কুলকামিনীগণ জন্মেও অরণ্য কিরূপ, নয়নগোচর করে নাই, আমা হইতে তাহাদেরও আজ অরণ্যবাস হইল? পাপিষ্ঠ! নরাধম! এক বেশ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া আপনাকেও উৎসন্ন করিলি? প্রজাগণকেও

বিনষ্ট করিলি? বৎসগণ! এই হতভাগা কিছুতেই তোমাদিগের রক্ষা-ভারের উপযুক্ত নহে। যে দুরাত্মা অসংখ্য প্রজার বিনিময়ে আত্মজীবন—বেশ্যার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সেই নিকৃষ্ট পশুর অরণ্যই বাসস্থান। তোমরা মনুষ্য, কোন মতেই এ স্থান তোমাদের বাসের উপযুক্ত নহে। ভগবতি উষে! তুমি যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক, আর প্রকাশ হইও না, দুরাত্মার পাপমুখ এই সকল স্বামিভক্ত পুণ্যাত্মাদিগের দর্শনের উপযুক্ত নহে।

প্রজা। মহারাজ! যদি এই নরদেহে কেহ স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারে, তাহা হইলে আমরাই তাহা করিতেছি; আর করুণ আবেদনে আমাদিগের সুখিত চিত্তকে দুঃখিত করিবেন না; আপনি কোন বিষয়ে আমাদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। যদি পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে আপনি সেই ক্ষত্রিয়; রাজা বলিয়া কোন পদার্থ থাকিলে আপনি সেই রাজা। জগতে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় নাই; দ্বিতীয় রাজাও নাই। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ এতদিন আপনার চিত্ত এক সামান্য মোহে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে আমাদিগের সে দুরদৃষ্ট অপনীত হইয়াছে,—আপনারও সেই মোহের আচ্ছন্ন-ভাব বিদূরিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নসূর্য্য মেঘাবরণমুক্ত, তাহার কিরণে যে এক্ষণে আমাদিগের দুর্ভাগ্য অপনীত হইবে না, এ কথা অসম্ভব। আমরা আপনার, অপরের নহি,—আপনার, আপনারই থাকিব; বনে, জলে, পর্ব্বতে যেখানে থাকুন, আপনারই থাকিব।

উদ। "আঃ! আর পারি না, বিধাতার অভিলষিত, যাহা ঘটিতে হয়, ঘটুক।"—বলিয়া সেই অপরিচ্ছন্ন বনভূমিতে উপবেশন করিলেন প্রজাগণ উন্নতস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সেই অত্যুন্নত জয়শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই এক অশ্বারোহী পুরুষ রাজার

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক আপন বহির্ব্বেশ উন্মোচন করিলেন ;—

সমুজ্জ্বল-বেশে সুবেশিত কামিনী-মূর্ত্তি !—বিমল-কিরণে পরিপূরিত পূর্ণচন্দ্রমার পূর্ণকান্তি!—সজল-নয়নে রাজার চরণে প্রণিপাত করিয়া করপুটে বলিলেন,"মহারাজ! এ অভাগিনীকে এ অবস্থাও দেখিতে হইল ? আজ চিতোরের অধীশ্বর মহারাজ উদয়সিংহের রত্নসিংহাসনের পরিবর্ত্তে কি এই মৃত্তিকাসন ? আমি হৃদয় পাতিয়া দিই, আমার প্রাণেশ্বর আমার হৃদয়ে আসিয়া উপবেশন করুন্!" বলিয়া রাজার করধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন।

রাজা। "সঙ্গা!—হতভাগার জীবনধন সঙ্গা!—ব্যভিচারিণী কুলটার কুহকে পড়িয়া শতবার সহস্রবার যাহার অপমান করিয়াছি, সেই সঙ্গা! প্রণয়ের জীবনীশক্তি, উদয়ের হৃদয়ের ধন! হৃদয়ে আইস।" বলিয়া সঙ্গারে আপন বক্ষঃস্থলে লইয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! এ কাপুরুষের দেহ কি তোমার স্পর্শের উপযুক্ত ? বেশ্যা-সংসর্গে দূষিত দেহ কি পতিব্রতা স্পর্শ করিবে ?"

সঙ্গা। নাথ! তুমি আমার জীবনের অমূল্যধন! তুমি আমার পরমারাধ্য পরম-দেবতা। তোমার পবিত্র পদযুগলের স্পর্শ যে পুনরায় আমার ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করি নাই। আজ আমার আরাধ্য বস্তু আমি প্রাপ্ত হইলাম ;—পরিচারিকার সেবার ধন পরিচারিকা প্রাপ্ত হইল। কোমল পদযুগল কঠিন মৃত্তিকায় কেন ? আমার হৃদয়ে প্রদান কর, তাপিত হৃদয় শীতল হউক্, হৃদয়ের ধন হৃদয়ে প্রদান কর।

প্রজাগণ উল্লাসে পুনরায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ঝা। "ভগবতি বনদেবতে! দেবি অন্নদে! রাজলক্ষ্মী পুনরায় রাজার

অঙ্কশায়িনী হইলেন, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর। বনস্পতিগণ! রাজমহিষী রাজার সহিত মিলিত হইলেন, তোমরা অনুমোদন কর। সতীর ধন সতী প্রাপ্ত হইলেন, রাজ্যের শ্রী রাজায় সঙ্গত হইলেন। বনলতে, তুমি তোমার আমোদের অনুরূপ কোমল কুসুমরাজি রাজপদে উপহার প্রদান করিতেছ, কিন্তু আমার কি আছে যে, আমি আমার অনুরূপ আজ এই যুগলপদে প্রদান করি?—কিছুই নাই; তবে যাহার ধন, তাঁহার পদেই অর্পণ করিলাম।" বলিয়া সেই মতির সঞ্চিত অর্থরাশি রাজপদে উপহার প্রদান করিলেন।

প্রজাগণ যাহার যেরূপ সাধ্য আনিয়া রাজপদে প্রদানপূর্ব্বক আনন্দ-কোলাহলে বনভূমি আকুলিত করিয়া তুলিল।

পরে ঝালোররাও রাজার নিকট তপস্বী-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত ও গোপনে মতির নিকট হইতে অর্থ আহরণের উপায় কীর্ত্তন করিলেন এবং কয়েক দিন সেই স্থলে অবস্থান করিয়া নগরীর কিয়দংশ নির্ম্মাণ করাইলেন। রাজার নামে নগরের নাম "উদয়পুর" হইল।

তৎপরে রাজার আকিঞ্চনে কয়েকদিবস পরে পুনরায় তথায় আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ঝালোররাও আপন মন্ত্রী সমভিব্যাহারে আপন রাজ্যে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।